সালাত
কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে

গবেষণা সিরিজ-৩

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান
FRCS (Glasgow)
চেয়ারম্যান
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারি বিভাগ
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)

১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি

মগবাজার, রমনা, ঢাকা।

ফোন : ০২-৪১০৩১০১৩

E-mail : official@qrfbd.org

www.qrfbd.org

For Online Order : www.shop.qrfbd.org

ডোনেশনের জন্য : www.solab.qrfbd.org, www.zakat.qrfbd.org

যোগাযোগ

Admin- 01944411560, 01755309907
Dawah- 01979464717
Publication- 01977301510
ICT- 01944411559
Sales- 01944411551, 01977301511
Cultural- 01917164081

ISBN Number : 978-984-35-1348-9

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৯৯

ত্রয়োদশ সংস্করণ : নভেম্বর ২০২৪

নির্ধারিত মূল্য : ৬০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই

তাজুল গ্রাফিক্স এন্ড প্রিন্টিং

১৮৩, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা

মোবাইল : ০১৯৭৬১৩৯৮৬৯, ০১৭১৬১৩৯৮৬৯

ইমেইল : tajulprint12@gmail.com

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	সারসংক্ষেপ	৫
২	চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ	৬
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৫	মূল বিষয়	২৭
৬	বইটির নামকরণের যথার্থতা	২৭
৭	সালাতের গুরুত্ব	২৮
৮	সালাত ব্যর্থ হওয়ার প্রধানতম কারণ	২৯
৯	'আকিমুস্ সালাত' কথাটির প্রচলিত ব্যাখ্যা	৩০
১০	'আকিমুস্ সালাত' কথাটির প্রকৃত ব্যাখ্যা	৩১
১১	সালাতের বিধি-বিধানসমূহের (আরকান-আহকাম) গুরুত্বের পার্থক্য	৪৮
১২	সালাতের শিক্ষার মূল সিলেবাস	৫০
১৩	সালাতের মাধ্যমে কুরআনের শিক্ষা দেওয়া নয়, স্মরণে রাখতে চাওয়া হয়েছে বিষয়টি যেভাবে জানা যায়	৫০
১৪	সালাত থেকে কুরআনের শিক্ষা স্মরণে রাখার ব্যবস্থা যেভাবে করা হয়েছে	৫১
১৫	সালাত থেকে স্মরণে রাখতে চাওয়া শিক্ষার সার্বিক শ্রেণিবিভাগ	৫২
১৬	সালাত থেকে স্মরণে রাখতে চাওয়া ব্যক্তি জীবনের প্রধান বিষয়সমূহ	৫২
১৭	সালাত থেকে স্মরণে রাখতে চাওয়া সমাজ জীবনের প্রধান বিষয়সমূহ	৫৩
১৮	সালাত থেকে স্মরণে রাখতে চাওয়া বিশেষ পঠিত বিষয়সমূহ	৫৪
১৯	সালাত থেকে ব্যক্তি জীবনের প্রধান বিষয়সমূহ যে উপায়ে স্মরণে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে	৫৫

২০	সালাত থেকে সমাজ জীবনের প্রধান বিষয়সমূহ সার্বিকভাবে যে উপায়ে স্মরণে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে	৮৪
২১	জামায়াতে সালাতের আদেশ বা গুরুত্ব তাত্ত্বিকভাবে কুরআন ও হাদীসে যেভাবে আছে	৮৫
২২	সালাত থেকে সমাজ জীবনের প্রধান বিষয়গুলো সুনির্দিষ্টভাবে স্মরণে রাখার ব্যবস্থা যে উপায়ে করা হয়েছে	৮৭
২৩	সালাত থেকে স্মরণে রাখতে চাওয়া বিশেষ পঠিত বিষয়সমূহের পর্যালোচনা	১১৮
	১. সুরা ফাতিহার পর্যালোচনা	১১৮
	২. অন্য আয়াত পড়ার বিষয়টি পর্যালোচনা	১৩০
	৩. তাসবীহ– সুবহান-এর পর্যালোচনা	১৩৩
২৪	সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, কুরবানী নামক উপাসনামূলক ইবাদাতগুলো এবং মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যের মধ্যে সম্পর্ক	১৩৮
২৫	আনুষ্ঠানিক উপাসনাগুলোর মধ্যে সালাতকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার কারণ	১৪০
২৬	সালাত এবং রসুল স., সাহাবায়ে কিরাম ও ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুসলিমদের ব্যক্তি ও সামাজিক অবস্থা	১৪১
২৭	সালাত কবুল হওয়ার সার্বিক শর্তসমূহ	১৪১
২৮	শেষ কথা	১৪৩

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

সারসংক্ষেপ

সালাত ইসলামের একটি ফরজ আমল। আনুষ্ঠানিক ইবাদাতের মধ্যে এটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং পালনও করা হয় সবচেয়ে বেশি। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো সালাত সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নার (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) সহজবোধগম্য অনেক তথ্য এবং বর্তমান মুসলিম জাতির জ্ঞান ও আমলের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখা যায়। আরব এবং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণ জানা অনারবসহ কোটি কোটি মুসলিম বর্তমান বিশ্বে আছে। কিন্তু কেন তারা কুরআনে থাকা সালাত বিষয়ক বিশেষ করে 'আকিমুস্ সালাত'-এর ব্যাখ্যা বুঝতে পারছে না এটি অবাক করার মতো একটি ব্যাপার। আর এ কারণে সালাত পালনের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ জীবন থেকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ দূর হওয়াসহ বিভিন্ন ধরনের যেসব কল্যাণ হওয়ার কথা ছিল মুসলিম জাতি তা পাচ্ছে না। এর ফলস্বরূপ পরকালে বর্তমান মুসলিমদের কী অবস্থা হবে তা অনুমান করাও খুব কঠিন নয়। পুস্তিকাটিতে কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর তথ্যের মাধ্যমে সালাত বিষয়ক অতীব গুরুত্বপূর্ণ হারিয়ে যাওয়া তথ্যগুলো মুসলিম জাতির সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে। এটি বর্তমান মুসলিমদের সালাত বিষয়ক জ্ঞানকে শুধরিয়ে নিতে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সালাতের কল্যাণ পাওয়ার ব্যাপারে দারুণভাবে সহায়ক হবে, ইনশাআল্লাহ।

চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ!

আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটোবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্পর্কে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে স্বনামধন্য চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো?

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে শুরু করি। শিক্ষাজীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বোঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত

থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় ৩ বছর সময় লাগে।

সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্য যে, ইসলাম সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান (ইসলামের অন্য অমৌলিক বিষয়ের কথা রসুল স.-কে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করল–

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُونَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولٰٓئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থও কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন– তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করল। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের

ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও লেখার জন্য কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো—

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দুটি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে—

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বোঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।
২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। বর্তমান সমাজে এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থা, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা বা না বলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসুল স.-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন— মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না বা বলা বন্ধ করবে না অথবা ঘুরিয়ে বলবে না।

আল কুরআনের সুরা আন-নিসার ৮০ নং ও আল গাশিয়ার ২১ থেকে ২৩ নং আয়াতের আলোকে বলা যায়– 'পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা কারও দায়িত্ব নয়।' কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করবো।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে শুরু করি। বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (কুতুবে সিত্তার অধিকাংশ হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা শুরু করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসুল আ. ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ– আমার লেখায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন– এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দুয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো– কুরআন, সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) এবং আকল/Common sense/বিবেক। পুস্তিকাটি রচনায় এ তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অপরিহার্য। আবার যথাযথ ব্যবহারের জন্য সবগুলো উৎসের নিম্নের দুটি দিক সম্পর্কে সঠিক ও স্পষ্ট ধারণা থাকাও অপরিহার্য–

ক. উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি (উসূল/Principle)।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য উৎস তিনটিকে ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow chart)।

আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটির উল্লিখিত দুটি দিকের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা–

ক. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতি (উসূল/Principle)

১. কুরআনকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

কোনো কিছু পরিচালনার নির্ভুল উৎস হলো যা তার সৃষ্টি বা প্রস্তুতকারী লিখে দেন। বর্তমানে একটি কোম্পানি কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সাথে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্পর্কিত একটা ম্যানুয়াল (বই/কিতাব) পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মৌলিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেন যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহর কাছ থেকে। তিনিই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলি সম্পর্কিত কিতাব (Manual) সাথে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আল কুরআনের যে আয়াতটির মাধ্যমে এটি জানা যায় তা হলো–

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ .

আমরা বললাম, তোমরা সবাই এখান (জান্নাত) থেকে নেমে যাও। অতঃপর যখন আমার কাছ থেকে তোমাদের কাছে (জীবন পরিচালনার) পথনির্দেশিকা

(কিতাব/Manual) যাবে, তখন যারা আমার সেই পথনির্দেশিকা অনুসরণ করবে, তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তাদের দুশ্চিন্তাও থাকবে না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩৮)

ব্যাখ্যা : ইবলিস শয়তানের তথ্যসন্ত্রাসের ধোঁকায় পড়ে আদম ও হাওয়া আ. জান্নাতে নিষিদ্ধ গাছের ফল খান। অতঃপর তাঁরা আল্লাহর কাছে তাওবা করেন। মহান আল্লাহ তাঁদের তাওবা কবুল করেন এবং জানিয়ে দেন যে, তাঁদেরকে কিছুকালের জন্য পৃথিবীতে যেতে হবে এবং শয়তানও তাঁদের সাথে থাকবে। আল্লাহর এ কথা শোনার পর ইবলিসের তথ্যসন্ত্রাসের বিষয়ে জ্ঞান থাকা আদম ও হাওয়া আ.– তাঁদের অনাগত সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। তখন মহান আল্লাহ আলোচ্য আয়াতটির মাধ্যমে তাঁদেরকে অভয় দেন।

আয়াতটির মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যুগে যুগে মহান আল্লাহর কাছ থেকে জীবন পরিচালনার কিতাব (Manual) পৃথিবীতে যাবে। আর মানুষের মধ্যে যারা সেই কিতাবের জ্ঞানার্জন করবে এবং তা অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করবে তাদের কোনো ভয় ও দুশ্চিন্তা থাকবে না। আল্লাহর প্রেরণ করা সেই কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হলো আল কুরআন।

মহান আল্লাহর এটা নির্ধারণ করা ছিল যে, মুহাম্মাদ স.-এর পর আর কোনো রসুল দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই রসুল স. দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর সময়ের আবর্তনে কমবেশি হওয়া প্রতিরোধের জন্য কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে লিখে ও মুখস্থ রাখার ব্যবস্থা মহান আল্লাহ রসুল স.-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে। আর কুরআন বোঝা সহজ কথাটি আল্লাহ কুরআনে বার বার উল্লেখ করে রেখেছেন (সুরা আল কমার/৫৪ : ১৭, ২২, ৩২ ও ৪০)।

ব্যাবহারিক গ্রন্থের নির্ভুল জ্ঞানার্জনের কিছু মূলনীতি (উসূল/Principle) থাকে। ঐ মূলনীতির প্রত্যেকটি অনুসরণ করা গ্রন্থটির নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য অপরিহার্য। কুরআন থেকেও নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ১০টি (আমাদের গবেষণা মতে) মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। মূলনীতিসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে ‘কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন’ প্রকাশিত **‘আল কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতি প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য’** (গবেষণা সিরিজ-২৬) নামক বইটিতে। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতিগুলো হলো–

১. কুরআনে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নেই।
২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।
৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।
৪. কুরআন বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা।
৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।
৬. একাধিক অর্থবোধক আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় উৎকর্ষিত আকল/ Common sense/বিবেকের রায় বা বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।
৭. কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) কোনো আয়াত নেই।
৮. খুঁটিনাটি/অমৌলিক বিষয়কে গুরুত্ব না দেওয়া।
৯. কয়েক বছর পরপর অনুবাদ বা ব্যাখ্যার সংস্করণ বের করা।
১০. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান।

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞানের সাথে অন্য ৯টি মূলনীতির সম্পর্কের বিভিন্ন অবস্থান–

অবস্থান-১
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান না থাকলে কুরআনের অর্থ করা সম্ভব নয়।

অবস্থান-২
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝতে অনেক মৌলিক ভুল করবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

অবস্থান-৩
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও কুরআনের অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞানার্জন করতে পারবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৪
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কিছু জ্ঞান (আরবী থেকে অন্য ভাষার অভিধান দেখার মতো জ্ঞান) থাকা ব্যক্তি কুরআনের অর্থ ও তাফসীরের অনুবাদ গ্রন্থ

সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অর্থ ও তাফসীরগ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তিনি ওপরের ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৫

কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে এবং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণেরও ভালো জ্ঞান আছে।

২. সুন্নাহকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

বর্তমানে সকল কোম্পানি জটিল কোনো যন্ত্র তৈরি করে বাজারে ছাড়লে যন্ত্রটির পরিচালনা পদ্ধতি ধারণকারী পুস্তিকার (Manual) সাথে একজন প্রকৌশলীও পাঠায়। ঐ প্রকৌশলী যন্ত্রটি পরিচালনা করে ভোক্তাদের দেখিয়ে দেয়। কোম্পানি এমন প্রকৌশলী পাঠায় যে ম্যানুয়ালের নির্দেশনা অনুযায়ী যন্ত্রটি সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে। ম্যানুয়ালে উল্লেখ থাকা বিষয়গুলো ভোক্তাদের বোঝাতে গিয়ে প্রকৌশলীকে কিছু অতিরিক্ত কথা বলতে ও কাজ করতে হয়। তবে তার কোনো কথা ও কাজ ম্যানুয়ালের তথ্যের বিরোধী হয় না। প্রকৌশলীর কথা ও কাজ যন্ত্রটির পরিচালনা পদ্ধতির বিষয় হলেও তা মূল বিষয় নয়। তা যন্ত্রটির ম্যানুয়ালে থাকা বিষয়ের ব্যাখ্যা। আর প্রকৌশলী দেখিয়ে না দিলে শুধু ম্যানুয়াল পড়ে কারো পক্ষে জটিল যন্ত্র চালানো সম্ভব নয়।

এ সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে আকলের আলোকে সহজে বলা যায়– মানুষ মহান আল্লাহর সৃষ্টি করা সবচেয়ে জটিল সৃষ্টি। তাই মহান আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তার জীবন পরিচালনা পদ্ধতি ধারণকারী ম্যানুয়ালের (কিতাব) সাথে, ম্যানুয়ালে থাকা বিষয়গুলো বাস্তবে প্রয়োগ করে মানুষকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য একজন ব্যক্তিকেও (নবী-রসুল) পাঠাবেন– এটি স্বাভাবিক। মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ নবী-রসুলদেরকে মনোনীত করে পাঠিয়েছেন। তাই তারা সঠিকভাবে আল্লাহর কিতাবের বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করে মানুষকে দেখিয়ে দেওয়ার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়াও স্বাভাবিক। আর নবী-রসুলদেরকে আল্লাহর কিতাব বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখাতে গিয়ে কিছু অতিরিক্ত কথা বলতে হবে– এটিও স্বাভাবিক। তবে তিনি কিতাবের বিপরীত কোনো কথা বলেন না। অন্যদিকে নবী-রসুলদের কথা, কাজ ও অনুমোদন মূল বিষয় নয়, তা হবে আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যা– এটি বুঝাও সহজ। তবে নবী-রসুলগণের নির্দেশনাও পালন করা অপরিহার্য। মুহাম্মাদ স. হলেন আল্লাহর মনোনীত ও প্রেরিত সর্বশেষ রসুল।

সুন্নাহ (নির্ভুল হাদীস) আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের দ্বিতীয় প্রধান উৎস। তবে সুন্নাহকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের কিছু মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-১৯) বইটিতে। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতিসমূহ হলো–

১. সঠিক হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, বিপরীত হবে না।
২. একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।
৩. হাদীস সঠিক আকল (আকলে সালিম)-এর বিরোধী হবে না।
৪. হাদীস বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী হবে না।

৩. আকল/Common sense/বিবেককে নির্ভুল জ্ঞানার্জনে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

মানবশরীরে উপকারী (সঠিক) বিষয় প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ক্ষতিকর বিষয় (রোগ-জীবাণু) প্রতিরোধ করার জন্য রোগ প্রতিরোধব্যবস্থা (Immunological System) নামের এক মহাকল্যাণকর ব্যবস্থা (দারোয়ান) সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে দিয়েছেন। এ দারোয়ান কোন বিষয়টি শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং কোনটি ক্ষতিকর নয় তা বুঝতে পারে। এ ব্যবস্থা যে বিষয়টি ক্ষতিকর নয় সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয়। আর যেটি ক্ষতিকর সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয় না বা প্রবেশ করার চেষ্টা করলে তা ধ্বংস করে ফেলে। এটি না থাকলে মানুষকে সারাক্ষণ রোগী হয়ে হাসপাতালের বিছানায় থাকতে হতো। এ দারোয়ানটিকে আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন রোগ মুক্ত রেখে মানবজীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে।

মানবজীবনকে শান্তিময় করার জন্য জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান থাকাও খুব দরকার। কারণ, তা না থাকলে মানুষের জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করবে এবং মানুষের জীবন অশান্তিময় হবে। তাই যুক্তির আলোকে সহজে বলা যায়– জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেওয়ার জন্য জন্মগতভাবে একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়ার কথা। কারণ, তা না হলে মানবজীবন শান্তিময় হবে না। জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেওয়া ও সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়ার জন্য মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া সেই মহাকল্যাণকর দারোয়ান হলো– বিবেক/বোধশক্তি/কাণ্ডজ্ঞান/Common sense/আকল (عَقْلٌ) বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য মহান আল্লাহর দেওয়া উৎস Common sense ব্যবহার করাও অপরিহার্য। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'ইসলামী জীবন বিধানে Common sense-এর গুরুত্ব'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক পুস্তিকাটিতে।

Common sense-কে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের দুটি মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। মূলনীতি দুটি অনুসরণ না করে উৎসটিকে ব্যবহার করলে ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে। বিষয়টি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা আছে ওপরে উল্লিখিত বইটিতে (গবেষণা সিরিজ-৬)। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতি দুটি হলো–

১. Common sense-কে আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত/সাধারণ জ্ঞান হিসেবে ব্যবহার করা।
২. Common sense-কে আল্লাহর নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ানের মর্যাদা দেওয়া।

প্রতিটি উৎসের মূলনীতিগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক

১. মূলনীতিগুলো একটি অপরটির সম্পূরক ভূমিকা পালন করে।
২. একটি সিদ্ধান্ত যত বেশি সংখ্যক মূলনীতি সমর্থিত হবে, সিদ্ধান্তটি নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি হবে।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের প্রবাহচিত্র

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতির জ্ঞানের সাথে সেগুলো ব্যবহারের প্রবাহচিত্রের জ্ঞান থাকাও অপরিহার্য। প্রবাহচিত্রটি কুরআন ও সুন্নায় উল্লিখিত আছে। দুটি সত্য উদাহরণ সামনে থাকলে সে প্রবাহচিত্রটি সহজে বুঝা যায়। তবে উদাহরণ দুটিতে সরাসরি যাওয়ার আগে কুরআন সত্য উদাহরণকে কী ধরনের গুরুত্ব দিয়েছে সেটি সকলের জানা দরকার।

কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো কুরআন। অর্থাৎ মহান আল্লাহ কুরআনের মূল বিষয়সমূহ নিজে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ঐ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লাহ আরবী ব্যাকরণ নয়, বরং সত্য উদাহরণ ব্যবহার করেছেন। আর বাস্তবে আল কুরআনের অধিকাংশ আয়াতই হলো উদাহরণের আয়াত। রসুল স.-ও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরবী ব্যাকরণ নয়, বরং সত্য উদাহরণ ব্যবহার

করেছেন। অন্যদিকে সুরা বাকারার ২৬ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআন বোঝার জন্য সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। আয়াতটির বক্তব্য ও ব্যাখ্যা নিম্নরূপ–

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ .

নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ দিতে। যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয় এটি তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য (শিক্ষা)। আর যারা কাফির তারা বলে– এ ধরনের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী চান? (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে অনেককে পথভ্রষ্ট করেন আবার অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে গুনাহগার ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৬)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

‘নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ দিতে’ অংশের ব্যাখ্যা– কুরআন বা ইসলাম জানা, বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণের সাহায্য নিতে কারও বিন্দুমাত্র লজ্জা করা উচিত নয়। অন্যকথায় কুরআন বা ইসলাম জানা, বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য সকলকে প্রাণিবিজ্ঞানের মাধ্যমে জন্মগতভাবে পাওয়া (বুনিয়াদি/ভিত্তি) জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করতে হবে।

‘যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয় এটি তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য’ অংশের ব্যাখ্যা– যারা ঈমান এনেছে তারা নিশ্চিতভাবে জেনে নেবে যে, প্রাণিবিজ্ঞানে আছে কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, আল্লাহ ও কুরআনের বক্তব্যের প্রতি ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদির জন্য তাদের সৃষ্টি ও লালন-পালনকর্তার কাছ থেকে আসা নির্ভুল বৈজ্ঞানিক শিক্ষা। কুরআন সম্পর্কে সুরা বাকারার ২ নং আয়াতে বলা হয়েছে ‘এতে (কুরআনে) কোনো সন্দেহ নেই’ এবং সুরা বাকারার ১৭৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে ‘কুরআন সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী’। আর এ আয়াতাংশে প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে বলা হয়েছে ‘আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য (নির্ভুল) শিক্ষা’। এ বক্তব্য থেকে অতি সহজে বুঝা যায়– কুরআন ব্যাখ্যা করা তথা বোঝার জন্য প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে মহান আল্লাহ অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন।

‘আর যারা কাফির তারা বলে– এ ধরনের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী চান?’ অংশের ব্যাখ্যা– যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে উল্লিখিত কাজে ব্যবহার করাকে তুচ্ছ মনে করে তারা কাফির ব্যক্তি।

‘(অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে অনেককে পথভ্রষ্ট করেন’ অংশের ব্যাখ্যা– কুরআন জানতে/বুঝতে/ব্যাখ্যা করতে প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী ব্যবহার না করার কারণে অনেকে পথভ্রষ্ট হয়। অন্যকথায় যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করেনি তারা কুরআন বা ইসলাম সঠিকভাবে জানতে, বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পারবে না।

‘আবার অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন’ অংশের ব্যাখ্যা– যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎস আকল/ Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করেছে তারা কুরআন বা ইসলাম সঠিকভাবে জানতে, বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

‘আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে গুনাহগার ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না’ অংশের ব্যাখ্যা– আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণ ব্যবহার করে কুরআন বুঝতে না পেরে পথভ্রষ্ট হয় শুধু গুনাহগার ব্যক্তিরা। অর্থাৎ সে ব্যক্তিরা যারা প্রাণিবিজ্ঞান না শিখে গুনাহগার হয়েছে।

পুরো আয়াতটিতে (সুরা আল বাকারা/২ : ২৬) কুরআন বোঝা বা ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণের (জ্ঞান) কল্যাণ ও গুরুত্ব যত ব্যাপক ও গভীরভাবে জানানো হয়েছে অন্য কোনো সৃষ্টির উদাহরণের ব্যাপারে তেমনটি হয়নি। এর কারণ হলো– মানুষও একটি প্রাণী। আর কুরআনের সকল আলোচনা মানুষকে কেন্দ্র করে। তাই অন্য উদাহরণের তুলনায় প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ (যার মধ্যে মানব শারীরবিজ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত) কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা ও বোঝানোর জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকর।

উদাহরণ বিষয়ে পরিপূরক তথ্য ধারণকারী অন্য আয়াত– সুরা বাকারা/২ : ২৬; আল কাহাফ/১৮ : ৫৪; ইব্রাহীম/১৪ : ২৪, ২৫; হুদ/১১ : ১২০; ইউসুফ/১২ : ১০৫; যুমার/৩৯ : ২৭ ইত্যাদি এবং সুরা নিসা/৪ : ৮২;

বাকারা/২: ১৭৬; হা-মিম-আস সাজদা/৪১ : ৩, ৫৩; দুখান/৪৪ : ৫৮; কমার/৫৪ : ১৭; আশ্ শামস/৯১ : ৭-১০; আলাক/৯৬ : ১-৫ ইত্যাদি।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্রের দুটি সত্য উদাহরণ–

উদাহরণ-১

- ❑ **চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থা গ্রহণের (চিকিৎসা দেওয়ার) প্রবাহচিত্র**

একজন চিকিৎসকের কাছে রোগী আসলে চিকিৎসক তাকে শেখানো চিকিৎসাবিদ্যার সাধারণ জ্ঞানের আলোকে একটি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় (Provisional diagnosis) করে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করে দেয়। তারপর সে ল্যাবরেটরিতে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা পাঠায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হলো রোগ নির্ণয়ের প্রমাণিত (নির্ভুল) জ্ঞান। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর চিকিৎসক রিপোর্টের সাথে তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে। যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্টও সেই রোগ বলে তবে চিকিৎসক তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা চালিয়ে যায়।

আর যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্ট সেটি ছাড়া অন্য রোগ বলে, তবে চিকিৎসক (সাধারণত) তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে বাদ দিয়ে রিপোর্টে আসা রোগকেই চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং সে অনুযায়ী নতুন চিকিৎসা শুরু করে।

তবে বাস্তবে দেখা যায়– চিকিৎসাবিদ্যার যথাযথ সাধারণ জ্ঞানী চিকিৎসকের প্রাথমিক রোগ নির্ণয় ও চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিন্ন হয়। অল্পকিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়– পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে নিশ্চিতভাবে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিধান হলো– প্রাথমিক রোগ নির্ণয় অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করা ও আরও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া।

রোগ নির্ণয় করার সময় চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্র ও তরুণ চিকিৎসকদের একটি বিষয় খুব গুরুত্ব দিয়ে শেখানো হয়। বিষয়টি হলো– পূর্ববর্তী চিকিৎসকদের রোগ নির্ণয় যাচাই করা যেতে পারে তবে তা অবশ্যই নিজে (প্রাথমিক) রোগ নির্ণয় করার পর। এর কারণ হলো–

১. পূর্ববর্তী চিকিৎসক কী রোগ নির্ণয় করেছে তা আগে দেখলে তিনি যদি কোনো ভুল করে থাকেন বর্তমান চিকিৎসক সেই একই ভুল করতে পারেন।
২. বর্তমান চিকিৎসকের রোগ নির্ণয়ের দক্ষতা উৎকর্ষিত হবে না। বরং অবদমিত হবে।
৩. সামগ্রিকভাবে মানবসভ্যতা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

তাই চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় (Diagnosis) ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র হলো–

যেকোনো রোগী

↓

চিকিৎসাবিদ্যার সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞানের আলোকে প্রাথমিক রোগ নির্ণয় (Provisional diagnosis) করা ও প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করা

↓

প্রমাণিত জ্ঞান (পরীক্ষার রিপোর্ট) দিয়ে প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় করা এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া

↓

সম্ভব না হলে প্রাথমিক রোগ নির্ণয় অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করা এবং আরও চিন্তা-ভাবনা চালিয়ে যাওয়া

↓

পূর্ববর্তী চিকিৎসকদের রোগ নির্ণয় যাচাই ও অধিক তথ্যভিত্তিকটি গ্রহণ করা যেতে পারে তবে তা অবশ্যই প্রাথমিক রোগ নির্ণয়ের পর

উদাহরণ-২

❑ মালিক ও দারোয়ান মিলে বাড়িতে চোর ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র

বাড়িতে পরিচিত মানুষ ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত মানুষ (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার জন্য সকল মালিক দারোয়ান নিয়োগ দেয়। মালিক অনুপস্থিত থাকলে কার সাথে কথা বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে (মালিকের মনোনীত ব্যক্তি) তা মালিক আগে থেকে দারোয়ানকে বলে দেন। মালিক, মালিকের মনোনীত ব্যক্তি ও নিয়োগ দেওয়া দারোয়ান মিলে বাড়িতে পরিচিত লোক ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত লোক (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) হলো–

যেকোনো লোক

↓

দারোয়ানের পরিচিত (পূর্বে যাচাইকৃত) হলে ছেড়ে দেওয়া এবং অপরিচিত বা সন্দেহজনক হলে প্রাথমিকভাবে আটকানো

↓

মালিককে জিজ্ঞাসা করার মাধ্যমে যাচাই করে চূড়ান্তভাবে ঢুকতে দেওয়া বা ফিরিয়ে দেওয়া

↓

মালিকের অনুপস্থিতিতে তার মনোনীত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসার মাধ্যমে যাচাই করে চূড়ান্তভাবে ঢুকতে দেওয়া বা ফিরিয়ে দেওয়া

কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেকের মধ্যে পার্থক্য

ক. তাত্ত্বিক (Theoretical) পার্থক্য

- **কুরআন :** আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান।
- **সুন্নাহ :** আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান।

খ. ব্যাবহারিক (Applied) পার্থক্য

১. মালিক ও দারোয়ান দৃষ্টিকোণ

- **কুরআন (আল্লাহ তা'য়ালা) :** মালিক এবং মূল ব্যাখ্যাকারী।
- **সুন্নাহ (রসুল স.) :** মালিকের অনুপস্থিতে কুরআনের ব্যাখ্যাকারী।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** মালিকের নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ান।

২. মানদণ্ড ও বুনিয়াদ (ভিত্তি) দৃষ্টিকোণ

- **কুরআন :** মানদণ্ড জ্ঞান।
- **সুন্নাহ :** কুরআনে অনুপস্থিতে মানদণ্ড জ্ঞান।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** বুনিয়াদি/ভিত্তি জ্ঞান।

প্রবাহচিত্র (Flow Chart)

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/ Common sense/বিবেক ব্যবহারের প্রবাহচিত্র মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা নিসার ৫৯ এবং সুরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নং আয়াতসহ আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা রা.-এর চরিত্র নিয়ে রটানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসুলুল্লাহ স. প্রবাহচিত্রটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। প্রবাহচিত্রটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র'** (গবেষণা সিরিজ-১২) নামক বইটিতে। ওপরে বর্ণিত কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মধ্যকার পার্থক্য এবং উদাহরণ দুটি সামনে থাকলে কুরআন ও সুন্নায় থাকা আল্লাহ প্রদত্ত উৎস ৩টি ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি বোঝা মোটেই কঠিন নয়। প্রবাহচিত্রটি নিম্নরূপ–

যেকোনো বিষয়

↓

আকল/Common sense/বিবেক (আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ/অপ্রমাণিত জ্ঞান) বা বিজ্ঞানের (আকলের মাধ্যমে উদ্ভাবিত বিশেষ জ্ঞান) ভিত্তিতে সঠিক বা ভুল বলে **প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা** নেওয়া

↓

কুরআন (মূল প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

↓

সম্ভব না হলে সুন্নাহ (ব্যাখ্যামূলক প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

↓

সম্ভব না হলে প্রাথমিক সিদ্ধান্তের (আকল/Common sense/বিবেক বা বিজ্ঞানের রায়) ভিত্তিতে নেওয়া ব্যবস্থা ও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া

↓

মনীষীদের **ইজমা-কিয়াস** দিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে যাচাই-বাছাই করে অধিক তথ্যভিত্তিকটি গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে

বিজ্ঞান

'বিজ্ঞান' হলো মানবজীবনের কোনো দিকের বিশেষ তথা উৎকর্ষিত জ্ঞান। মানবসভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে আকল/Common sense/বিবেকের ব্যাপক ভূমিকা থাকে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন, একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন, আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense-এর এ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense-এর মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর ভিত্তিতে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি সঠিক হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য অভিন্ন হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ط ....

শীঘ্রই (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা তাদেরকে দিগন্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের (শরীরের) মধ্যে আমাদের নিদর্শনাবলি দেখাবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটি (কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য) সত্য। ... ...

(সুরা হা-মিম-আস-সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক

অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ– প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য সত্য প্রমাণিত হবে। তাই এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অভিন্ন হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষীর সংজ্ঞা হলো– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে উৎকর্ষিত আকল/Common sense/বিবেকবান ব্যক্তি।

আর কিয়াস হলো– কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের ভিত্তিতে যেকোনো যুগের একজন উৎকর্ষিত Common sense সম্পন্ন তথা প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী ব্যক্তির উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া গবেষণার ফল।

আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারও কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে 'ইজমা' (Concensus) বলে।

কারও গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়– কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র/রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানবসভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সাথে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যেকোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

কিয়াস ও ইজমা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য–

কুরআন

... ... فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

অতঃপর তোমরা যদি না জানো তবে (কিতাবের) বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো ... ...

(সুরা নাহল/১৬ : ৪৩, সুরা আম্বিয়া/২১ : ৭)

ব্যাখ্যা : আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্য করে বলা হলেও আয়াতটির শিক্ষা সকলের জন্য প্রযোজ্য। জ্ঞানার্জনের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense। আর ইজমা বা কিয়াস হলো, ইসলামী বিশেষজ্ঞদের (মনীষী/আকাবের) গবেষণার ফল/সিদ্ধান্ত।

আয়াতটির সরাসরি নির্দেশ হলো– ইজমা/কিয়াস দেখতে হবে একটি বিষয় নিজে জানা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর। অবশ্যই আগে নয়। **অন্যদিকে** বিশেষজ্ঞদের মতামত (ইজমা ও কিয়াস) অন্ধভাবে মেনে নেওয়া যাবে না। এটি করলে শিরক বা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে। শিরক হবে যদি কোনো বিশেষজ্ঞের সকল সিদ্ধান্ত নির্ভুল মনে করে মেনে নেওয়া হয়। কারণ, নির্ভুলতা শুধু মহান আল্লাহর গুণ। আর কুফরী হবে যদি নিজে ইসলামের কিছুই জানি না বলে বিশেষজ্ঞদের মতামত মেনে নেওয়া হয়। কারণ, যার Common sense আছে সে ইসলামের অনেক কিছু জানে। তাই আমি ইসলামের কিছুই জানি না বললে আল্লাহর দেওয়া একটি বড়ো নিয়ামতকে অস্বীকার করা হয়। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'অন্ধ অনুসরণ কুফরী বা শিরক নয় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-২১) নামক বইটিতে।

হাদীস

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ... ... عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ

مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهٰذَا أُهْلِكَتِ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمُ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায রহ. থেকে শুনে ‘আল মুসনাদ’ গ্রন্থে লিখেছেন– আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা. বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসুলুল্লাহ স.-এর ঘরের দরজার একটি দরজার সামনে বসেছিল। আর আমরা তাঁদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম, অতঃপর তাঁদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাঁদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। অতঃপর রসুলুল্লাহ স. রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল, তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় এই কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন/রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি। বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে। **তাই এতে (কুরআন) থাকা যে সকল বিষয়ে তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় (আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে বুঝতে পারো) তার ওপর ‘আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense/বিবেকের বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।**

♦ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৭০২।

♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশে রসুল স. বলেছেন– কুরআনের যে সকল বক্তব্য মু’মিনরা নিজেদের Common sense দিয়ে বুঝতে পারে তার ওপর ‘আমল করতে। আর যা তাদের Common sense-এর বুঝের বাইরে তা ঐ বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দিতে তথা তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে তা জেনে নিতে।

তাই কুরআন ও হাদীস থেকে মুসলিমদের সামগ্রিক শিক্ষা হলো—

১. ইসলামী সমাজে কুরআনের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী থাকবে বা থাকতে হবে।
২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে ইসলামের প্রতিটি বিষয় জানার চেষ্টা সকল মুসলিমকে করতে হবে।
৩. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের (মনীষী/আকাবের) থেকে সেটি জেনে নিতে হবে বা তাদের লেখা বই পড়ে তা জানতে হবে।
৪. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের থেকে সেটি জানা বা তাদের লেখা বই পড়ার প্রয়োজন নেই।
৫. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত (ইজমা বা কিয়াস) যাচাই করার বিষয়টি ঘটবে শেষে।
৬. ইজমা বা কিয়াস উৎস নয়। ইজমা বা কিয়াস হলো রেফারেন্স।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এখানে কিয়াস ও ইজমার সুযোগ নেই।

আল কুরআন
যুগের জ্ঞানের আলোকে
অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর
(সচিত্র)

কুরআনের আরবী আয়াত
সর্বদা অপরিবর্তিত থাকবে,
কিন্তু কিছু কিছু অর্থ ও ব্যাখ্যা
যুগের জ্ঞানের আলোকে
উন্নত হবে।

মূল বিষয়

সালাত ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল। আল কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে সালাতের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তি ও সমাজ জীবন থেকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ দূর করা। বর্তমানে সালাত আদায়কারীর সংখ্যা যত বাড়ছে তা থেকে বেশি বাড়ছে অন্যায় ও অশ্লীল কাজের সংখ্যা। এর কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে মুসলিম জাতিকে দলিলভিত্তিক ধারণা দেওয়ার জন্য আমাদের এ প্রচেষ্টা।

বইটির নামকরণের যথার্থতা

'সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?' কথাটি লেখার প্রতিবাদ জানিয়ে কেউ কেউ আমাদেরকে চিঠি লিখেছেন। তাই প্রথমে এ বিষয়ে আলোচনা করা দরকার। কোনো কাজ ব্যর্থ হচ্ছে কি না এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে সর্বপ্রথম জানা দরকার ঐ কাজটির উদ্দেশ্য। যদি দেখা যায়– কাজটি করা হচ্ছে কিন্তু তার উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে না, তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যাবে কাজটি ব্যর্থ হচ্ছে। আশাকরি এ ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করবেন না। তাহলে সালাত ব্যর্থ হচ্ছে কি না এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে প্রথমে আমাদের সালাতের উদ্দেশ্যটি জানতে হবে। চলুন, এ ব্যাপারে আল কুরআন কী বলছে দেখা যাক।

ইসলামে সকল আমলের একটি অনির্দিষ্ট (Non-specific) এবং একটি সুনির্দিষ্ট (Specific) উদ্দেশ্য আছে। সালাতসহ সকল আমলের অনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। একথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

বলো– আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু (তথা সকল কিছু) জগৎসমূহের রব আল্লাহর জন্য।

(সুরা আল আন'আম/৬ : ১৬২)

আর কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'য়ালা সালাতের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যটি উল্লেখ করেছেন এভাবে–

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ.

নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও অন্যায় কাজ দূর করে।

(সুরা আল আনকাবুত/২৯ : ৪৫)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ এখানে বলেছেন– নিশ্চয় সালাত, সালাত আদায়কারীর ব্যক্তি এবং সমাজ থেকে ইসলামের দৃষ্টিতে যে বিষয়গুলো অশ্লীল ও অন্যায় তা দূর করে। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, আল্লাহ তা'য়ালা নিশ্চয়তা দিয়েই কথাটি বলছেন। তাহলে এই আয়াতের মাধ্যমে, যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ সালাত ফরজ করেছেন তা নিশ্চিতভাবে জানা গেল। সালাতের সে উদ্দেশ্য হলো– মুসলিমদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবন থেকে ইসলামের দৃষ্টিতে যে বিষয়গুলো অশ্লীল ও অন্যায় তা নিশ্চিতভাবে দূর করা।

এবার চলুন দেখা যাক– সালাতের এই উদ্দেশ্য কতটুকু সাধিত হচ্ছে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হলো– যত দিন যাচ্ছে আমাদের সমাজে সালাত আদায়কারীর সংখ্যা তত বাড়ছে কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশিগুণ বাড়ছে ইসলামী দৃষ্টিকোণের অশ্লীল ও অন্যায় কাজের সংখ্যা। আপনাদের অভিজ্ঞতাও নিশ্চয় এর ভিন্ন হবে না। প্রায় সকল মুসলিম দেশেরই এই অভিন্ন অবস্থা।

এখন নিশ্চয় সবাই একমত হবেন যে– মহান আল্লাহ যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সালাত ফরজ করেছেন, বর্তমানে সালাত সে উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হচ্ছে। তবে এ দোষ অবশ্যই সালাতের নয়। এ দোষ সালাত আদায়কারীর।

সালাতের গুরুত্ব

ইসলামী জীবনবিধানে সালাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল। আর সালাত যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ, তা বোঝা যায় নিম্নের তথ্যগুলো থেকে–

১. সালাত ধনী, গরিব সকলের জন্য ফরজ। কিন্তু ইসলামে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আমল আছে যা সকলের জন্য ফরজ নয়। যেমন– যাকাত ও হজ্জ শুধু ধনীদের জন্য ফরজ।

২. সফরে সালাত মাফ হয় না কিন্তু রোজা মাফ হয়।

৩. অজ্ঞান অবস্থা ছাড়া সালাত মাফ নেই। কিন্তু অজ্ঞানসহ অন্য অসুস্থ অবস্থায় রোজা মাফ হয়।

৪. সালাতকে রসুল স. জান্নাতের চাবি বলে উল্লেখ করেছেন।

সালাত ব্যর্থ হওয়ার প্রধানতম কারণ

আগের আলোচনা থেকে আমরা নিশ্চিতভাবে জেনেছি যে– সালাত বর্তমানে তার উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হচ্ছে। এখন যদি সালাত ব্যর্থ হওয়ার প্রধান ও আনুষঙ্গিক কারণগুলো জানতে পারা যায় এবং মুসলিমগণ যদি সে কারণগুলোর প্রতিকার করতে এগিয়ে আসে তবে সালাত অবশ্যই আবার তার উদ্দেশ্য সাধনে সফল হবে। যেমন তা হয়েছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগে।

আল কুরআনে 'সালাত' শব্দটি সর্বমোট এসেছে ১০২ (একশত দুই) বার। এর মধ্যে الصلاة/صلوات/مصلى ধরনের রূপে এসেছে ৫৫ (পঞ্চান্ন) বার। সালাত প্রতিষ্ঠার বিষয়টি তথ্য আকারে এসেছে ২৯ (উনত্রিশ) বার। আর সালাত প্রতিষ্ঠা করার বিষয়টি আদেশ আকারে এসেছে ১৮ (আঠারো) বার।

'সালাত কায়েম করা' বাক্যটি দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা যা বুঝাতে চেয়েছেন রসুল স. সেটি সঠিকভাবে সাহাবীগণকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এটি বোঝা যায় সাহাবীগণের এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুসলিমদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক অবস্থা দেখলে। পরবর্তীতে মুসলিমরা 'সালাত কায়েম করা' কথাটির সঠিক ব্যাখ্যা হারিয়ে ফেলেছে। এটি বর্তমানে সালাত ব্যর্থ হওয়ার প্রধানতম কারণ। তাই প্রথমে আমরা জানার চেষ্টা করব 'আকিমুস্ সালাত' কথাটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা।

‘আকিমুস্ সালাত’ কথাটির প্রচলিত ব্যাখ্যা

‘আকিমুস্ সালাত’ কথাটির সরল অর্থ হচ্ছে ‘সালাত প্রতিষ্ঠা করো’। বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয়– ‘সালাত প্রতিষ্ঠা করা’ বাক্যটির ব্যাখ্যা হিসেবে ‘সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন (আরকান-আহকাম) মেনে নিজে নিষ্ঠার সাথে আদায় করা এবং সমাজের সবাই যেন সালাতের অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে আদায় করতে পারে তার ব্যবস্থা করা’ কথাটি সঠিক না ভুল। প্রায় সকলে উত্তর দেবে– সঠিক। তাই সালাতের অনুষ্ঠানটি কীভাবে করতে হবে তা শেখানোর জন্য নানা ধরনের পুস্তিকা ও ক্লাস মুসলিম বিশ্বে আছে।

কিন্তু ‘সালাত প্রতিষ্ঠা করা’ কথাটির এ ব্যাখ্যা আল কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এ থাকা তথ্যের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। তাহলে চলুন প্রথমে আমরা ‘আকিমুস্ সালাত’ কথাটির প্রকৃত অর্থ ও ব্যাখ্যা জেনে নেই।

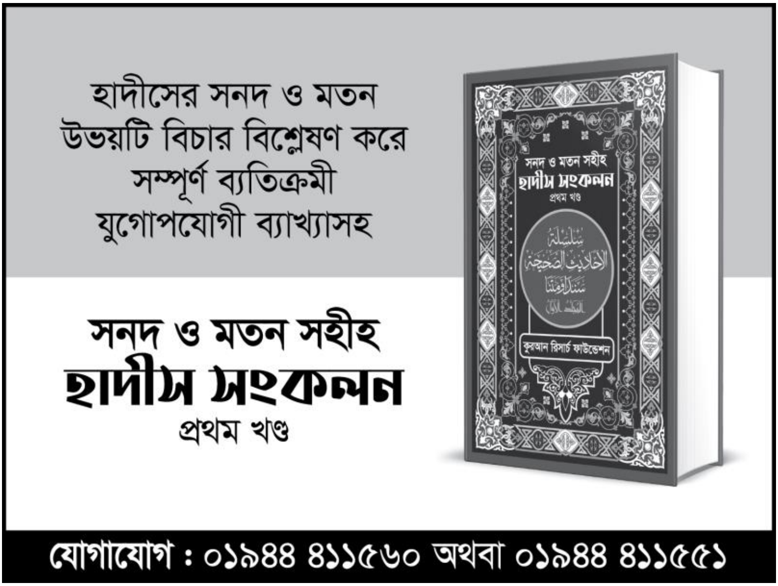

‘আকিমুস্ সালাত’ কথাটির প্রকৃত ব্যাখ্যা

আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস কুরআন, সুন্নাহ (হাদীস) ও Common sense-এর তথ্য এবং ২১ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করব।

‘আকিমুস্ সালাত’ কথাটির ব্যাখ্যার বিষয়ে Common sense

যে কাজ করতে সবাইকে অভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান করতে হয় তাকে আনুষ্ঠানিক কাজ বলে। যেমন– স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসা শিক্ষা। সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ও কুরবানী। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়–

- মেডিকেল শিক্ষার অনুষ্ঠানগুলো হলো– লেকচার রুমে গিয়ে শিক্ষকদের লেকচার শোনা, বই পড়া, লাশ কাটার ঘরে গিয়ে লাশ কাটা, হাসপাতালে গিয়ে রোগী দেখা, অপারেশন থিয়েটারে গিয়ে অপারেশন দেখা ইত্যাদি।
- সালাতের অনুষ্ঠানগুলো হলো– রুকু, সিজদা, কিয়াম, কিরাত ইত্যাদি।
- সিয়ামের অনুষ্ঠানগুলো হলো– সুবেহ সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাওয়া, পান করা ও যৌনসম্ভোগ থেকে বিরত থাকা।

মানুষকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় ‘মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা’ কথাটির ব্যাখ্যা নিম্নের কোনটি হবে?

১. সুন্দর বিল্ডিং বানিয়ে মেডিকেল কলেজের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে পালন করার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।
২. মেডিকেল কলেজের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা।

যার সামান্যতম Common sense আছে সে বলবে দ্বিতীয়টি।

মানুষকে যদি আবার জিজ্ঞাসা করা হয় ‘মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা’ কথাটির ব্যাখ্যা নিম্নের কোনটি হবে?

১. সুন্দর বিল্ডিং বানিয়ে মাদ্রাসার অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে পালন করার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।
২. মাদ্রাসার অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা।

যার সামান্যতম Common sense আছে সে বলবে দ্বিতীয়টি।

এবার যদি জিজ্ঞাসা করা হয় উদাহরণটির ভিত্তিতে 'সালাত প্রতিষ্ঠা করা' বাক্যটির ব্যাখ্যা নিম্নের দুটির কোনটি হবে?

১. সুন্দর মসজিদ বানিয়ে সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে পালন করার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।
২. সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা।

Common sense-ধারী সকলেই বলবে দ্বিতীয়টি।

তাই Common sense অনুযায়ী 'সালাত প্রতিষ্ঠা (কায়েম) করা' বাক্যটির ব্যাখ্যা হবে– সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা

♣♣ ২১ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী এ পর্যায়ে তাহলে বলা যায়, 'সালাত প্রতিষ্ঠা (কায়েম) করা' বাক্যটির ব্যাখ্যা হিসেবে ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা।

'আকিমুস্ সালাত' কথাটির ব্যাখ্যার বিষয়ে আল কুরআন

তথ্য-১

... ... وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ط ....

... ... তুমি যে কিবলার দিকে ছিলে তাকে কিবলা নির্ধারণ করেছিলাম শুধু এটা জানার জন্য যে, কে রসুলের অনুসরণ করে আর কে পিছনের (পূর্বাবস্থায়) দিকে ফিরে যায়। ... ...

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৪৩)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির বক্তব্য ভালোভাবে বুঝতে হলে এর নাযিলের পটভূমিটি আগে জানা দরকার। মদিনায় হিজরতের পর মুসলিমরা প্রথমে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত পড়ত। পরে আল্লাহর নির্দেশ আসে কাবা শরীফের দিকে অর্থাৎ পূর্ব দিকে মুখ করে সালাত পড়ার জন্য। আল্লাহর নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিমরা তা পালন করতে শুরু করে। এটি দেখে কাফেররা উপহাস করে বলতে লাগলো– দেখ মুসলিমরা কী পাগলামি শুরু করেছে। কাল তারা সালাত পড়েছে পশ্চিম দিকে মুখ করে আর আজ পড়ছে পূর্ব দিকে মুখ করে। কাফেরদের এই কথার জবাবে আল্লাহ এই আয়াতটি নাযিল করেন এবং এর মাধ্যমে তিনি ঐ কেবলা পরিবর্তন করার আদেশের উদ্দেশ্যটি বলে দিয়েছেন।

আল্লাহ বলেছেন– সালাত পড়ার সময় তোমাদের মুখ একদিক থেকে আর একদিকে ফেরানোর অর্থাৎ কেবলা পরিবর্তনের যে আদেশ আমি দিয়েছিলাম, তার পেছনে মুখ ফেরানোর অনুষ্ঠানটি করানো আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আমার উদ্দেশ্য ছিল এটি জেনে নেওয়া– কে রসুলকে তথা রসুলের মাধ্যমে দেওয়া আমার আদেশ মেনে নেওয়াকে তাদের অন্য সবকিছুর ওপর অগ্রাধিকার দেয়।

এ বক্তব্য থেকে বুঝা যায়– সালাতের সময় কাবার দিকে মুখ ফেরানো, রুকু করা, সিজদা করা ইত্যাদি আদেশের পেছনে আল্লাহর উদ্দেশ্য শুধু ঐ অনুষ্ঠানগুলো পালন করানো নয়। এর পেছনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে– আল্লাহর আদেশ পালনের মানসিকতা তৈরির শিক্ষা দেওয়া। যাতে সালাত আদায়কারী সালাতের বাইরের প্রতিটি কাজ আল্লাহর আদেশ অনুসরণ করে পালন করে।

তথ্য-২

.... مَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

... ... (সালাতের আগে ওজু বা গোসল করার নির্দেশ দেওয়ার মাধ্যমে) আল্লাহ তোমাদের কষ্ট দিতে চান না বরং তিনি তোমাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন

করতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা শোকর আদায় করো।

(সুরা আল মায়েদা/৫ : ৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির প্রথম অংশে (অনুল্লিখিত) সালাতের আগে ওজু, গোসল ও তায়াম্মুম করার আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং কখন ও কীভাবে তা করতে হবে তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আর আয়াতটির উল্লিখিত অংশে মহান আল্লাহ ঐ আদেশের কারণ নেতিবাচক ও ইতিবাচকভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।

আয়াতটির উল্লিখিত অংশের প্রথমে আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন– সালাতের আগে ওজু, গোসল (এবং কুরআনের অন্য স্থানে থাকা কাপড় ও জায়গা তথা পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন) করার শর্ত আরোপের পেছনে মানুষকে কষ্ট দেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তাঁর উদ্দেশ্য হলো– মানুষকে শরীর, পোশাক ও পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার নীতিমালা শিক্ষা দেওয়া। আর সে নীতিমালা হলো– শরীরের উন্মুক্ত জায়গাগুলো প্রত্যেক দিন কয়েকবার পানি দিয়ে ধুয়ে-মুছে এবং পুরো শরীর, পোশাক-পরিচ্ছদ ও পরিবেশ, প্রতিদিন বা কয়েক দিন পর পর ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করা বা রাখা।

সালাতের আগে শরীর, কাপড় ও পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার আদেশের পেছনে উদ্দেশ্য যে ওপরে বলা বিষয়টি তা বোঝা যায় আয়াতটির শেষে উল্লেখ করা কথাটির মাধ্যমে। আয়াতটির শেষে বলা হয়েছে– শরীর, পোশাক-পরিচ্ছদ ও পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার আদেশের মাধ্যমে আল্লাহ মানুষের প্রতি তাঁর কল্যাণের অভিপ্রায়কে পূর্ণ করে দিতে চান। যাতে মানুষ ঐ কাজগুলো করে কল্যাণপ্রাপ্ত হয়ে তাঁর শুকর (গুণগান) করতে পারে।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার এ আদেশের মাধ্যমে আল্লাহর দিতে চাওয়া সেই কল্যাণের বিষয়টি হচ্ছে মানুষকে রোগমুক্ত রাখা। মানুষের শরীর, পোশাক-পরিচ্ছদ ও পরিবেশ যদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে তবে তাদের অনেক রোগ কম হয় বা অনেক রোগ হয় না। এটি বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রমাণিত একটি তথ্য।

আর শরীর, কাপড় ও জায়গা পাক রাখার আদেশ দেওয়ার পেছনের উদ্দেশ্যটি যদি এটি না হতো তবে– বিবাহ না করা, স্ত্রী/স্বামী না থাকা, বার্ধক্য ও অন্য কারণে যৌন মিলনের ক্ষমতা না থাকা ইত্যাদি অবস্থায় সপ্তাহ, মাস বা বছর গোসল না করে শুধু ওজু করে একজন লোক সালাত পড়তে

পারত। এ ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তিগণ ঘন ঘন গোসল করে পুরো শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার বড়ো কল্যাণ তথা অনেক রোগ মুক্ত থাকার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হতো।

তথ্য-৩

إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدْنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيٓ.

নিশ্চয় আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, অতএব আমার দাসত্ব করো এবং আমার স্মরণের জন্য সালাত প্রতিষ্ঠা করো।

(সুরা ত্ব-হা/২০ : ১৪)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির সালাত সম্পর্কিত অংশের (আমার স্মরণের জন্য সালাত প্রতিষ্ঠা করো) মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– আল্লাহ তথা কুরআনের শিক্ষা স্মরণ ও অনুসরণ করার লক্ষ্য নিয়ে সালাত আদায় করতে হবে।

তথ্য-৪

وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّٰكِرِينَ.

আর তুমি সালাত প্রতিষ্ঠা করো দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের প্রথমাংশে। অবশ্যই (সালাতসহ) সকল নেক আমল মন্দকাজগুলোকে দূর করে। এটি (সালাত) স্মরণ রাখার অতিবড়ো ব্যবস্থা, যারা স্মরণ রাখতে চায় তাদের জন্য।

(সুরা হুদ/১১ : ১১৪)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'আর তুমি সালাত প্রতিষ্ঠা করো দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের প্রথমাংশে' অংশের ব্যাখ্যা : অংশটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কুরআনের শিক্ষা স্মরণ রাখা এবং সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য নিয়ে দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের প্রথমাংশে সালাত আদায় করতে হবে।

'অবশ্যই (সালাতসহ) সকল নেক আমল মন্দকাজগুলোকে দূর করে' অংশের ব্যাখ্যা : সালাতসহ সকল আনুষ্ঠানিক ইবাদাতের সাধারণ উদ্দেশ্য হলো, ব্যক্তি ও সমাজ জীবন থেকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ দূর করা।

'এটি (সালাত) স্মরণ রাখার অতিবড়ো ব্যবস্থা, যারা স্মরণ রাখতে চায় তাদের জন্য' অংশের ব্যাখ্যা : সালাত কুরআনের শিক্ষা স্মরণ রাখার অতিবড়ো

ব্যবস্থা, যারা কুরআনের শিক্ষা স্মরণ রাখতে চায় তাদের জন্য। সালাত দুইভাবে মানুষকে কুরআনের শিক্ষা স্মরণ রাখতে সহায়তা করে–

১. সালাতে পঠিত কুরআন, তাসবীহ ও দোয়ার শিক্ষার মাধ্যমে তাত্ত্বিকভাবে (Theoretically)। আর সালাতের পঠিত বিষয়ের মধ্যে শুধু কুরআন তিলাওয়াত বাধ্যতামূলক (ফরজ)।
২. সালাতের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের শিক্ষার মাধ্যমে ব্যাবহারিকভাবে (Practically)।

সম্মিলিত শিক্ষা : এ পর্যন্ত উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায়– সালাতের অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে মহান আল্লাহ তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিকভাবে আল কুরআনের শিক্ষা স্মরণ রাখার ব্যবস্থা করেছেন।

তথ্য-৫

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰۤئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰۤئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ.

(সালাতে) মুখ পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে ফিরানোতে কোনো নেকী (কল্যাণ/সাওয়াব) নেই। বস্তুত নেকী অর্জনকারী হলো সে– যে আল্লাহ, আখিরাতের দিন, ফেরেস্তাগণ, (আসমানি) কিতাব ও নবীদের প্রতি ঈমান আনে এবং আল্লাহর ভালোবাসায় নিজ ধন-সম্পদ আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকিন, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী ও আটকানো ঘাড় মুক্তির জন্য দান করে, আর **সালাত প্রতিষ্ঠা করে**, যাকাত দেয় এবং অঙ্গীকার করলে তা পূর্ণ করে। বিপদ-আপদ, অভাব-অনটন ও যুদ্ধের সময়ে ধৈর্যধারণ করে। তারাই সত্যবাদী। আর তারাই হলো (যথাযথ) আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৭)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিও মুসলিমদের কেবলা পরিবর্তন করে সালাত পড়ার জন্য কাফেরদের ঠাট্টা-বিদ্রুপের পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়। আয়াতটির প্রথমে মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন– সালাতের সময় মুখ পশ্চিম বা পূর্ব করাতে কোনো সাওয়াব (কল্যাণ) নেই। অর্থাৎ সালাতের শুধু অনুষ্ঠান করার

মধ্যে কোনো সাওয়াব নেই। এরপর যে সকল কাজের মধ্যে সাওয়াব রয়েছে তার কয়েকটির বর্ণনা এখানে দেওয়া হয়েছে। বাকিগুলো সমস্ত কুরআনে ছড়িয়ে আছে।

এ আয়াতে প্রকৃত সাওয়াব বা কল্যাণের কাজ হিসেবে যেগুলো উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো–

১. আল্লাহ, পরকাল, কিতাব ও নবীদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা।
২. শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজ সম্পদ অভাবী আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, মিসকিন, পথিক, সাহায্যপ্রার্থী ও যেকোনো ধরনের দাসত্বের শৃঙ্খলে আটকানো ঘাড় মুক্তির জন্য ব্যয় করা।
৩. সালাত কায়েম করা।
৪. যাকাত দেওয়া।
৫. ওয়াদা করলে তা রক্ষা করা।
৬. বিপদ-আপদ ও হক-বাতিলের দ্বন্দ্বের সময়, হকের পক্ষে ধৈর্যধারণ করা তথা দৃঢ় পদে দাঁড়িয়ে থাকা।

আয়াতটিতে প্রথমে বলা হয়েছে– সালাতের সময় মুখ পশ্চিম বা পূর্ব দিকে ফিরানোর মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। অর্থাৎ সালাতের শুধু অনুষ্ঠান করার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। এরপর যে সমস্ত কাজের মধ্যে সাওয়াব বা কল্যাণ আছে তার কয়েকটির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো 'সালাত কায়েম করা।'

তাই আয়াতটির সালাত সম্পর্কিত বক্তব্য হলো– সালাতের সময় মুখ পূর্ব না পশ্চিম দিকে করা তথা সালাতের শুধু অনুষ্ঠান করায় কোনো সাওয়াব নেই। সাওয়াব আছে সালাত কায়েম (প্রতিষ্ঠা) করায়। তাই আয়াতটির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– 'সালাতের অনুষ্ঠান করা' এবং 'সালাত প্রতিষ্ঠা করা' বিষয় দুটির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য আছে।

ইতোমধ্যে আলোচনা করা ৫টি আয়াতের মাধ্যমে আমরা নিশ্চিতভাবে জেনেছি যে– সালাতের প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে মহান আল্লাহ সালাত আদায়কারীকে কিছু না কিছু শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। তাই ৫ নং তথ্যের আয়াতটির বক্তব্যের সাথে আগের ৪টি তথ্যের আয়াতসমূহের বক্তব্য মিলালে সহজেই বলা যায়– সালাত কায়েম (প্রতিষ্ঠা) করার ব্যাখ্যা হবে সালাতের অনুষ্ঠান নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে কায়েম তথা প্রতিষ্ঠা করা।

তথ্য-৬

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلوٰتِهِمْ سَاهُوْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ. وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ.

অতঃপর দুর্ভোগ (ওয়াইল নামক জাহান্নাম) সেই সালাত আদায়কারীদের জন্য। যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন। যারা লোক দেখানো কাজ করে। আর পাতিলের ঢাকনি দান করা থেকেও বিরত থাকে।

(সুরা আল মাউন/১০৭ : ৪-৬)

ব্যাখ্যা : হাদীসে সালাতকে জান্নাতের চাবি বলা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য ৪টি আয়াতে বলা হয়েছে, যে সকল সালাত আদায়কারীর নিম্নের তিনটি দোষ থাকবে তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম (অর্থাৎ তাদের সালাত কবুল হবে না)–

১. সালাতসহ যেকোনো আমলের সময়, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ইত্যাদি সম্বন্ধে উদাসীন থাকা।
২. মানুষকে দেখানোর জন্য কাজ করা।
৩. ছোটো-খাটো জিনিসও মানুষকে দান করা থেকে বিরত থাকা তথা কৃপণ হওয়া ।

প্রশ্ন হলো কী কারণে ঐ তিনটি দোষ থাকা সালাত আদায়কারীগণের সালাত কবুল হবে না এবং তাদেরকে জাহান্নামে যেতে হবে? এ প্রশ্নের উত্তর হলো, সালাতে পঠিত বিষয় কুরআনের তিনটি শিক্ষা হলো–

১. সালাতসহ অন্য আমল সঠিক সময়, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ইত্যাদিসহ করা।
২. মানুষকে দেখানোর জন্য নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সকল আমল করা।
৩. কৃপণ না হওয়া।

তাই আয়াতগুলোতে বর্ণিত সালাত আদায়কারীদের সালাত কবুল না হওয়া এবং ফলস্বরূপ জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হলো– তারা শুধু সালাতের অনুষ্ঠান করেছে। সালাতের অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নেয়নি। ফলে তারা সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারেনি। অর্থাৎ তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করেনি।

তাই এ চারটি আয়াত থেকে জানা যায় যে, সালাত প্রতিষ্ঠা করা কথাটির ব্যাখ্যা হলো– সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে

প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে কায়েম (প্রতিষ্ঠা) করা।

তথ্য-৭

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

হে যারা ঈমান এনেছ! জুমু'আর দিনে যখন সালাতের জন্য আহবান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর যিক্‌র-এর দিকে দৌড়াও এবং বেচা-কেনা পরিত্যাগ করো। এটাই তোমাদের জন্য (অধিক) উত্তম যদি তোমরা জানতে।

(সুরা আল জুমু'আ/৬২ : ৯)

ব্যাখ্যা : আয়াতে কারীমায় জুম'আর সালাতের আযান হওয়ার সাথে সাথে সকলকে কেনা-বেচা অর্থাৎ কাজকর্ম ছেড়ে সালাত আদায়ের জন্য দ্রুত মসজিদে যেতে বলা হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে– এটি ঈমানদারদের জন্য অধিক কল্যাণকর তা তারা বুঝতে পারতো যদি বাস্তবে তারা দেখতে পেতো।

সাধারণভাবে মনে হয়– কাজ-কর্ম রেখে সালাত আদায় করতে গেলে কিছু না কিছু আর্থিক ক্ষতি হয়। কিন্তু আল্লাহ বলেছেন এটি অধিক কল্যাণকর। কেন আল্লাহ এরকম বলেছেন জানতে চাইলে মুসলিমদের কাছ থেকে যে উত্তর সাধারণত পাওয়া যায় তা হলো– জামায়াতে সালাত আদায় করায় পরকালে যে কল্যাণ পাওয়া যাবে তার সাথে দুনিয়ার ঐ সামান্য সময়ের উপার্জনের কোন তুলনা হয় না।

উত্তরটি সঠিক নয়। কারণ, মানুষ দুনিয়ার কল্যাণ আগে পেতে চায়। আর আল্লাহ তা'য়ালাও পরকালের কল্যাণের আগে দুনিয়ার কল্যাণ পাওয়ার জন্য তাঁর কাছে দোয়া করতে বলেছেন। যেমন–

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

আবার তাদের কেউ বলে, হে আমাদের রব! আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং আগুনের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা করুন।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২০১)

তাই মহান আল্লাহর সুরা জুমু'আর ৯ নং আয়াতের বক্তব্যটি বলার প্রকৃত কারণ হলো– কাজ রেখে জামায়াতে সালাত আদায় করতে মসজিদে চলে গেলে কিছু ক্ষতি অবশ্যই হয়। কিন্তু জামায়াতে সালাত আদায়ের মাধ্যমে তিনি সমাজ জীবনের যে শিক্ষা দিয়েছেন সে শিক্ষাগুলো বুঝে বুঝে মনে-প্রাণে

গ্রহণ করে প্রতিটি সালাত আদায়কারী যদি তা তাদের সমাজ জীবনে প্রয়োগ করে (প্রতিষ্ঠা করে) তবে দুনিয়ায় তাদের ব্যাপক কল্যাণ হবে। আর সেই কল্যাণ জামায়াতে সালাত আদায় করার সময়টুকুতে অন্য কাজ করার কল্যণের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি।

ঐ শিক্ষাগুলোর বাস্তব প্রয়োগ যে সমাজে নেই সে সমাজে অনেক টাকা রোজগার করে বাসায় যাওয়ার সময় রাস্তায় হাইজ্যাকার এসে সে টাকা কেড়ে নিয়ে যেতে পারে। এমনকি ঐ সময় তার জীবনও চলে যেতে পারে। কথাটি যে কত বাস্তব জামায়াতে সালাতের শিক্ষাগুলো (পরে আসছে) পর্যালোচনা করলে যে কেউই সহজে তা বুঝতে পারবে।

আর পরকালে জামায়াতে সালাত আদায় করার জন্য যে অতিরিক্ত পুরস্কার বা কল্যাণ পাওয়া যাবে, তার সঙ্গে ঐ অল্প সময় কাজ-কর্ম করার দরুন যে লাভ হবে, তার তো কোনো তুলনাই হবে না।

তাই এ আয়াতটির বক্তব্য থেকেও বোঝা যায় সালাত প্রতিষ্ঠা করার ব্যাখ্যা হবে– সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে কায়েম (প্রতিষ্ঠা) করা।

তথ্য-৮

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط ....

আমি যদি (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করি তবে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে, জানা বিষয় পালন করার আদেশ করবে ও অস্বীকার করা কাজ নিষেধ করবে। ... ...

(সুরা আল হাজ্জ/২২ : ৪১)

ব্যাখ্যা : যদি প্রশ্ন করা হয় ‘আকিমুস্ সালাত’ সম্পর্কে আগে আলোচনাকৃত আয়াতসমূহের তথ্যগুলো সামনে রাখলে এ আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা নিম্নের দুটির কোনটি হবে–

১. মু’মিনগণ যদি পৃথিবীতে শাসন ক্ষমতা পায় তবে তারা– সালাতের অনুষ্ঠান সুষ্ঠভাবে পালন করার সকল ব্যবস্থা করবে, যাকাত আদায় করবে, জানা বিষয়গুলোর (সৎকাজ) আদেশ দেবে ও অস্বীকার করা বিষয়গুলো (অসৎকাজ) প্রতিরোধ করবে।

২. মু'মিনগণ যদি পৃথিবীতে শাসন ক্ষমতা পায় তবে তারা– সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করার সকল ব্যবস্থা করবে, যাকাত আদায় করবে, জানা বিষয়গুলোর (সৎকাজ) আদেশ দেবে ও অস্বীকার করা বিষয়গুলো (অসৎকাজ) প্রতিরোধ করবে।

Common sense/আকল-সম্পন্ন সকল মানুষই দ্বিতীয়টির পক্ষে রায় দেবে। তাই এ আয়াত অনুযায়ীও– সালাত প্রতিষ্ঠা করা বলতে শুধু সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে পালন করার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা বুঝায় না। সালাত প্রতিষ্ঠা করা বলতে বুঝায়, সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে, সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা।

আকিমুস্ সালাতের ব্যাখ্যার বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়

আলোচনার এ পর্যায়ে আমরা বলতে পারি সালাত কায়েম করার প্রকৃত ব্যাখ্যার বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করছে। তাই ২১ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী ঐ প্রাথমিক রায়ই হবে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। অর্থাৎ আর তাই 'সালাত কায়েম (প্রতিষ্ঠা) করা' বাক্যটির ব্যাখ্যার বিষয়ে ইসলামের চূড়ন্ত রায় হলো– সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা।

আকিমুস্ সালাতের ব্যাখ্যার বিষয়ে সুন্নাহ

নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী কোনো বিষয়ে Common sense ও কুরআনের তথ্যের ভিত্তিতে যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় তবে ঐ বিষয়ে হাদীস পর্যালোচনা না করলেও চলে। এ কথার অর্থ এটি নয় যে, হাদীসের প্রয়োজন নেই। এটি এ জন্য যে–

১. যে বিষয় কুরআনে আছে সে বিষয়ের অনুরূপ বা ব্যাখ্যাকারী বক্তব্য হাদীসে অবশ্যই থাকবে। কারণ, সুরা নাহলের ৪৪ নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, রসুল স.-এর দায়িত্বই ছিল কুরআনকে কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়া।

২. কুরআনের তথ্যের বিপরীত কথা কখনই রসুল স.-এর কথা হতে পারে না। এ কথা কুরআন জানিয়ে দিয়েছে সুরা হাক্কার ৪৪ নং আয়াতে।

তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে– 'সালাত কায়েম (প্রতিষ্ঠা) করা' বাক্যটির ওপরে বর্ণিত চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস আছে। কিন্তু একটি বিষয়ে দুই একটি হাদীস খুঁজে পেলেই ঐ বিষয়ে হাদীসের রায় জানা হয়ে গেল বিষয়টি মোটেই এমন নয়। হাদীসের তথ্য ব্যবহার করে কোনো বিষয়ে সিদ্ধাতে পৌঁছাতে হলে হাদীস থেকে একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছার মূলনীতি অবশ্যই জানতে হবে।

আমাদের গবেষণা অনুযায়ী হাদীস পর্যালোচনা করে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছার মূলনীতি চারটি–

১. সঠিক হাদীস কুরআনের অনুরূপ, পরিপূরক বা অতিরিক্ত হবে। বিপরীত হবে না।
২. একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।
৩. হাদীস আকলে সালিম তথা সঠিক Common sense-এর বিপরীত হবে না।
৪. হাদীস বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী হবে না।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-১৯) নামক বইটিতে।

মূলনীতিসমূহ মনে রেখে চলুন এখন 'সালাত কায়েম (প্রতিষ্ঠা) করা' বাক্যটির চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী কিছু হাদীস জানা যাক–

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ .... حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ .... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ. قَالُوا: لَا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا. قَالَ: فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ بِهَا الْخَطَايَا.

ইমাম বুখারী রহ., আবূ হুরায়রা রা.-এর বলা বর্ননা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি ইবরাহীম বিন হামজা থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা রা. বলেন, তিনি আল্লাহর রসুল স.-কে বলতে শুনেছেন, বলতো দেখি! যদি তোমাদের কারো বাড়ির সামনে একটি নদী থাকে এবং সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তাঁর শরীরে কোনো ময়লা থাকবে? তারা বললেন, তাঁর শরীরে কোনো রকম ময়লা থাকবে না। তখন রসুল স. বললেন– এ হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা (মানবজীবন থেকে) ভুল/গুনাহসমূহ দূর করে দেন।

♦ বুখারী, *আস সহীহ*, হাদীস নং-৫২৮।

♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : অন্যায় ও অশ্লীল বিষয় হলো মানবজীবনের বড়ো ময়লা, গুনাহ বা ভুল। তাই হাদীসটির বক্তব্য হলো– বাড়ির সামনে থাকা নদীতে দিনে পাঁচবার গোসল করলে যেমন শরীরে কোনো ময়লা থাকে না তেমনি দিনে ৫ বার সালাত আদায় করলে মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে কোনো অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থাকে না।
সালাতের মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবন থেকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ দূর হবে শুধু তখন, যখন– সালাতের অনুষ্ঠান নিয়মকানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে কায়েম (প্রতিষ্ঠা) করা হবে।

তাই হাদীসটির মাধ্যমে সালাত সম্পর্কিত জানিয়ে দেওয়া অতীব গুরুত্বপূর্ণ দুটি শিক্ষা হলো–

১. সালাতের উদ্দেশ্য– মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবন থেকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ দূর করা।
২. 'সালাত কায়েম করা' কথাটির ব্যাখ্যা হলো– সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে কায়েম (প্রতিষ্ঠা) করা।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْأَحْمَد .... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ .... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ إِنَّ فُلَانَةَ تَذْكُرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا

غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِيَ فِي النَّارِ. قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَإِنَّ فُلَانَةَ تَذْكُرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَاتِهَا وَأَنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْأَقِطِ وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِيَ فِي الْجَنَّةِ.

আবূ হুরাইরা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ রহ. থেকে শুনে 'আল মুসনাদে' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে– আবু হুরায়রা রা. বলেন– জনৈক ব্যক্তি বলল, ইয়া রসুলাল্লাহ্ স.! অমুক মহিলা সালাত ও যাকাতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তবে সে তার মুখ দিয়ে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। তিনি বললেন, সে জাহান্নামী। লোকটি আবার বলল– ইয়া রসুলাল্লাহ্ স.! অমুক মহিলা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, সে কম সিয়াম রাখে, সাদকা কম করে এবং সালাতও কম পড়ে। তার দানের পরিমাণ হলো পনিরের টুকরা বিশেষ। কিন্তু সে তার মুখ দিয়ে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। তিনি (রসুল স.) বললেন, সে জান্নাতী।

♦ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৯৯২৬।

♦ হাদীসটির সনদ হাসান সহীহ। মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : প্রচুর সালাত আদায় করার পরও হাদীসটিতে উল্লিখিত প্রথম মহিলা প্রতিবেশীকে মুখ দিয়ে কষ্ট দেওয়ার কারণে জাহান্নামে যাবে। আর দ্বিতীয় মহিলা কম সালাত (নফল সালাত) আদায় করার পরও প্রতিবেশীকে মুখ দিয়ে কষ্ট না দেওয়ার কারণে জান্নাত পাবে।

কী কারণে এ দুই মহিলার ঠিকানার ব্যাপক পার্থক্য হলো সেটি এক বিরাট প্রশ্ন, তাই না?

এ প্রশ্নের উত্তর হলো– 'মানুষকে মুখ দিয়ে কষ্ট না দেওয়া' সালাতের অনুষ্ঠান ও পঠিত কুরআনের একটি শিক্ষা। প্রথম মহিলা প্রচুর সালাত পড়ার পরও মানুষকে (প্রতিবেশী) মুখ দিয়ে কষ্ট দিয়েছে। এটি থেকে বুঝা যায়, প্রচুর সালাত আদায় করেও সে সালাতের এ শিক্ষাটি নেয়নি। অর্থাৎ সে সালাতের অনুষ্ঠান করেছে কিন্তু অনুষ্ঠান থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা বাস্তবে কায়েম করেনি তথা সালাত কায়েম (প্রতিষ্ঠা) করেনি। আর এ কারণে তার সালাত কবুল হয়নি এবং তাকে জাহান্নামে যেতে হবে।

অন্যদিকে হাদীসে উল্লিখিত দ্বিতীয় মহিলা সালাত কম পড়লেও মানুষকে (প্রতিবেশী) মুখ দিয়ে কষ্ট দেয়নি। এটি থেকে বুঝা যায় সালাত কম আদায় করলেও সে তা থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়েছে এবং সে শিক্ষা বাস্তবে

প্রয়োগ করেছে। অর্থাৎ সে সালাত কায়েম (প্রতিষ্ঠা) করেছে। আর এ কারণে তার সালাত কবুল হয়েছে এবং সে জান্নাত পাবে।

তাই এ হাদীসটির ভিত্তিতে বলা যায়, 'সালাত কায়েম (প্রতিষ্ঠা) করা' বাক্যটির ব্যাখ্যা হবে– সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ... ... حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ... ...

... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ. قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ. فَقَالَ : إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি কুতাইবা ইবন সাঈ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসুল স. বললেন– তোমরা কি জানো সবচেয়ে দরিদ্র ব্যক্তি কে? সাহাবায়ে কেরাম জবাব দিলেন– আমাদের মধ্যে দরিদ্র হলো সে, যার টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ নেই। তিনি বললেন– আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র ব্যক্তি সে, যে কিয়ামতের ময়দানে সালাত, সিয়াম ও যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে কিন্তু তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসতে থাকবে যে, সে কোনো মানুষকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা দোষারোপ করেছে, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করেছে, কারো রক্ত (অন্যায়ভাবে) প্রবাহিত করেছে বা কাউকে (অন্যায়ভাবে) আঘাত করেছে। অতঃপর তার সালাত, যাকাত, সিয়াম ইত্যাদি কাজগুলোকে বিনিময় হিসেবে ঐ ক্ষতিগ্রস্ত বা কষ্টপ্রাপ্ত লোকগুলোকে দেওয়া হতে থাকবে। এভাবে তার সকল নেক কাজ বিনিময় দিয়ে শেষ হয়ে যাওয়ার পর দাবিদারদের পাপগুলো তার ওপর চাপানো হবে। অবশেষে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

- ♦ মুসলিম, *আস সহীহ*, হাদীস নং-৬৭৪৪
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– সালাত আদায় করার সাথে সাথে কেউ যদি মানুষকে গালি দেয়, কাউকে মিথ্যা দোষারোপ করে, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, কারো রক্ত অন্যায়ভাবে প্রবাহিত করে, কাউকে অন্যায়ভাবে আঘাত করে তবে তার ঐ সালাত পরকালে কাজে আসবে না (কবুল হবে না) এবং তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। কারণ ঐ কাজগুলো থেকে দূরে থাকা হলো সালাতের পঠিত বিষয়ের শিক্ষা। তাই সালাত পড়ার পর ঐ কাজগুলো করার অর্থ হলো সালাতের অনুষ্ঠান করে তা থেকে শিক্ষা না নেওয়া এবং সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ না করা।

তাই এ হাদীসটির ভিত্তিতেও বলা যায়, 'সালাত কায়েম (প্রতিষ্ঠা) করা' বাক্যটির ব্যাখ্যা হবে– সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা।

হাদীস-৪

أَخْرَجَ الإِمَامُ البيهقي في شعب الإيمان أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى .... عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنِ اقْلِبْ مَدِينَةَ كَذَا وَكَذَا بِأَهْلِهَا، قَالَ: فَقَالَ: يَا رَبِّ إِنَّ فِيهِمْ عَبْدَكَ فُلَانًا لَمْ يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ، قَالَ: فَقَالَ: اقْلِبْهَا عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ سَاعَةً قَطُّ.

ইমাম আল-বাইহাকী রহ. জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রা.-এর বর্ণনা সনদের ৮ম ব্যক্তিদ্বয় আবূ আব্দিল্লাহ আল-হাফিজ ও মুহাম্মাদ ইবন মূসা রহ. থেকে শুনে তাঁর 'শুআবুল ঈমান' গ্রন্থে লিখেছেন– জাবের রা. বলেন, রসুল স. বলেছেন– মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ জিব্রাইল আ.-কে নির্দেশ দিলেন যে, অমুক অমুক শহরকে তার অধিবাসীসহ উল্টিয়ে দাও। তিনি বললেন, হে রব! তাদের মধ্যে তো তোমার অমুক এক বান্দা আছে যে মুহূর্তের জন্যও নাফরমানি করেনি। রসুল স. বলেন, তখন আল্লাহ তা'য়ালা বললেন– তাকেসহ সকলের ওপরই শহরটিকে উল্টিয়ে দাও। কারণ, সম্মুখে পাপাচার (অন্যায় কাজ) হতে দেখে মুহূর্তের জন্য তার চেহারা মলিন হয়নি।

♦ বাইহাকী, *শুআবুল ঈমান*, হাদীস নং-৭৫৯৫।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে নাফারমানি না করা বলতে বুঝানো হয়েছে সালাত, যাকাত, সিয়াম, যিক্‌র-আযকার ইত্যাদি ইবাদাত বাদ না দেওয়া।

হাদীসটি থেকে জানা যায়– একটি শহরকে উল্টিয়ে দেওয়ার আদেশ পাওয়ার পর জিব্রাইল আ. শহরটিতে থাকা একটি লোকের শাস্তি ভোগ করার কারণ জানতে আল্লাহকে বলেছিলেন–'সে ব্যক্তি তো মুহূর্তের জন্যও তাঁর নাফরমানি করেনি।' অর্থাৎ সে তো সারাক্ষণ সালাত, যাকাত, সিয়াম, যিক্‌র-আযকার ইত্যাদি ইবাদাত করছে। এরপরও কি তাকেসহ শহরটিকে উল্টিয়ে দেবো।

জিব্রাইল আ.-এর ঐ কথার উত্তরে আল্লাহ বলেছেন– 'তাকেসহ শহরটিকে উল্টিয়ে দাও । কারণ– সম্মুখে পাপাচার (অন্যায় কাজ) থেকে দেখে মুহূর্তের জন্যও তার চেহারা মলিন হয়নি।

সম্মুখে পাপাচার থেকে দেখে মুহূর্তের জন্যও চেহারা মলিন না হওয়ার অর্থ হলো– অন্যায় কাজ থেকে দেখে তা প্রতিরোধ করার কোনো ব্যবস্থা না নেওয়া, এমনকি মনে অনুশোচনাও না হওয়া।
অন্যায় কাজ প্রতিরোধ করা সালাতে পঠিত কুরআনের একটি শিক্ষা। হাদীসটিতে উল্লিখিত ব্যক্তি প্রচুর সালাত আদায় করেও সামনে অন্যায় কাজ সংঘটিত থেকে দেখে তা প্রতিরোধ করার কোনই ভূমিকা নেয়নি। এটি থেকে বোঝা যায় লোকটি সালাতের অনুষ্ঠান করেছে কিন্তু তা থেকে শিক্ষা নেয়নি। তাই সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

তাই এ হাদীসটির ভিত্তিতেও বলা যায়, 'সালাত কায়েম (প্রতিষ্ঠা) করা' বাক্যটির ব্যাখ্যা হবে– সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা।

♦♦ এ বিষয়ে আরও হাদীস হাদীসের গ্রন্থসমূহে আছে। তাহলে দেখা যায়- 'সালাত কায়েম (প্রতিষ্ঠা) করা' বাক্যটির ব্যাখ্যা সম্পর্কে ইসলামের চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস আছে।

সালাতের বিধি-বিধানসমূহের (আরকান-আহকাম) গুরুত্বের পার্থক্য

সালাতের বিধি-বিধানসমূহের (আরকান-আহকাম) গুরুত্বের বিষয়ে মুসলিমগণ দুটি বড়ো দলে বিভক্ত। একদলের মতে বিষয়গুলো দুইভাগে বিভক্ত– ফরজ (বাধ্যতামূলক) ও নফল। আর অন্যদলের মতে বিষয়গুলো চারভাগে বিভক্ত– ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল। মনীষীগণের প্রচলিত মতে– ফরজ অস্বীকার করলে ব্যক্তি কাফির বলে গণ্য হবে। কিন্তু ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল অস্বীকার করলে কাফির হয় না। এখান থেকে বুঝা যায়– ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল বিষয়গুলো সালাতের আরকান-আহকাম হওয়ার বিষয়টি শতভাগ নিশ্চিত নয়। কারণ, রসুল স.-এর বড়ো-ছোটো যেকোনো সুন্নাত কেউ অস্বীকার বা ইচ্ছাকৃতভাবে (ওজর ছাড়া) পালন না করলে অবশ্যই কাফির হবে।

অন্যদিকে–

১. আল কুরআনে সালাতের ফরজ বিষয়সমূহ ছাড়া অন্যগুলো উল্লেখ নেই।

২. রসুল স.-এর সালাতের আরকান-আহকামের বিষয়ে বক্তব্য হলো নিম্নরূপ–

أخرج الإمام البخاري ... . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ... ... حَدَّثَنَا مَالِكٌ أَتَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَحِيمًا رَفِيقًا ، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا أَوْ قَدِ اشْتَقْنَا سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرْنَاهُ قَالَ : ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لاَ أَحْفَظُهَا **وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي**، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ .

ইমাম বুখারী রহ. মালিক রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনে মুছান্না রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– মালিক রা. থেকে

বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা সমবয়সী একদল যুবক নবী স.-এর কাছে হাজির হলাম। বিশদিন ও বিশ রাত আমরা তাঁর কাছে অবস্থান করলাম। আল্লাহর রসুল স. অত্যন্ত দয়ালু ও নম্র স্বভাবের লোক ছিলেন। তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, আমরা আমাদের পরিজনের কাছে ফিরে যেতে চাই বা ফিরে যাওয়ার জন্য উৎসুক হয়ে পড়েছি, তখন তিনি আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, আমরা আমাদের পিছনে কাদের রেখে এসেছি। আমরা তাঁকে জানালাম। অতঃপর তিনি বললেন– তোমরা তোমাদের পরিজনের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের মধ্যে বসবাস করো। আর তাদের শিক্ষা দাও, এবং (দ্বীনের) আদেশমূলক (মৌলিক) বিষয়গুলো শেখাও। (বর্ণনাকারী বলেন) মালিক রা. আরও কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেছিলেন যা আমার মনে আছে বা মনে নেই। অতঃপর নবী স. বলেছিলেন, **তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছ সেভাবে সালাত আদায় করবে।** সালাতের সময় উপস্থিত হলে তোমাদের একজন যেন আযান দেয় এবং যে ব্যক্তি বয়সে বড়ো সে যেন ইমামতি করে।

♦ বুখারী, *আস সহীহ*, হাদীস নম্বর-৬০৫।

♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– বেশকিছু যুবক সাহাবী বিশ দিন ধরে তথা ১০০ ওয়াক্ত সালাত রসুল স.-এর ইমামতিতে আদায় করেছেন। কিন্তু যুবক সাহাবীগণকে বিদায় দেওয়ার সময় রসুল স. সালাতের বিষয়গুলো তথা আরকান-আহকামসমূহকে গুরুত্ব অনুযায়ী ভাগ করে বলে দেননি। তিনি শুধু বলেছেন– তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছো সেভাবে সালাত আদায় করবে।

তাই সার্বিকভাবে বিবেচনা করলে সালাতের বিষয়সমুহের (আরকান-আহকাম) গুরুত্বের বিষয়ে প্রথম দলের মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য হবে। অর্থাৎ সালাতের আরকান-আহকামসমূহ গুরুত্বের দিক দিয়ে দুই ভাগে বিভক্ত– ফরজ ও নফল। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– **'আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়'** (গবেষণা সিরিজ-৮) নামক বইটিতে।

সালাতের শিক্ষার মূল সিলেবাস

সালাতের বিধি-বিধানসমূহের (আরকান-আহকাম) গুরুত্ব ও পালন করার বিধান হলো–

১. সালাতে পঠিত বিষয়সমূহের মধ্যে শুধু কুরআন পড়া ফরজ (বাধ্যতামূলক)।
২. সালাতের তাসবীহগুলোও কুরআনের শব্দ বা বাক্য।
৩. সালাতে পালন করা শারীরিক ভাষার (Body language) (কিয়াম, রুকু, সিজদা ইত্যাদি) অধিকাংশগুলো আল কুরআনে কোনো না কোনোভাবে উল্লিখিত আছে।

এ সকল তথ্যের ভিত্তিতে সহজে বোঝা যায়– সালাতের মাধ্যমে স্মরণে রাখতে চাওয়া শিক্ষার মূল সিলেবাস হলো আল কুরআন।

সালাতের মাধ্যমে কুরআনের শিক্ষা দেওয়া নয়, স্মরণে রাখতে চাওয়া হয়েছে বিষয়টি যেভাবে জানা যায়

সালাতে কুরআন তথা কুরআনের শিক্ষা দেওয়া নয়, বরং কুরআনের শিক্ষা স্মরণে রাখতে চাওয়া হয়েছে। এ বিষয়টি জানা যায় নিম্নোক্তভাবে–

১. সালাতে কুরআন দেখে নয়, মুখস্ত পড়তে হয়।
২. সালাতের প্রতি রাকায়াতে সুরা ফাতিহা বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে তথা রিভিশন দিতে হয়।
৩. সালাতের প্রতি রাকায়াতে সুরা ফাতিহার পর অন্য যেকোনো সুরার ১টি বড়ো বা ৩টি ছোটো আয়াত বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে তথা রিভিশন দিতে হয়।
৪. সালাতের প্রতি রাকায়াতে কিয়াম, রুকু, সিজদা ইত্যাদি বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে তথা রিভিশন দিতে হয়।

রিভিশন দেওয়া হয় কোনো বিষয় স্মরণে রাখার জন্য। তাই সহজে বলা যায়– সালাতের মাধ্যমে প্রকৃতভাবে কুরআন তথা কুরআনের শিক্ষা স্মরণে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সালাত থেকে কুরআনের শিক্ষা স্মরণে রাখার ব্যবস্থা যেভাবে করা হয়েছে

যেকোনো ব্যাবহারিক বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। অনুষ্ঠানগুলো মূলগতভাবে দুই ভাগে বিভক্ত থাকে–

১. তাত্ত্বিক (Theoretical)
২. ব্যাবহারিক (Practical)

উদাহরণস্বরূপ ধরা যায়– চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, কম্পিউটার সাইন্স, ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি, জীববিজ্ঞান ইত্যাদিকে। এ বিষয়গুলোতে সফল হওয়ার জন্য প্রথমে বিষয়গুলোর জ্ঞানকে (সিলেবাস) আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা দিয়ে যোগ্য জনশক্তি তৈরি করা হয়। অনুষ্ঠানগুলো মূলগতভাবে বিভক্ত থাকে– তাত্ত্বিক (Theoretical) ও ব্যাবহারিক (Practical) বিভাগ তথা ক্লাসে। ব্যাবহারিক ক্লাসে, বাস্তবে পালন করার মাধ্যমে তাত্ত্বিক ক্লাসে শেখানো বিষয়গুলো বোঝা ও স্মরণে রাখা সহজতর হয়।

কুরআন একটি ব্যাবহারিক গ্রন্থ। তাই কুরআন তথা কুরআনের শিক্ষাও দিতে ও স্মরণে রাখতে হবে দুটি আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে–

১. তাত্ত্বিক (Theoretical)
২. ব্যাবহারিক (Practical)

সালাত হলো কুরআনের শিক্ষা স্মরণে রাখার আল্লাহর প্রণয়ন করা সর্বোত্তম পদ্ধতি। তাই সালাতে দুটি আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির মাধ্যমে কুরআনের শিক্ষা স্মরণে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে–

১. তাত্ত্বিক (Theoretical) পদ্ধতি
   এ পদ্ধতিতে তিলাওয়াতের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাত্ত্বিক উপায়ে মুখস্ত থাকা কুরআন তথা মানবজীবনের সকল মৌলিক শিক্ষা স্মরণে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
২. ব্যাবহারিক (Practical) পদ্ধতি
   এ পদ্ধতিতে শারীরিক ভাষা (Body language) তথা কিয়াম, রুকু, সিজদা ইত্যাদির মাধ্যমে কুরআনে উপস্থিত অধিক গুরুত্বপূর্ণ তথা মানবজীবনের অধিক গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক শিক্ষাসমূহ বোঝা ও স্মরণে রাখা সহজতর করা হয়েছে।

সালাত থেকে স্মরণে রাখতে চাওয়া শিক্ষার সার্বিক শ্রেণিবিভাগ

সালাতের মাধ্যমে স্মরণে রাখতে চাওয়া শিক্ষা সার্বিকভাবে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত–

১. ব্যক্তি জীবনের শিক্ষা।
২. সমাজ জীবনের শিক্ষা।
৩. বিশেষ পঠিত বিষয়ের শিক্ষা।

সালাত থেকে স্মরণে রাখতে চাওয়া ব্যক্তি জীবনের প্রধান বিষয়সমূহ

সালাতের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যক্তি জীবনের যে প্রধান শিক্ষাসমূহ স্মরণে রাখতে চাওয়া হয়েছে তা হলো–

১. মু'মিন ও শয়তানের ১ নং কাজ।
২. আল্লাহর আদেশ ও রসুল স.-এর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করা।
৩. রসুল স.-কে কুরআনের আল্লাহর নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারী হিসেবে আনুগত্য করা।
৪. সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি।
৫. জাহান্নামে অবস্থানের মেয়াদ।
৬. সময় জ্ঞান।
৭. পর্দা করা।
৮. শরীর-স্বাস্থ্য সুস্থ রাখা।

সালাত থেকে স্মরণে রাখতে চাওয়া সমাজ জীবনের প্রধান বিষয়সমূহ

সালাতের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজ জীবনের যে প্রধান শিক্ষাসমূহ স্মরণে রাখতে চাওয়া হয়েছে তা হলো–

১. পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা ইত্যাদি সৃষ্টি হওয়া।

২. সামাজিক সাম্য তৈরি হওয়া।

৩. দলবদ্ধ হয়ে কাজ করা।

৪. সমাজ পরিচালনা সম্পর্কিত বিষয়–

   ৪.১. নেতা নির্ধারণ করা ও নেতা হওয়ার যোগ্যতা।

   ৪.২. নেতা নির্বাচন পদ্ধতি।

   ৪.৩. নেতার সমাজ বা দেশ পরিচালনা পদ্ধতি।

   ৪.৪. নেতার আনুগত্য ও অপসারণ পদ্ধতি।

   ৪.৫. নেতা পুরুষ না মহিলা হওয়া।

সালাত থেকে স্মরণে রাখতে চাওয়া বিশেষ পঠিত বিষয়সমূহ

সালাত থেকে স্মরণে রাখতে চাওয়া বিশেষ পঠিত বিষয়সমূহ হলো-

১. সুরা ফাতিহা।

২. অন্য যেকোনো সুরার ১টি বড়ো বা ৩টি ছোটো আয়াত।

৩. সুবহান তাসবীহ।

এ ৩টা বিষয়কে বিশেষ পঠিত বিষয় বলে উল্লেখ করার কারণ–

- শুধুমাত্র সুরা ফাতিহা সালাতের প্রতি রাকায়াতে পড়া বাধ্যতামূলক।
- সুরা ফাতিহা ভিন্ন অন্য যেকোনো সুরার ১টি বড়ো বা ৩টি ছোটো আয়াত সালাতের প্রতি ওয়াক্তের ফরজ রাকায়াতের প্রথম দুটিতে পড়া বাধ্যতামূলক।
- সুবহান তাসবীহটি সালাতে সবচেয়ে বেশিবার পড়া হয়। তবে এটি বাধ্যতামূলক বিধান নয়।

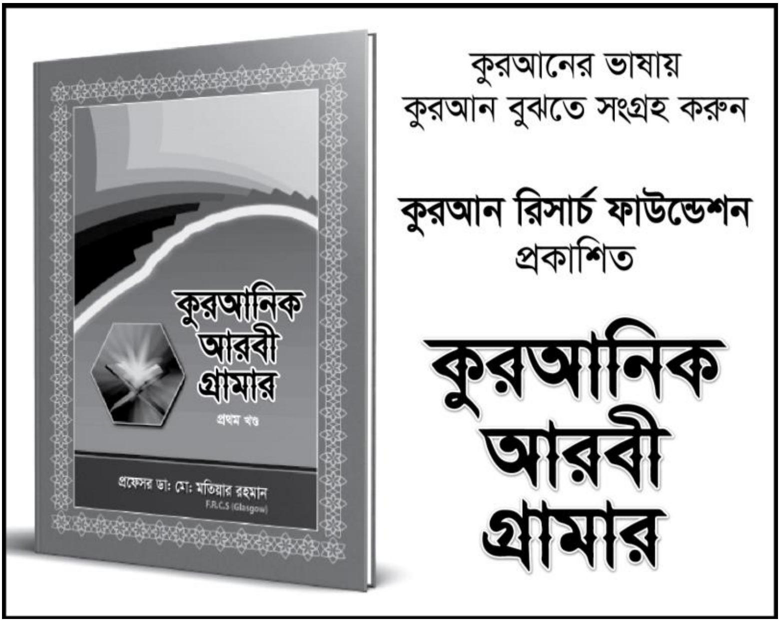

সালাত থেকে ব্যক্তি জীবনের প্রধান বিষয়সমূহ যে উপায়ে স্মরণে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে

সালাতের মাধ্যমে স্মরণে রাখতে চাওয়া ব্যক্তি জীবনের প্রধান বিষয়সমূহ হলো–

১. মু'মিন ও শয়তানের ১ নং কাজ।
২. আল্লাহর আদেশ ও রসুল স.-এর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করা।
৩. রসুল স.-কে আল্লাহর নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী হিসেবে আনুগত্য করা।
৪. সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি।
৫. জাহান্নামে অবস্থানের মেয়াদ।
৬. সময় জ্ঞান।
৭. পর্দা করা।
৮. শরীর-স্বাস্থ্য সুস্থ রাখা।

আমরা এখন উল্লিখিত বিষয়সমূহ সালাতের মাধ্যমে যেভাবে স্মরণে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে তা জানার চেষ্টা করব।

১. মু'মিন ও শয়তানের ১ নং কাজ স্মরণে রাখার ব্যবস্থা যে উপায়ে করা হয়েছে

সালাতের মাধ্যমে তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিকভাবে মু'মিন ও শয়তানের ১ নং কাজ এবং মু'মিনের ১ নং কাজের সকল মৌলিক বিষয় স্মরণে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে নিম্নোক্ত উপায়ে–

তাত্ত্বিক উপায়

মু'মিনের ১ নং (সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ) কাজ এবং শয়তানের ১নং কাজের সুনির্দিষ্ট তথ্য ধারণকারী আল কুরআনের কিছু আয়াত–

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ . خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ . الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ .

পড়ো (অধ্যয়ন করো) তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন 'আলাক' থেকে। পড়ো (অধ্যয়ন করো), আর তোমার রব মহিমান্বিত। যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে। (আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে) তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে আগে জানতো না।

(সুরা আল আলাক/৯৬ : ১-৫)

ব্যাখ্যা : এই পাঁচটি আয়াত রসুল স.-এর ওপর সর্বপ্রথম নাযিল হয়। বেশির ভাগ বর্ণনা অনুযায়ী এরপর ৩ থেকে ৬ মাস কুরআন নাযিল হয়নি। আর ঐ লম্বা সময় কুরআন নাযিল বন্ধ থাকায় রসুল স. অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়েছিলেন এটি মনে করে যে– তাঁকে হয়তো রসুল হিসেবে বাদ দেওয়া হয়েছে।

আয়াত পাঁচটি নাযিল হওয়ার পর লম্বা সময় কুরআন নাযিল বন্ধ থাকার কারণ হিসেবে সাধারণত যেটি বলা হয় তা হলো, রসুল স.-কে ওহী গ্রহণ করার ব্যাপারে অভ্যস্ত করানো। কিন্তু এটি সঠিক নয়। কারণ, কোনো কাজে মানুষকে অভ্যস্ত করতে হলে সেটি তাকে দিয়ে বার বার করাতে হয়। কিন্তু ২য় বার ওহী নাযিল হওয়ার পর ঐরকমটি আর হয়নি।

তাই আয়াত পাঁচটি নাযিল হওয়ার পর লম্বা সময় কুরআন নাযিল বন্ধ থাকার মূল কারণটি ছিল মানুষকে জানিয়ে দেওয়া যে– এ পাঁচটি আয়াতের শিক্ষা অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ। তাই কমপক্ষে ৩ মাস ধরে তোমরা শুধু এ পাঁচটি আয়াতের শিক্ষাটি জানা ও বোঝার চেষ্টা করো।

আয়াত পাঁচটিতে লক্ষণীয় বিষয়গুলো হলো–

১. প্রথম শব্দটি হলো পড়ো অর্থাৎ জ্ঞানার্জন করো। এটি আদেশমূলক কথা। অর্থাৎ আল্লাহ সর্বপ্রথম যে আদেশটি মানুষকে দিয়েছেন তা হলো জ্ঞানার্জন করার আদেশ।
২. জ্ঞানার্জন করার আদেশ দেওয়ার পর আল্লাহ যে ৪টি পঙ্‌ক্তি বা আয়াত পড়তে বলেছেন তা কুরআনের আয়াত। হাদীস, ফিক্‌হ, ইসলামী সাহিত্য, ফাজায়েলে আমল, বিজ্ঞান, অর্থনীতি ইত্যাদি কোনো গ্রন্থের পঙ্‌ক্তি নয়।
৩. যে পাঁচটি আয়াত পড়তে বলা হয়েছে সেখানে জ্ঞানার্জন করা এবং জ্ঞানার্জনের সহায়ক বিষয়ের (কলম ও মানব শরীর বিজ্ঞান) কথাই শুধু বলা হয়েছে। সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, জিহাদ, ইকামাতে দ্বীন, শিরক না করা ইত্যাদি কোনো আমলের কথা বলেননি।

৪. ৫ম আয়াতটিতে ‘(আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে এমন বিষয় যা সে আগে জানে না/জানতো না’ কথাটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– কুরআনের মাধ্যমে এমন বিষয় মানুষকে জানানো হয়েছে যা সে জন্মগতভাবে জানে না।
৫. কুরআনের অসংখ্য আয়াতে ‘হে যারা ঈমান এনেছ’ বলা হয়েছে। অর্থাৎ শুধু ঈমান আনা ব্যক্তিদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে। কিন্তু এখানে তা বলা হয়নি। অর্থাৎ আয়াত পাঁচটি সকল মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে।

তাই এ পাঁচটি আয়াতের মাধ্যমে পৃথিবীর সকল মানুষকে–

১. প্রত্যক্ষভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যারা দুনিয়া ও মৃত্যুর পরের জীবনে সফল হতে চায় তাদের সর্বপ্রথম, এক নম্বর, সবচেয়ে বড়ো কল্যাণ, সবচেয়ে বড়ো সাওয়াব বা সবচেয়ে বড়ো মর্যাদার কাজ তথা মু'মিনের ১ নং কাজ হলো কুরআনের জ্ঞানার্জন করা।
২. পরোক্ষভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– শয়তানের ১ নং কাজ হলো মানুষকে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে রাখা।

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

যখন কুরআন পাঠ করবে তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে।

(সুরা আন নাহল/১৬ : ৯৮)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এখানে কুরআন পড়া শুরু করার আগে أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ পড়ার মাধ্যমে শয়তানের ধোঁকাবাজি থেকে তাঁর কাছে আশ্রয় চাইতে আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু অন্য কাজ যেমন– সালাত, সিয়াম ইত্যাদি শুরু করার আগে তিনি أَعُوذُ بِاللَّهِ পড়তে উপদেশও দেননি। মহান আল্লাহ কি বিনা প্রয়োজনে এটা করেছেন? না, তা অবশ্যই নয়।

আল্লাহ জানেন সালাত, সিয়াম ইত্যাদি থেকে দূরে রাখা শয়তানের কাজ। কিন্তু শয়তানের সবচেয়ে বড়ো কাজ হলো– বিভিন্নভাবে কুরআনের জ্ঞান থেকে মু'মিন বা মানবসভ্যতাকে দূরে রাখা। তাই কুরআন পড়া শুরু করার সময় শয়তান যাতে তাদের ধোঁকা দিতে না পারে সে জন্য ঐ সময় তাঁর কাছে আশ্রয় (সাহায্য) চাইতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। আর এর কারণ হলো, তিনি সাহায্য না করলে মানুষ শয়তানের ধোঁকাবাজির কাছে হেরে

যাবে। অর্থাৎ কুরআনের জ্ঞানার্জন করবে না বা কুরআন পড়েও কুরআনের সঠিক জ্ঞান থেকে দূরে থাকবে।

তাই এ আয়াত থেকে বুঝা যায়– শয়তানের সবচেয়ে বড়ো বা ১ নং কাজ হলো মানুষকে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে রাখা।

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ۚ

নিশ্চয় যিনি তোমার জন্য কুরআনকে ফরজ (অবশ্যপালনীয়) করেছেন তিনি অবশ্যই তোমাকে প্রত্যাবর্তন স্থলে ফিরিয়ে আনবেন।

(সুরা আল কাসাস/২৮ : ৮৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে কুরআনের জ্ঞানার্জন করাকে ফরজ বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

....

রমযান (হলো সে) মাস, যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। (কুরআন) সকল মানবজাতির জন্য একটি পথনির্দেশিকা (Manual), পথনির্দেশিকার মধ্যে এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত এবং **সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী**।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৮৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়, কুরআন হলো সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। অর্থাৎ কুরআনের বিপরীত বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিক্‌হ, ফাজায়েলে আমল, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি যাই হোক না কেন।

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.

আমরা যাদের কিতাব দিয়েছি (তাদের মধ্যে) যারা তা তিলাওয়াতের হক আদায় করে তা তিলাওয়াত করে তারাই শুধু তাতে ঈমান রাখে। আর যারা তা অমান্য করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১২১)

ব্যাখা : কুরআন হলো আল্লাহর কিতাব। তাই আয়াতটিতে বলা হয়েছে–

- যে ‘হক’ আদায়সহ কুরআন পড়ে সে কুরআনে বিশ্বাস করে।
- যে ‘হক’ আদায় করে কুরআন পড়ে না সে ক্ষতিগ্রস্থ।

এ ক্ষতির মাত্রা নির্ধারিত হবে ব্যক্তির ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টার মাত্রার ওপর ভিত্তি করে। অর্থাৎ–

- সমান গুরুত্বের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ অমান্য করলে কোনো গুনাহ হবে না।
- ইচ্ছাকৃত বা খুশি মনে করলে কুফরীর গুনাহ হবে।

যেকোনো ব্যাবহারিক (Applied) গ্রন্থ পড়ার প্রধান ৪টি হক হলো–

১. সঠিক পঠন পদ্ধতিতে পড়া।
২. অর্থ বুঝা।
৩. আমল (কাজ) করা।
৪. অন্যকে জানানো (দাওয়াত দেওয়া)।

এ চারটি হকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণটি হলো অর্থ বুঝা। কারণ অর্থ ঠিক রাখার জন্যই সঠিক পঠন পদ্ধতিতে পড়তে হয়। আর অর্থ না বুঝলে পঠিত বিষয় অনুযায়ী আমল করা বা তার দাওয়াত দেওয়া কখনই সম্ভব নয়।

তাই পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাবহারিক গ্রন্থ কুরআন পড়ারও প্রধান ৪টি 'হক' হবে–

১. সঠিক পঠন পদ্ধতিতে পড়া।
২. অর্থ বুঝা।
৩. আমল করা।
৪. অন্যকে জানানো (দাওয়াত দেওয়া)।

আর কুরআন তিলাওয়াতের এ ৪টি হকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণটি হলো অর্থ বুঝা। তাই এ আয়াতের আলোকে ইচ্ছাকৃত এ ৪টি হকের একটিও অমান্য করা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ। আর ৪টির মধ্যে ইচ্ছাকৃত না বুঝে কুরআন পড়া অধিকতর বড়ো গুনাহ।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ ......

হে যারা ঈমান এনেছ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা যা বলো তা বুঝতে পারো. . . . .

(সুরা আন নিসা/৪ : ৪৩)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে নেশাগ্রস্তদের সামনে রেখে সালাতের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিধান জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিধানটি হলো– সালাতে দাঁড়িয়ে কী পড়া বা বলা হচ্ছে তা বোঝা। সালাতের যে বিধান পালনে নেশাগ্রস্ত তথা

অসুস্থ ব্যক্তিদের ছাড় নেই সে বিধান পালনে সুস্থ ব্যক্তিদের অবশ্যই ছাড় থাকবে না।

একজন সালাত আদায়কারী সালাতে দাঁড়িয়ে যা পড়ছেন, তা বুঝতে পারার ৩টি অর্থ হতে পারে–

১. কবিতা পড়া হচ্ছে না কুরআন পড়া হচ্ছে তা বুঝতে পারা।
২. সঠিক না ভুল পঠন পদ্ধতিতে পড়া হচ্ছে তা বুঝতে পারা।
৩. যা পড়া হচ্ছে তার অর্থ বুঝতে পারা।

অবাক বিস্ময় হলো– প্রথম দুটো, সুস্থ-অসুস্থ সকলের জন্য প্রযোজ্য সালাতের বিধান তা সকলে মানেন। কিন্তু সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ৩ নং বিধানটি (সালাতে যা পড়া হচ্ছে তার অর্থ বুঝা) সালাতের বিধান হিসেবে বর্তমান মুসলিম বিশ্বে চালু নেই। আর এটার প্রমাণ হলো– অধিকাংশ মুসলিম সালাতে যা পড়েন বা শোনেন তার অর্থ জানেন না এবং তা যে জানা দরকার তাও তারা মনে করেন না।

বিধানটি সালাতে থাকার কারণ–

এ বিধানটি না থাকলে সালাতে কুরআন, তাসবীহ ও দোয়া পড়ানোর পেছনে থাকা আল্লাহর উদ্দেশ্যটি ব্যর্থ হয়ে যায়। আল্লাহর সে উদ্দেশ্য হলো–

১. কুরআন পড়ানোর মাধ্যমে শয়তানের এক নম্বর কাজকে ব্যর্থ করে দেওয়া। শয়তানের ১ নং কাজ হলো– মানুষকে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে রাখা। সালাতে বারবার কুরআন পড়ানো তথা রিভিশন দেওয়ায় মাধ্যমে আল্লাহ চেয়েছেন মুসলিমরা যেন কুরআন তথা ইসলামের কোনো প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়, অধিকাংশ দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক বিষয় এবং কিছু অমৌলিক বিষয় কোনোভাবেই ভুলে যেতে না পারে।
২. তাসবীহ ও দোয়া পড়ানোর মাধ্যমে আল্লাহ নিজের সামনে দাঁড় করিয়ে সালাত আদায়কারীর মুখ দিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা স্বীকার করিয়ে নেন। যেন সালাত আদায়কারী সে স্বীকারোক্তি অনুযায়ী সালাতের বাইরেও চলতে পারে।

সম্মিলিত শিক্ষা

এ ধরনের আরও আয়াত আল কুরআনে আছে। এ ধরনের আয়াত থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে–

১. মু'মিনের ১নং সবচেয়ে বড়ো ফরজ কাজ হলো কুরআনের জ্ঞানার্জন করা।

২. শয়তানের ১নং সবচেয়ে বড়ো কাজ হলো মানুষকে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে রাখা।
৩. সালাতে কুরআন অর্থ বুঝে তিলাওয়াত করতে হবে।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'মু'মিনের এক নম্বর কাজ ও শয়তানের এক নম্বর কাজ'** (গবেষণা সিরিজ-৪) এবং **'ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সাওয়াব'** (গবেষণা সিরিজ-৭) নামক বই দুটিতে।

সালাত আদায়কারী যদি ওপরে উল্লিখিত মু'মিন ও শয়তানের ১নং কাজের সুনির্দিষ্ট তথ্য ধারণকারী যেকোনো ১টি বড়ো বা বা ৩টি ছোটো আয়াত সুরা ফাতিহার পর দিনে ৫ বার অর্থ বুঝে মুখস্ত পড়ে তথা রিভিশন দেয় তবে তার মু'মিন ও শয়তানের ১নং কাজ কী তা সুনির্দিষ্টভাবে স্মরণে থাকবে। আর সালাতের বাইরে গিয়ে ঐ জ্ঞান অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করে সে দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে পারবে।

আল কুরআনের মানবজীবনের সকল মৌলিক বিষয় থাকা এবং মু'মিনকে পুরো কুরআনের জ্ঞানার্জন ও আমল করার সুনির্দিষ্ট তথ্য ধারণকারী আয়াত–

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ.

আর আমরা তোমার প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছি (তাতে রয়েছে) সকল বিষয়ের স্পষ্ট বিবরণ। (সুরা আন নাহল/১৬ : ৮৯)

... ... مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ... ...

... ... আমরা কিতাবে (আল কুরআনে) কোনো কিছু (উল্লেখ করতে) বাদ রাখিনি... ... ...

(সুরা আল আন'আম/৬ : ৩৮)

সম্মিলিত শিক্ষা : আয়াত দুটির মাধ্যমে ইতিবাচক ও নেতিবাচকভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে কুরআনে মানবজীবনের সকল মৌলিক বিষয় উল্লিখিত আছে।

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ. اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ۫ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ.

তাহলে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশের ওপর ঈমান (জ্ঞান+বিশ্বাস) আনছো এবং অন্য অংশকে অস্বীকার করছ? অতঃপর তোমাদের মধ্যে যারা এ ধরনের কাজ করে তাদের প্রতিদান দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই হবে না। আর কিয়ামতের দিন তাদের সবচেয়ে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ উদাসীন (গুরুত্ব কম দেওয়া সত্তা) নন। ওরাই তারা যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন কিনে নিয়েছে। তাই তাদের শাস্তি কমানো হবে না এবং তাদের কোনো সাহায্যও করা হবে না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৮৫, ৮৬)

ব্যাখ্যা : আয়াত দুটির মাধ্যমে জানা যায়– কুরআনের একটি বিষয়েও ঈমান না আনলে ব্যক্তির জীবন শতভাগ ব্যর্থ হবে। ঈমান হলো– জ্ঞান+বিশ্বাস। তাই আয়াত দুটির বক্তব্য হলো কুরআনের একটি বিষয়ও না জানলে ও বিশ্বাস না করলে ব্যক্তির জীবন শতভাগ ব্যর্থ হবে।

আয়াতটির ভিত্তিতে তাই সহজে বলা যায়–

ক. কুরআনের প্রতিটি মূল বিষয় মৌলিক।

খ. প্রত্যেক মু'মিনকে পুরো কুরআনের জ্ঞানার্জন করতে হবে। অর্থাৎ পুরো ইসলামী দর্শন জানতে হবে।

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ ط
وَأَمْلَىٰ لَهُمْ. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ۖ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ.

নিশ্চয় যারা নিজেদের কাছে সৎপথ স্পষ্ট হবার পর তা থেকে তাদের পেছনের দিকে ফিরে যায়, শয়তান তাদের প্ররোচিত করেছে এবং তাদের কাছে মিথ্যা আশা-আশাবাদকে প্রলম্বিত করেছে। এটা এজন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা যারা অপছন্দ করে তাদেরকে তারা বলে– আমরা কিছু বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব। আর আল্লাহ তাদের গোপন ষড়যন্ত্র অবগত আছেন। তখন কেমন হবে যখন ফেরেশতারা তাদের মুখমণ্ডল ও পিঠে আঘাত করতে করতে মৃত্যু ঘটাবে? এটা এজন্য যে, তারা তার অনুসরণ করে যা আল্লাহর অসন্তোষ জন্মায় এবং তার সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে, এ জন্য তিনি তাদের সকল আমল নিষ্ফল করে দেবেন।

(সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৫-২৮)

ব্যাখ্যা : আয়াতগুলোর মূল শিক্ষা হলো কুরআনের কিছু অনুসরণ করা আর কিছু অনুসরণ না করার পরিণতির শিক্ষা। আয়াতগুলোতে এ ধরনের আচরণ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা হলো-

১. ঐ ধরনের আচরণের জন্য শয়তান তাদের সামনে মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষার ধারা প্রশস্ত করে দিয়েছে। অর্থাৎ শয়তান তাদের ধারণা দিয়েছে– ঐ রকম আচরণ করলেও তারা সফলকাম হবে এবং ইহকাল ও পরকাল সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবে।
২. ঐ ধরনের আচরণের জন্য মৃত্যুকালে ফেরেশতারা মুখে ও পিঠে আঘাত করে জর্জরিত করবে।
৩. ঐ আচরণের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে পছন্দ করা এবং সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করা।
৪. ঐ রকম আচরণের জন্য তাদের সকল আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে।

আয়াতটি থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়–

ক. কুরআনের প্রতিটি আমল (কাজ) ইসলামের মৌলিক আমল। ভিন্ন শুধু তাহাজ্জুদ সালাত। এটি রসুল স.-এর জন্য অতিরিক্ত ফরজ ছিল। সাধারণ মানুষের জন্য নফল।
খ. প্রত্যেক মু'মিনকে কুরআনে উল্লিখিত প্রতিটি আমল পালন করা বাধ্যতামূলক।

সালাতের পঠিত বিষয়ের মধ্যে শুধু কুরআন তিলাওয়াত করা ফরজ (বাধ্যতামূলক)। আবার ফরজ সালাতের প্রথম দুই রাকায়াতে সুরা ফাতিহার পর অন্য যেকোনো সুরার ১টি বড়ো বা ৩টি ছোটো আয়াত বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে হয়। অর্থাৎ প্রতিদিন সুরা ফাতিহার পর কমপক্ষে ১০টি থেকে ৩০টি কুরআনের আয়াত বাধ্যতামূলকভাবে মুখস্ত পড়তে হয়।

সুরা ফাতিহার ৭টি আয়াত বাদ দিলে মোট আয়াত সংখ্যা ৬২২৯ বা কিছু কম-বেশি। আর মূল মুহকামাত আয়াতের (মা আয়াত) সংখ্যা প্রায় ৫০০টি।

তাই সহজে বোঝা যায়– মহান আল্লাহ সালাতে কুরআন মুখস্ত তিলাওয়াত বাধ্যতামূলক করার মাধ্যমে প্রকৃতভাবে চেয়েছেন মুসলিমরা যেন রিভিশন দেওয়ার মাধ্যমে পুরো কুরআন তথা মানবজীবনের সকল মৌলিক বিষয় সর্বক্ষণ স্মরণে রাখতে পারে।

আর বিভিন্ন ধরনের মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ কুরআন তথা মানবজীবনের সকল মৌলিক বিষয় সর্বক্ষণ স্মরণে রাখতে পারা নিম্নোক্তভাবে সম্ভব হতে পারে–

১. আরবী ভাষায় দক্ষ কুরআনের হাফিজগণের সালাতে রিভিশন দিয়ে সম্পূর্ণ কুরআনের বক্তব্য স্মরণে রাখা সম্ভব হবে।
২. আরবী ভাষায় দক্ষ তবে কুরআনের হাফিজ নন ব্যক্তিগণের সালাতে রিভিশন দিয়ে তার মুখস্ত থাকা আয়াতসমূহ স্মরণে রাখা সম্ভব হবে। আর সালাতের বাইরে আরবী কুরআন বার বার খতম দিয়ে পুরো কুরআনের বক্তব্য (ইসলামী দর্শন) স্মরণে রাখা তার পক্ষে সম্ভব হবে।
৩. আরবী ভাষায় দক্ষতা না থাকা ব্যক্তিগণের সালাতে রিভিশন দিয়ে তাদের মুখস্ত থাকা আয়াতগুলো স্মরণে রাখা সম্ভব হবে। আর সালাতের বাইরে কুরআনের মাতৃভাষার অনুবাদ বার বার খতম দিয়ে পুরো কুরআনের বক্তব্য (ইসলামী দর্শন) স্মরণে রাখা সম্ভব হবে ।

ব্যাবহারিক উপায়

একজন মু'মিনকে পুরো কুরআন (পুরো ইসলামী দর্শন) তথা মানবজীবনের মৌলিক সকল বিষয় স্মরণে রাখতে হবে বিষয়টি ব্যাবহারিক উপায়ে সালাত থেকে শেখানো হয়েছে এভাবে—

১. সুরা ফতিহা সালাতের প্রতি রাকায়াতে পড়া ও কুরআনের উদ্বোধনী সুরা করা। সুরা ফতিহা সালাতের প্রতি রাকায়াতে, অন্য সুরার আয়াত পড়ার আগে পড়া বাধ্যতামূলক। আবার সুরাটি কুরআনের নাযিল হওয়া প্রথম সুরা না হওয়া সত্ত্বেও কুরআনের উদ্বোধনী বা প্রথম সুরা করা হয়েছে। এর কারণ হলো— সুরা ফতিহায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আছে। তার একটি হলো পুরো কুরআনের জ্ঞানার্জন করার তাগিদ। বিষয়টি সুরা ফাতিহার তাফসীর (পরে আসছে) থেকে জানা যাবে।
২. সালাতে শারীরিক ভাষার (Body language) অনুষ্ঠান বার বার করার মাধ্যমে ব্যাবহারিকভাবে রিভিশন দিয়ে তাত্ত্বিকভাবে স্মরণে রাখা কুরআনের (প্রধান) শিক্ষাসমূহ বোঝা ও স্মরণে রাখা সহজতর করা হয়েছে। কীভাবে এটি করা হয়েছে তা পরের আলোচনাসমূহ থেকে স্পষ্টভাবে জানা যাবে।

♣♣ বর্তমান বিশ্বের অতি অল্প সংখ্যক সালাত আদায়কারীর কুরআনের গ্রহণযোগ্য পরিমাণ বক্তব্য জানা ও স্মরণ আছে এবং জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কুরআনের বক্তব্য অনুসরণ করে চলে। অর্থাৎ এ দৃষ্টিকোণ থেকে তারা সালাত পড়ছেন। সালাত কায়েম (প্রতিষ্ঠা) করছেন না। তাই তাদের সালাত কবুল হচ্ছে কি না তা অবশ্যই এক বিরাট প্রশ্ন।

২. আল্লাহর আদেশ ও রসুল স.-এর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করার বিষয়টি স্মরণে রাখার ব্যবস্থা যে উপায়ে করা হয়েছে

একজন মুসলিমের জীবনের প্রতিটি কাজ করতে হবে আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশিত এবং রসুল স.-এর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে। আল্লাহর আদেশ মানার মানসিকতা তৈরি না হলে এটি সম্ভব নয়। তাই জীবনের প্রতিটি কাজ আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশিত ও রসুল স.-এর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে চলার মন-মানসিকতা সালাতের তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্মরণ রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে নিম্নোক্ত উপায়ে–

তাত্ত্বিক উপায়

'মু'মিনকে জীবনের প্রতিটি কাজ আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশিত ও রসুল স.-এর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে পালন করতে হবে' তথ্যটি কুরআনের বহু আয়াতে বিভিন্নভাবে উল্লিখিত আছে। সে আয়াতের কয়েকটি নিম্নরূপ–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ.

হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ ও তার রসুলের আনুগত্য করো এবং শোনার পর তোমরা তা (আদেশ) থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না।

(সুরা আল আনফাল/৮ : ২০)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রসুলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্বশীল। অতঃপর কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা ফিরিয়ে দাও আল্লাহ (কুরআন) ও রসুলের (সুন্নাহর) দিকে। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে থাকো। এটাই সর্বোত্তম ও পরিণামে সর্বোৎকৃষ্ট।

(সুরা আন নিসা/৪ : ৫৯)

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ.

বলো, আল্লাহ ও রসুলের অনুগত হও। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে (জেনে রেখো) আল্লাহ অমান্যকারীদের পছন্দ করেন না।

(সুরা আলে ইমরান/৩ : ৩২)

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ .

আর তোমরা আল্লাহ ও রসুলের আনুগত্য করো, আশা করা যায় তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে।

(সুরা আলে ইমরান/৩ : ১৩২)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : আয়াতসমূহের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশিত এবং রসুল স.-এর প্রদর্শিত পথে মানুষকে জীবন পরিচালনার আদেশ করা হয়েছে।

এ ধরনের বক্তব্য ধারণকারী অনেক আয়াত কুরআনে আছে। সালাত আদায়কারী যদি এ চারটি বা এ ধরনের বক্তব্য ধারণকারী ১টি বড়ো বা ৩টি ছোটো আয়াত সুরা ফাতিহার পর পড়ে তাহলে জীবনের প্রতিটি কাজ আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশিত এবং রসুল স.-এর প্রদর্শিত পথে পালন করার বিষয়টি রিভিশন দেওয়ার মাধ্যমে তাত্ত্বিকভাবে তার স্মরণে থাকবে।

ব্যাবহারিক উপায়

সালাতে আল্লাহর নির্দেশিত এবং রসুল স.-এর প্রদর্শিত একটি বিধান হলো রুকু আগে এবং সিজদা পরে করা। কোনো সালাত আদায়কারী যদি সিজদা আগে এবং রুকু পরে করে তাহলে তার সালাত আদায় বা কবুল হবে না। আর এ অনুষ্ঠান মুসলিমদের প্রতিদিন ৫ বার করতে হয়।

তাই সহজে বলা যায়– সালাতে নানা ধরনের শারীরিক ভাষার (Body language) অনুষ্ঠান বার বার পালন করার মাধ্যমে ব্যাবহারিকভাবে রিভিশন দিয়ে সালাত আদায়কারীদের জন্য তাত্ত্বিকভাবে স্মরণে রাখা আলোচ্য বিষয়টি (জীবনের প্রতিটি কাজ আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশিত এবং রসুল স.-এর প্রদর্শিত পথে পরিচালনার আদেশ) বোঝা ও স্মরণে রাখা সহজতর করা হয়েছে।

♣♣ বর্তমান বিশ্বের সালাত আদায়কারীদের জীবন পরিচালনা দেখলে সহজে বোঝা যায়– তাদের অধিকাংশই সালাত থেকে এ অতীব গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাটি নিচ্ছে না এবং বাস্তবে প্রয়োগ করছে না। অর্থাৎ তারা সালাত পড়ছেন কিন্তু কায়েম করছেন না। তাই তাদের সালাত কবুল হওয়ার বিষয়ে এক বিরাট প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।

৩. রসুল স.-কে কুরআনের আল্লাহর নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারী হিসেবে আনুগত্য করার বিষয়টি স্মরণে রাখার ব্যবস্থা যে উপায়ে করা হয়েছে

সালাত থেকে রসুল স.-কে আল্লাহর নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী হিসেবে আনুগত্য করার বিষয়টি তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্মরণ রাখার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে নিম্নোক্ত উপায়ে–

তাত্ত্বিক উপায়

রসুল স.-কে কুরআনের আল্লাহর নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারী হিসেবে আনুগত্য করার আদেশ সম্বলিত কয়েকটি আয়াত–

...... وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ .

... ... আর তোমার প্রতি যিক্‌র (আল কুরআন) অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারো যা কিছু তাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তারাও যেন চিন্তা-গবেষণা করে।

(সুরা আন নাহল/১৬ : ৪৪)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায়– মুহাম্মাদ স.-কে কথা ও কাজের মাধ্যমে কুরআন মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আয়াতটিকে মুহাম্মাদ স.-কে কুরআনের ব্যাখ্যাকারী হিসেবে মহান আল্লাহর পাঠানো নিয়োগপত্রও বলা যায়।

ব্যাখ্যা কখনো মূল বক্তব্যের বিপরীত হয় না। সম্পূরক, পরিপূরক বা অতিরিক্ত হয়। তাই আয়াটির ভিত্তিতে এটিও বলা যায় যে– রসুল স. কখনো কুরআনের বিপরীত কথা (সুন্নাহ/সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) বলেননি। তাঁর হাদীস হবে কুরআনের সম্পূরক, পরিপূরক বা অতিরিক্ত।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ....

আমরা কোনো রসুল প্রেরণ করিনি যাকে আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) অনুমতি ছাড়া আনুগত্য করা হবে।... ... ...

(সুরা আন নিসা/৪ : ৬৪)

ব্যাখ্যা : আল্লাহর অতাৎক্ষণিক অনুমতি হলো আল্লাহর তৈরি করে রাখা প্রোগ্রামের মাধ্যমে পাওয়া অনুমতি। তাই আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– আল্লাহর তৈরি করে রাখা প্রোগ্রাম অনুসরণ করা ছাড়া রসুল স.-এর আনুগত্য করা নিষেধ।

আল্লাহর ঐ প্রোগ্রামে থাকা প্রধান চারটি বিষয় হলো–

ক. রসুলুল্লাহ স.-কে আল্লাহর নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী হিসেবে আনুগত্য করতে হবে।

খ. রসুলুল্লাহ স.-এর কথা, কাজ বা অনুমোদন সরাসরি তাঁর কাছ থেকে শুনলে বা দেখলে তা অনুসরণ করতে হবে।

গ. রসুলুল্লাহ স.-এর কথা, কাজ বা অনুমোদন অন্য কারো কাছ থেকে শুনলে বা দেখলে বিষয়টি সত্যই রসুলুল্লাহ স.-এর কথা, কাজ বা অনুমোদন কি না সেটি প্রথমে নিশ্চিত হতে হবে। তারপর তা অনুসরণ করতে হবে।

ঘ. কুরআনের বিপরীত কথা রসুলুল্লাহ স.-এর বলার অধিকার নেই। তাই কুরআনের বিপরীত কথা, কাজ বা অনুমোদন রসুলুল্লাহ স.-এর হাদীস হিসেবে গ্রহণ ও অনুসরণ করা নিষেধ।

.... وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا.

আর যে আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে অমান্য করে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

(সুরা আল জ্বিন/৭২ : ২৩)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– যে ব্যক্তি রসুল স.-কে কুরআনের ব্যাখ্যাকারী হিসেবে গ্রহণ এবং তাঁর কথা, কাজ ও অনুমোদন (সুন্নাহ/সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) অনুসরণ করাকে অমান্য করবে তাকে চিরকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ج

যে রসুলের আনুগত্য করল সে আল্লাহরই আনুগত্য করল।

(সুরা আন নিসা/৪ : ৮০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে জানা যায়– রসুল স.-কে অনুগত্য/অনুসরণ করা আল্লাহ তা'য়ালাকে তথা কুরআনকে অনুসরণ করার সমান। আর এর কারণ হলো রসুলুল্লাহ স.-কে–

১. কুরআনের ব্যাখ্যাকারী হিসেবে আল্লাহই নিয়োগ দিয়েছেন।
২. তিনি ওহী ভিন্ন কথা, কাজ ও অনুমোদন করতেন না।
৩. তাঁর কুরআনের বিপরীত কথা, কাজ ও অনুমোদন করার অধিকার ছিল না।

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.

আর সে যদি আমার বিষয়ে কোনো কথা বানিয়ে বলতো। অবশ্যই আমরা তাকে ডান হাতে (শক্ত করে) ধরে ফেলতাম। অতঃপর অবশ্যই আমরা তার জীবন-ধমনী কেটে দিতাম। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউই নেই যে তা থেকে আমাকে বিরত করতে পারতে।

(সুরা আল হাক্কাহ/৬৯ : ৪৪-৪৭)

ব্যাখ্যা : আয়াতগুলো থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়– আল্লাহ তথা কুরআনের বিপরীত কোনো কথা বলার অধিকার রসুল স.-এরও ছিল না। কুরআনের বিপরীত কোনো কথা বলার সাথে সাথে তাঁকে হত্যা করা হতো।

এ ধরনের বক্তব্য ধারণকারী আরও আয়াত কুরআনে আছে। সালাত আদায়কারী যদি এ আয়াতগুলো বা এ ধরনের বক্তব্য ধারণকারী ১টি বড়ো বা ৩টি ছোটো মুখস্ত থাকা আয়াত তিলাওয়াত করে তবে রসুল স.-কে কুরআনের আল্লাহর নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারী হিসেবে আনুগত্য করার ফরজ বিষয়টি তার স্মরণে থাকবে।

ব্যাবহারিক উপায়

কুরআনে সালাত কায়েম করা বিষয়টি বলতে কী বুঝায় সে বিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্য ধারণকারী অনেক আয়াত আছে। কিন্তু সালাতের অনুষ্ঠান কীভাবে করতে হবে তা বিস্তারিতভাবে বলা নেই। যেমন– সালাতে রুকু ও সিজদা করতে হবে তা বলা আছে। কিন্তু রুকু ও সিজদা কীভাবে করতে হবে তা বলা নেই। রসুল স. বাস্তবে পালন করে (ব্যাখ্যা করে) এটি মানুষকে শিখিয়ে দিয়েছেন। রসুল স.-এর শেখানো ধরন ছাড়া অন্য ধরনে রুকু ও সিজদা করলে সালাত কবুল হবে না।

একজন মুসলিমকে দিনে ৫ বার সালাত আদায় করতে হয়। তাই সহজে বলা যায়– সালাতে নানা ধরনের শারীরিক ভাষার (Body language) অনুষ্ঠান বার বার পালন করার মাধ্যমে ব্যাবহারিকভাবে রিভিশন দিয়ে সালাত আদায়কারীকে তাত্ত্বিকভাবে আলোচ্য বিষয়টি (রসুল স.-কে কুরআনের আল্লাহর নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারী হিসেবে আনুগত্য করা) বুঝা ও স্মরণ রাখাকে সহজতর করা হয়েছে।

♣♣ বর্তমান বিশ্বের সালাত আদায়কারীদের জীবন পরিচালনা দেখলে সহজে বোঝা যায়– তাদের অধিকাংশই এমন সব বিষয়কে রসুল স.-এর হাদীস হিসেবে মেনে নিয়েছেন যা কুরআনের স্পষ্ট বিপরীত। তাই অবশ্যই তাদের রসুল স.-কে কুরআনের ব্যাখ্যাকারী হিসেবে আনুগত্য করা হচ্ছে না। কারণ,

ব্যাখ্যা কখনো মূল বক্তব্যের বিপরীত হয় না। অর্থাৎ তারা সালাত পড়ছেন কিন্তু কায়েম করছেন না। তাই তাদের সালাত কবুল হওয়ার বিষয়ে এক বিরাট প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।

অন্যদিকে বর্তমানে আহলুল কুরআন নামে এক দলের আবির্ভাব হয়েছে যারা কুরআন মানে কিন্তু সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) মানে না। অর্থাৎ তারা রসুল স.-কে কুরআনের ব্যাখ্যাকারী হিসেবে মানে না। তারা আসলে কুরআনই মানে না।

৪. সাওয়াব ও গুনাহ মাপের পদ্ধতি স্মরণে রাখার ব্যবস্থা যে উপায়ে করা হয়েছে

সাওয়াব ও গুনাহ মাপের পদ্ধতি সালাতের তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্মরণ রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে নিম্নোক্ত উপায়ে–

তাত্ত্বিক উপায়

সাওয়াব ও গুনাহ মাপের পদ্ধতির তথ্য ধারণকারী অনেক আয়াত আল কুরআনে আছে। কয়েকটি আয়াত নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ ط وَأَمْلَىٰ لَهُمْ. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ.

নিশ্চয় যারা নিজেদের কাছে সৎপথ স্পষ্ট হবার পর তা থেকে পেছনের দিকে ফিরে যায়, শয়তান তাদের প্ররোচিত করেছে এবং তাদের কাছে মিথ্যা আশাবাদকে প্রলম্বিত করেছে। এটা এজন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা যারা অপছন্দ করে তাদেরকে তারা বলে– আমরা কিছু বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব। আর আল্লাহ তাদের গোপন ষড়যন্ত্র অবগত আছেন। তখন কেমন হবে যখন ফেরেশতারা তাদের মুখমণ্ডল ও পিঠে আঘাত করতে করতে মৃত্যু ঘটাবে? এটা এজন্য যে, তারা তার অনুসরণ করে যা আল্লাহর অসন্তোষ জন্মায় এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে। এজন্য তিনি তাদের সকল আমল নিষ্ফল করে দেবেন।

(সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৫-২৮)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'নিশ্চয় যারা নিজেদের কাছে সৎপথ স্পষ্ট হবার পর তা থেকে পেছনের দিকে ফিরে যায়, শয়তান তাদের প্ররোচিত করেছে এবং তাদের কাছে মিথ্যা আশাবাদকে প্রলম্বিত করেছে' অংশের ব্যাখ্যা– ২৫ নং আয়াতের এ বক্তব্যের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে জীবন পরিচালনা পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাওয়ার পর যারা তা থেকে পেছনের দিকে ফিরে যায় তারা শয়তানের নানা ধরনের ধোঁকা বা তথ্যসন্ত্রাসে পড়ে কাজটি করে।

'এটা এজন্য যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা যারা অপছন্দ করে তাদেরকে তারা বলে, আমরা কিছু বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব' অংশের ব্যাখ্যা– ২৬ নং আয়াতের এ অংশের মাধ্যমে ২৫ নং আয়াতে উল্লিখিত ব্যক্তিদের ফিরে যাওয়া বলতে তিনি কী বুঝিয়েছেন তা বলে দেওয়া হয়েছে। সেটি হলো, কিছু ব্যাপারে কুরআনকে অনুসরণ করা আর কিছু ব্যাপারে শয়তানের বন্ধুদের (গায়রুল্লাহ) কথা অনুসরণ করা। অর্থাৎ আল কুরআনের কিছু অনুসরণ করা ও কিছু অনুসরণ না করা।

'তখন কেমন হবে যখন ফেরেশতা তাদের মুখমণ্ডল ও পিঠে আঘাত করতে করতে মৃত্যু ঘটাবে?' অংশের ব্যাখ্যা– ২৭ নং আয়াতের এ বক্তব্যের মাধ্যমে যারা আল কুরআনের কিছু অনুসরণ করবে ও কিছু অনুসরণ করবে না তাদের মৃত্যুর সময়ে কী ঘটবে তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

'এটা এজন্য যে, তারা সেটি অনুসরণ করে যা আল্লাহর অসন্তোষ জন্মায় এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে' অংশের ব্যাখ্যা– ২৮ নং আয়াতের এ অংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আল কুরআনের কিছু অনুসরণ না করা ও কিছু অনুসরণ করার অর্থ হলো–

১. আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে পছন্দ করা।
২. সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করা।

'এজন্য তিনি তাদের সকল আমল নিষ্ফল করে দেবেন' অংশের ব্যাখ্যা– এ বক্তব্যে মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যারা আল কুরআনের কিছু অনুসরণ করবে ও কিছু অনুসরণ করবে না তাদের সকল নেক আমল (ভালো কাজ) নিষ্ফল/শূন্য/ব্যর্থ হয়ে যাবে। এখান থেকে জানা যায়– কুরআনের সকল মূল বিষয় মানবজীবনের মৌলিক বিষয়। মৌলিক বিষয় হলো সে বিষয় যার একটিও বাদ গেলে সম্পর্কযুক্ত বিষয়টি শতভাগ ব্যর্থ হয়।

তাহলে এ আয়াতসমূহ থেকে জানা যায়– কুরআন তথা ইসলামের একটিও মৌলিক বিষয় অমান্য করলে তথা একটিও মৌলিক (কবীরা) গুনাহ করলে ব্যক্তির সকল নেক আমলের মাপের যোগফল শূন্য হবে। অর্থাৎ আমল/সাওয়াব মাপা হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে। ভরের ভিত্তিতে নয়। কারণ– গুরুত্বে ভিত্তিতে মাপলেই শুধু একটি মৌলিক ভুলের (কবীরা গুনাহ) জন্য সকল সঠিক কাজ (নেকী) শূন্য হয়ে যায়। ভরের ভিত্তিতে মাপা হলে নেকী থাকলে তা কোনোভাবে শূন্য হবে না।

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ .

তুমি কি তাকে দেখেছ যে ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে (কাজের মাধ্যমে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করে? এ তো সেই লোক যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়।

(সুরা আল মাউন/১০৭ : ১, ২)

ব্যাখ্যা : ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেওয়া একটি কবীরা (মৌলিক) গুনাহ। ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে কথা বা কাজের মাধ্যমে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা ব্যক্তির জীবন শতভাগ ব্যর্থ। তাই এ আয়াত থেকেও জানা যায়– আমলনামায় একটিমাত্র কবীরা (মৌলিক) গুনাহ থাকলে ব্যক্তির জীবনের সকল নেক আমলের যোগফল শূন্য হয়ে যাবে। আর তাই আয়াত দুটি অনুযায়ী, সাওয়াব ও গুনাহ মাপা হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে।

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ .

নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই সব বধির ও বোবা, যারা Common sense/বিবেককে কাজে লাগায় না।

(সুরা আল আনফাল/৮ : ২২)

ব্যাখ্যা : জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া Common sense-কে সকল কিছু বিশেষ করে ইসলাম জানা ও বোঝার জন্য যথাযথভাবে কাজে লাগানো কুরআন-সুন্নাহ তথা ইসলামের একটি মৌলিক বিষয়। যারা আল্লাহ প্রদত্ত ঐ Common sense-কে যথাযথভাবে কাজে লাগাবে না তাদেরকে আল্লাহ এখানে নিকৃষ্টতম জন্তু হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মানুষ হিসেবে একজন ব্যক্তির পুরো জীবন ব্যর্থ হলেই শুধু তাকে নিকৃষ্টতম পশুর সাথে তুলনা করা যায়।

তাই মহান আল্লাহ এ আয়াতে কারীমার মাধ্যমেও জানিয়ে দিয়েছেন যে– ইসলামে একটি মৌলিক বিষয় অমান্য করলে তথা একটি কবীরা গুনাহ করলে একজন মুমিনের পুরো জীবন ব্যর্থ হবে। অর্থাৎ জীবনের সকল নেক আমলের

মাপের যোগফল শূন্য হয়ে যাবে। তাই এ আয়াত অনুযায়ীও সাওয়াব ও গুনাহ মাপা হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে।

فَمَنۡ ثَقُلَتۡ مَوَازِيۡنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ . وَمَنۡ خَفَّتۡ مَوَازِيۡنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيۡنَ خَسِرُوۡۤا اَنۡفُسَهُمۡ فِيۡ جَهَنَّمَ خٰلِدُوۡنَ .

অতঃপর যাদের নেকী বেশি হবে তারা হবে সফলকাম। আর যাদের নেকী শূন্য হবে তারা নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

(সুরা আল মু'মিনুন/২৩ : ১০২, ১০৩)

ব্যাখ্যা : মু'মিনের আমলনামায় কিছু নেকী অবশ্যই থাকবে। তাই মু'মিনের নেকী শূন্য হওয়া এবং চিরকাল জাহান্নামে থাকার বিষয়টি থেকে জানা যায় আমল মাপা হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে। ভরের ভিত্তিতে নয়।

এ ধরনের বক্তব্য ধারণকারী আরও আয়াত কুরআনে আছে। সালাত আদায়কারী যদি এ আয়াতগুলো বা এ ধরনের বক্তব্য ধারণকারী যেকোনো মুখস্ত থাকা আয়াত সুরা ফাতিহার পর পড়ে তবে সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতিটি রিভিশন দেওয়ার মাধ্যমে তাত্ত্বিকভাবে তার স্মরণে থাকবে।

ব্যাবহারিক উপায়

সালাতে কিয়াম, রুকু, সিজদাসহ মোট ১৩/১৪টি ফরজ বিষয় আছে। কোনো সালাত আদায়কারী যদি ১৩টি ফরজের ১২টি সঠিকভাবে আদায় করে কিন্তু একটিতে ভুল করে তবে তার সালাত সম্পূর্ণ ব্যর্থ ধরা হয়। অন্যদিকে সালাত আদায়কারী যদি সকল ফরজগুলো সঠিকভাবে পালন করে কিন্তু সকল নফল বিষয়ে ভুল করে তবে তার সালাত আদায় হয়ে যাবে কিন্তু তাতে সামান্য কমতি থাকবে। তাই সালাতে উপস্থিত শারীরিক ভাষার (Body language) অনুষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো− পরকালে আমল মাপা হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে।

আদায়কারীকে দিনে ৫ বার বিধানটি মনে রেখে সালাত আদায় করতে হয়। তাই সহজে বলা যায়− সালাতের শারীরিক ভাষার (Body language) অনুষ্ঠানের বিধান (১টি ফরজ বিধান বাদ গেলে বা ভুল হলে সম্পূর্ণ সালাত শূন্য হয়ে যায়) দিনে ৫ বার ব্যাবহারিকভাবে রিভিশন দিয়ে তাত্ত্বিকভাবে পরকালে আমল মাপার পদ্ধতিটি বোঝা ও স্মরণ রাখাকে সহজতর করা হয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র'** (গবেষণা সিরিজ-১৮) নামের বইটিতে।

♣♣ বর্তমান বিশ্বের প্রায় সব সালাত আদায়কারী বিশ্বাস করে যে– সাওয়াব ও গুনাহ মাপা হবে ভরের ভিত্তিতে দাঁড়িপাল্লায়। তাই আমলনামায় থাকা বিন্দু পরিমাণ সওয়াবের পুরস্কার পাওয়া যাবে এবং বিন্দু পরিমাণ গুনাহর জন্য শাস্তি পেতে হবে। অর্থাৎ বর্তমান বিশ্বের প্রায় সব সালাত আদায়কারীগণ সালাত থেকে দেওয়া সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতির শিক্ষাটি গ্রহণ করছেন না। এ দৃষ্টিকোণ থেকেও তারা সালাত পড়ছেন কিন্তু কায়েম করছেন না। তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকেও সালাত কায়েম না করায় তাদের সালাত কবুল হচ্ছে কি না সেটি এক বিরাট প্রশ্ন।

৫. মু'মিনের জাহান্নামে অবস্থানের মেয়াদ স্মরণে রাখার ব্যবস্থা যে উপায়ে করা হয়েছে

এ বিষয়টি তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্মরণ রাখার শিক্ষা সালাত থেকে দেওয়া হয়েছে নিম্নোক্ত উপায়ে–

তাত্ত্বিক উপায়

মু'মিনের জাহান্নামে অবস্থানের মেয়াদ বিষয়ক অনেক আয়াত আল কুরআনে আছে। ঐ আয়াতের কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا.

যদি তোমরা (মু'মিনরা) মুক্ত থাক সে বড়ো গুনাহসমূহ থেকে যা তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে তাহলে আমরা তোমাদের (মধ্যম ও ছোটো) গুনাহসমূহ মাফ করে দেবো এবং তোমাদের সম্মানজনক স্থানে (জান্নাত) প্রবেশ করাবো। (সুরা আন নিসা/৪ : ৩১)

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : আয়াতটির মাধ্যমে জানা যায়– জান্নাত পেতে হলে শিরক ও অন্য কবীরা গুনাহ তাওবার মাধ্যমে মাফ করিয়ে নিয়ে পরকালে যেতে হবে।

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا. قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ ۙ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ ۚ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا.

বলো, নিশ্চয় আমি তোমাদের কোনো ক্ষতি এবং কল্যাণ করার মালিক নই। বলো, আমি নিশ্চিত আল্লাহর (শাস্তি) থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না (যদি আমি তাঁর অবাধ্য হই)। আর আল্লাহ ছাড়া আমি কোনো আশ্রয়ও পাবো না। কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে (কিতাব) পৌঁছে দেওয়া এবং তাঁর রিসালাত (আমার দায়িত্ব)। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে অমান্য করে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

(সুরা আল জ্বিন/৭২ : ২১, ২২, ২৩)

আয়াত ও আয়াতাংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'হে নবী!) বলো, নিশ্চয় আমি তোমাদের কোনো ক্ষতি এবং কল্যাণ করার মালিক নই' অংশের ব্যাখ্যা– ২১ নং আয়াতের এ বক্তব্যের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ তা'য়ালার জানিয়ে দেওয়া বিধান/প্রোগ্রামের বাইরে গিয়ে দুনিয়া ও আখিরাতে কাউকে কোনো ক্ষতি বা কল্যাণ করার ক্ষমতা রসুল মুহাম্মাদ স.-এর নেই।

'বলো, আমি নিশ্চিত আল্লাহর (শাস্তি) থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না (যদি আমি তাঁর অবাধ্য হই)' অংশের ব্যাখ্যা– ২২ নং আয়াতের এ অংশের বক্তব্যের মাধ্যমে নিশ্চিত করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, রসুল স. আল্লাহর অবাধ্য হলে তথা কবীরা গুনাহ করলে আল্লাহর শাস্তি থেকে তাঁকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। তবে তিনি অবশ্যই অবাধ্য হননি।

'কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে (কিতাব) পৌঁছে দেওয়া এবং তাঁর রিসালাত (আমার দায়িত্ব)' অংশের ব্যাখ্যা– ২৩ নং আয়াতের এ অংশের বক্তব্যের মাধ্যমে নিশ্চিত করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, রসুল স.-এর দায়িত্ব হলো–

ক. আল্লাহর কাছ থেকে আসা কুরআন হুবহু মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

খ. কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে কুরআনকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে মানুষেকে বুঝিয়ে দেওয়া।

'আর যে আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে অমান্য করে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে' অংশের ব্যাখ্যা– ২৩ নং আয়াতের এ অংশের বক্তব্যের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে–

১. **রসুল স.–** কুরআন হুবহু মানুষের কাছে পৌঁছানো এবং কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা মানুষেকে বুঝিয়ে দেওয়া সম্পর্কিত আল্লাহর আদেশ অমান্য করলে (কবীরা গুনাহ) চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। তবে অবশ্যই তিনি অবাধ্য হননি।

২. **সাধারণ মানুষ–** কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ সম্পর্কিত আল্লাহর আদেশ অমান্য করলে (কবীরা গুনাহ) চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

সম্মিলিত শিক্ষা : আয়াতগুলো থেকে জানা যায়– রসুল স. হোক বা সাধারণ মানুষ হোক পরকালে যার আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকবে তাকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَاَمْرُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

অথচ আল্লাহ বেচাকেনাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম। অতঃপর যে ব্যক্তির কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ পৌঁছার পর সে বিরত হয়েছে সে আগে যা খেয়েছে তা তারই (বিষয়), তবে তার বিষয়টি আল্লাহর কাছে সমর্পিত। আর যারা (নির্দেশ পাওয়ার পরও) পুনরাবৃত্তি করেছে তারা জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৭৫)

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : সুদ খাওয়া কবীরা গুনাহ। তাই আয়াতটি থেকে জানা যায়– পরকালে যে মু'মিনের আমলনামায় একটিমাত্র কবীরা গুনাহ থাকবে তাকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا.

আর যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মু'মিনকে হত্যা করে তার স্থান হলো জাহান্নাম, সেখানে সে চিরকাল অবস্থান করবে, আর আল্লাহর তার ওপর রাগান্বিত হন, তাকে লানত করেন এবং আর তার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন মহাশাস্তি। (সুরা আন নিসা/৪ : ৯৩)

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা : মানুষ হত্যা করা একটি কবীরা গুনাহ। তাই আয়াতটি থেকে জানা যায়– পরকালে যে মু'মিনের আমলনামায় একটিমাত্র কবীরা গুনাহ থাকবে তাকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

এ ধরনের বহু আয়াত আল কুরআনে আছে। সালাত আদায়কারী যদি এ আয়াতগুলো বা এ ধরনের বক্তব্য ধারণকারী যেকোনো আয়াত সুরা ফাতিহার পর মুখস্ত পড়ে তবে জাহান্নামে অবস্থানের মেয়াদের বিষয়টি রিভিশন দেওয়ার মাধ্যমে তাত্ত্বিকভাবে তার স্মরণে থাকবে।

ব্যাবহারিক উপায়

সালাতের অনুষ্ঠানের বিধান থেকে একটি শিক্ষা হলো– একটি ফরজ (মৌলিক) বিধানে ভুল হলে পুরো সালাত আবার পড়তে হয়। অর্থাৎ পুরো সালাত শূন্য হয়ে যায়। সালাতের অনুষ্ঠানের এ বিধান থেকে সালাত আদায়কারীকে শেখানো হয়েছে– পরকালে আমলনামায় একটিও কবীরা গুনাহ থাকলে আমলনামায় উপস্থিত সকল নেক আমল শূন্য হয়ে যাবে। তাই ব্যক্তিকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে।

আদায়কারীকে দিনে ৫ বার বিধানটি মনে রেখে সালাত আদায় করতে হয়। তাই সহজে বলা যায়– সালাতের শারীরিক ভাষার (Body language) অনুষ্ঠানের বিধান (১টি ফরজ বিধান বাদ গেলে সম্পূর্ণ সালাত শূন্য হয়ে যায়) দিনে ৫ বার ব্যাবহারিকভাবে রিভিশন দিয়ে সালাত আদায়কারীকে তাত্ত্বিকভাবে স্মরণে রাখা জাহান্নামের অবস্থান চিরকাল হওয়ার বিষয়টি বোঝা ও স্মরণ রাখাকে সহজতর করা হয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?'** (গবেষণা সিরিজ-২০) নামের বইটিতে।

♣♣ বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ সালাত আদায়কারী কিছু নেকী (সৎকাজ কাজ) করছে ও কিছু বড়ো গুনাহ (অন্যায় কাজ) করছে। এর মূল কারণ হচ্ছে তারা ও পৃথিবীর প্রায় সকল মুসলিম বিশ্বাস করে যে– মু'মিন জাহান্নামে গেলেও একদিন বের হয়ে এসে চিরকালের জন্য জান্নাত পাবে। তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকেও সালাত কায়েম না করায় তাদের সালাত কবুল হচ্ছে কি না সেটি এক বিরাট প্রশ্ন।

৬. সময় জ্ঞানের গুরুত্ব স্মরণে রাখার ব্যবস্থা যে উপায়ে করা হয়েছে

সালাত থেকে সময় জ্ঞানের শিক্ষা তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিকভাবে দেওয়া হয়েছে নিম্নোক্তভাবে–

তাত্ত্বিক উপায়

সময় জ্ঞানের শিক্ষা বিষয়ক অনেক আয়াত আল কুরআনে আছে। ঐ আয়াতের কয়েকটি হলো–

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ

السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰۤى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ تُبْتُ الْـٰٔنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ ؕ اُولٰٓئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا.

আল্লাহর কাছে তাওবা শুধুমাত্র তাদের জন্য যারা Common sense/আকল ব্যবহারকারী না হওয়ার জন্য গুনাহ করে এবং অনতিবিলম্বে তাওবা করে, বস্তুত এদের তাওবাই আল্লাহ কবুল করেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান। আর তাওবা তাদের জন্য নয় (তাওবা কবুল হবে না) যারা গুনাহের কাজ করে যেতে থাকে যতক্ষণ না মৃত্যু উপস্থিত হয়, (তখন) বলে– আমি এখন তাওবা করছি এবং তাদের জন্যও নয় যাদের মৃত্যু হয় কাফির অবস্থায়। তাদের জন্য আমরা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (জাহান্নামের শাস্তি) প্রস্তুত রেখেছি।

(সুরা আন নিসা/৪ : ১৭, ১৮)

ব্যাখ্যা : তাওবা ইসলামের একটি আমল। এ আয়াত দুটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাওবা কবুল হওয়ার একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। ঐ সময় পার হয়ে গেলে তাওবা নামের অতীব গুরুত্বপূর্ণ আমলটির কোনো কল্যাণ পাওয়া যায় না। এ ধরনের বক্তব্য ধারণকারী আরও আয়াত কুরআনে আছে।

সালাত আদায়কারী যদি এ আয়াতটি বা এ ধরনের বক্তব্য ধারণকারী যেকোনো আয়াত সুরা ফাতিহার পর পড়ে তাহলে জীবনের প্রতিটি কাজ সময়মত পালন করতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে যাওয়ার পর ঐ কাজ করায় কোনো মূল্য পাওয়া যায় না, এ বিষয়টি তাত্ত্বিকভাবে রিভিশন দেওয়ার মাধ্যমে তার স্মরণে থাকবে।

وَالْعَصْرِ.

কালের কসম।

(সুরা আল আসর/১০৩ : ১)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এখানে সময়ের কসম খেয়েছেন। এর মাধ্যমে সময়কে গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টি তিনি জানিয়ে দিয়েছেন।

এ ধরনের আরও আয়াত আল কুরআনে আছে। সালাত আদায়কারী যদি এ আয়াতগুলো বা এ ধরনের বক্তব্য ধারণকারী যেকোনো মুখস্ত থাকা আয়াত সুরা ফাতিহার পর পড়ে তবে রিভিশন দেওয়ার মাধ্যমে তাত্ত্বিকভাবে সময়কে গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টি তার স্মরণে থাকবে।

ব্যাবহারিক উপায়

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদায় করতে হয়। তাই সহজে বলা যায়– সালাতের অনুষ্ঠান পালন করার বিধানের মাধ্যমে ব্যাবহারিকভাবে রিভিশন দিয়ে সালাত আদায়কারীদের তাত্ত্বিকভাবে স্মরণে রাখা আলোচ্য (সময় জ্ঞানের গুরুত্ব) বিষয়টি বোঝা ও স্মরণ রাখাকে সহজতর করা হয়েছে।

♣♣ বর্তমান বিশ্বের সালাত আদায়কারী ব্যক্তিদের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়– তাদের সময় জ্ঞানের দারুণ অভাব। তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকেও তারা সালাত পড়ছেন কিন্তু কায়েম করছেন না। আর তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকেও তাদের সালাত কবুল হচ্ছে কি না সেটি এক বিরাট প্রশ্ন।

৭. পর্দা করার শিক্ষা স্মরণে রাখার ব্যবস্থা যে উপায়ে করা হয়েছে

পর্দা করার শিক্ষা স্মরণে রাখার বিষয়টি তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিকভাবে সালাত থেকে শেখানো হয়েছে নিম্নোক্তভাবে–

তাত্ত্বিক উপায়

পর্দা করা বিষয়ক অনেক আয়াত আল কুরআনে আছে। ঐ আয়াতের কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا ؕ

হে বনী আদম! আমরা তোমাদের জন্য পোশাক (তৈরির সামগ্রী) অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা লজ্জাস্থানকে ঢাকতে পারো এবং (এটি) সৌন্দর্যবর্ধক একটি বিষয়। ... ... (সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২৬)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ.

হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদের, কন্যাদের এবং মু'মিনদের স্ত্রীদের বলো– তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের ওপর ঝুলিয়ে দেয়। এতে তাদেরকে (সৎচরিত্রা মহিলা হিসেবে) চেনা সহজতর হবে। ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না। ... ...

(সুরা আল আহযাব/৩৩ : ৫৯)

এ ধরনের বক্তব্য ধারণকারী আরও আয়াত কুরআনে আছে। সালাত আদায়কারী যদি এ আয়াতটি বা এ ধরনের বক্তব্য ধারণকারী যেকোনো মুখস্ত

আয়াত সুরা ফাতিহার পর পড়ে তাহলে পর্দা করার বিষয়টি তাত্ত্বিকভাবে রিভিশন দেওয়ার মাধ্যমে তার স্মরণে থাকবে।

ব্যাবহারিক উপায়

সালাতের অনুষ্ঠানটি করার সময় সতর ঢাকা (পর্দা করা) বাধ্যতামূলক। তাই সহজে বলা যায়– সালাতে উপস্থিত সতর ঢাকার শারীরিক ভাষার (Body language) অনুষ্ঠান বার বার পালন করার মাধ্যমে ব্যাবহারিকভাবে রিভিশন দিয়ে সালাত আদায়কারীদের তাত্ত্বিকভাবে স্মরণে রাখা আলোচ্য (পর্দা করা) বিষয়টি বুঝা ও স্মরণ রাখাকে সহজতর করা হয়েছে।

♣♣ বর্তমান বিশ্বের মুসলিম নারীদের মধ্যে পর্দার বিষয়টি ভীষণভাবে উপেক্ষিত। তাই যে সকল মুসলিম মহিলা সালাত আদায় করছেন কিন্তু যথাযথভাবে পর্দা করছেন না– পর্দার দৃষ্টিকোণ থেকে তারা সালাত পড়ছেন কিন্তু কায়েম করছেন না। আর তাই তাদের সালাত কবুল হচ্ছে কি হচ্ছে না এটি একটি বড়ো চিন্তার বিষয়।

৮. শরীর-স্বাস্থ্য সুস্থ রাখার বিষয়টি স্মরণে রাখার ব্যবস্থা যে উপায়ে করা হয়েছে

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। তাই শরীর-স্বাস্থ্য সুস্থ থাকা মানুষের দুনিয়ার জীবনের শান্তির জন্য অপরিহার্য। তাই এ বিষয়টি তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিকভাবে সালাত থেকে শেখানো হয়েছে নিম্নোক্তভাবে–

তাত্ত্বিক উপায়

শরীর-স্বাস্থ্য সুস্থ রাখার বিষয়টি বিভিন্ন ধরনের বক্তব্যের মাধ্যমে তাত্ত্বিকভাবে কুরআন জানিয়ে দিয়েছে। কুরআন শুধু রোগ প্রতিরোধ (Preventive) বিষয়ক বিভিন্ন আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও তথ্য উল্লেখ করেছে। আর রোগ নিরাময়মূলক (Curative) চিকিৎসা গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার করে কাজে লাগাতে বলেছে। কুরআনে উল্লেখ থাকা রোগ প্রতিরোধমূলক কয়েকটি আয়াত নিম্নে তুলে ধরা হলো–

مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

(সালাতের আগে ওজু বা গোসল করার নির্দেশ দেওয়ার মাধ্যমে) আল্লাহ তোমাদের কষ্ট দিতে চান না বরং তিনি তোমাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে

চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা শোকর আদায় করো। (সুরা আল মায়িদা/৫ : ৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে বলা হয়েছে– সালাতের আগে ওজু বা গোসলের নির্দেশ দেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে কষ্ট দিতে চান না। বরং এর মাধ্যমে তিনি মানুষকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা দিয়ে অনেক রোগ থেকে মুক্ত থাকার (প্রতিরোধ) পদ্ধতি শেখাতে চান। আর এটির মাধ্যমে তাঁর মানুষের কল্যাণ চাওয়ামূলক অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করতে চান।

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَاءَ سَبِيلًا.

আর ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট পথ। (সুরা বনী ইসরাইল/১৭ : ৩২)

ব্যাখ্যা : ব্যভিচার বিভিন্ন কঠিন রোগ সৃষ্টিকারী বিষয়। যেমন– Hepatitis B,C,D; AIDS, Szphilis, Gonorroea ও অন্যান্য STD রোগ। তাই ব্যভিচার নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে মহান আল্লাহ উল্লিখিত রোগগুলো প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা করেছেন।

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ؕ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۡ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ؕ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۵ قُلِ الْعَفْوَ ؕ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ.

তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলো, এ দুটির মধ্যে রয়েছে অনেক ক্ষতি ও মানুষের জন্য কিছু উপকারিতা এবং তাদের ক্ষতি অনেক বেশি, উপকারিতার চেয়ে। আর তারা তোমাকে আরও জিজ্ঞাসা করে, তারা কী ব্যয় করবে? বলে দাও, (প্রয়োজনের) অতিরিক্ত যা থাকে। এভাবে আল্লাহ আয়াতকে তোমাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরেন যাতে তোমরা গবেষণা করতে পারো। (সুরা আল বাকারা/২ : ২১৯)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি মদ তথা নেশাজাতীয় জিনিস হারাম করার প্রথম স্তরের আয়াত। এখানে মদে অনেক ক্ষতি তথা রোগ ও কিছু উপকারিতা থাকার কথা বলে মদ খাওয়াকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। তৃতীয় স্তরে সুরা মায়িদার ৯০ নং আয়াতের মাধ্যমে মদকে হারাম করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। মদ খেলে লিভার সিরোসিস, অগ্নাশয় প্রদাহ, আলসার, ক্যানসার ইত্যাদি কঠিন রোগ হয়। তাই মদ নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে মহান আল্লাহ উল্লিখিত কঠিন রোগসমূহ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেছেন।

আয়াতটির শেষে আল্লাহ মদ সম্পর্কিত তাঁর জানানো তথ্য নিয়ে গবেষণা করতে বলার মাধ্যমে মদ খেলে কী কী রোগ হয় এবং তার নিরাময়মূলক চিকিৎসা আবিষ্কার করতে বলেছেন।

সালাত আদায়কারী যদি উল্লিখিত আয়াতগুলো বা এ ধরনের বক্তব্য ধারণকারী ১টি বড়ো বা ৩টি ছোটো মুখস্ত আয়াত সুরা ফাতিহার পর পড়ে তবে রিভিশন দেওয়ার মাধ্যমে তাত্ত্বিকভাবে শরীর-স্বাস্থ্য সুস্থ রাখার প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা তার স্মরণে থাকবে।

ব্যাবহারিক উপায়

সালাতের মাধ্যমে শরীর-স্বাস্থ্য সুস্থ রাখার বিষয়টি ব্যাবহারিকভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে দুটি উপায়ে–

১. তাহারাত (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা)।
২. বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি (কিয়াম, রুকু, সিজদা ইত্যাদি)।

তাহারাত

শরীর, পোশাক-পরিচ্ছদ ও জায়গা (পরিবেশ) পাক তথা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা বাধ্যতামূলক। এ বিধানটির কারণে প্রত্যেক সালাত আদায়কারী শরীর, পোশাক-পরিচ্ছদ ও পরিবেশ ঘন ঘন ধোয়া-মোছার মাধ্যমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে বাধ্য হয়। প্রতিদিন ৫ বার এটি করতে হয়। অর্থাৎ রিভিশন দিয়ে স্মরণে রাখতে হয়। শরীর, পোশাক-পরিচ্ছদ ও পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে ত্বকের বিভিন্ন ধরনের প্রদাহসহ অনেক রোগ কম হয়।

বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি

সালাতে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি (দাঁড়ানো/কিয়াম, রুকু, সিজদা, হাত উঠানো/রফউল ইয়াদাইন, বৈঠক, সালাম ফেরানো ইত্যাদি) আছে। এর মধ্যে দাঁড়ানো (কিয়াম), রুকু, সিজদা বাধ্যতামূলক।

সিজদা হলো সালাতের আল্লাহর সবচেয়ে পছন্দের অবস্থান। তাই সালাতে শুধু সিজদায় থেকে কুরআন, তাসবীহ ও দোয়া পড়ে সালাত শেষ করতে বলা বেশি যৌক্তিক ছিল। কিন্তু তা না করে সালাত আদায়কারীকে হাত উঠিয়ে তাকবীরে তাহরীমা, মেরুদণ্ড বাঁকিয়ে ও ভাজ করে রুকু ও সিজদা এবং ঘাড় ফিরিয়ে সালাম ফেরানোর মাধ্যমে সালাত আদায় করতে হয়।

সালাতের কোনো অনুষ্ঠান শুধু সালাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে পালন করার জন্য প্রণয়ন করা হয়নি। বরং প্রতিটি অনুষ্ঠানের শিক্ষা সালাতের বাইরে

পালন করে তার কল্যাণ ভোগ করার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। আর চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুযায়ী– সালাতের অঙ্গভঙ্গিগুলো শুধু সালাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে ব্যায়াম হিসেবে তার কোনো কল্যাণ পাওয়া যাবে না। অন্যদিকে প্রতি ওয়াক্ত সালাতে অভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করতে হয়। অর্থাৎ রিভিশন দেওয়ার মাধ্যমে অঙ্গভঙ্গিগুলো স্মরণে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পর্যালোচনা করলে দেখা যায়– সালাম ফেরানো ভিন্ন অন্য অঙ্গভঙ্গিগুলোর মাধ্যমে শরীরের সকল জোড়াগুলো নাড়ানো হয়ে যায়। কিন্তু ঘাড়ের জোড়াগুলো নাড়ানো হয় না। তাই সালাম ফেরানোর মাধ্যমে ঘাড়ের জোড়াগুলো নাড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তাই সহজে বলা যায়, সালাতের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অঙ্গভঙ্গিগুলো স্মরণে রাখার ব্যবস্থা করার কারণ হলো– সালাতের বাইরে কিছুক্ষণ এমনভাবে ব্যায়াম করা যেন শরীরের সকল জোড়াগুলো নড়ে যায়। বর্তমান চিকিৎসা বিদ্যার প্রতিষ্ঠিত বিষয় হলো– নিয়মিত ব্যায়াম করলে মানুষের বিভিন্ন কঠিন রোগ যেমন– ডায়াবেটিস, হাই প্রেসার, হার্টের রোগ ইত্যাদি কম হয়।

তাই চূড়ান্তভাবে বলা যায়, সালাতে রিভিশন দেওয়ার মাধ্যমে অঙ্গভঙ্গিগুলো স্মরণে রাখার ব্যবস্থা করার কারণ হলো–

১. সালাত আদায়কারীগণ সালাতের বাইরে যেন কিছুক্ষণ এমনভাবে ব্যায়াম করতে পারে যে তাদের শরীরের সকল জোড়াগুলো নড়ে যায়। আর এর মাধ্যমে তারা বড়ো বড়ো রোগ থেকে মুক্ত থাকতে পারে।
২. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে পারা। মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো– নির্ভুল, পরিপূর্ণ ও মানদণ্ড উৎস হিসেবে কুরআনের জ্ঞানার্জন এবং তাতে বিশ্বাস রেখে, জন্মগতভাবে জানা সকল ন্যায়কাজ বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজ প্রতিরোধ করে মানুষের কল্যাণ করা। এ কাজ করতে হলে মুসলিমদের শরীর-স্বাস্থ্য অবশ্যই সুস্থ থাকতে হবে।

♣♣ বর্তমানে সালাত আদায়কারীগণের খুব কম সংখ্যকই সালাতের বাইরে নিয়মিত ব্যায়াম করেন। তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকেও তারা সালাত পড়ছেন কিন্তু যথাযথভাবে কায়েম করছেন না।

সালাত থেকে সমাজ জীবনের প্রধান বিষয়সমূহ সার্বিকভাবে যে উপায়ে স্মরণে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে

মানুষ সামাজিক জীব। সুশৃঙ্খল ও সমাজবদ্ধ মানবজীবন আধুনিক সভ্যতার পূর্বশর্ত। তাই মানুষ গড়ার প্রোগ্রামে যদি সুষ্ঠু সমাজবদ্ধ জীবন গড়ার শিক্ষা না থাকে, তবে অবশ্যই সেই প্রোগ্রাম অসম্পূর্ণ হয়ে যায়। আল্লাহর মানুষ গড়ার প্রোগ্রাম অসম্পূর্ণ থাকতে পারে না। তাই মুসলিমরা কীভাবে তাদের সমাজ জীবন পরিচালনা করবে তার অপূর্ব শিক্ষা তিনি সালাত থেকে স্মরণে রাখার ব্যবস্থা করেছেন। আর এ শিক্ষা স্মরণে রাখার ব্যবস্থা আল্লাহ তা'য়ালা করেছেন জামায়াতে সালাত আদায় করার বিধান থেকে।

ব্যক্তি জীবনের শিক্ষার মতো সমাজ জীবনের শিক্ষাগুলোও তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক উপায়ে সালাত থেকে স্মরণে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাত্ত্বিকভাবে এ শিক্ষাগুলো দেওয়া হয়েছে দুইভাবে–

১. সামগ্রিকভাবে জামায়াতে সালাত আদায় করার আদেশ দেওয়া বা গুরুত্ব জানানোর মাধ্যমে।
২. প্রতিটি শিক্ষার আদেশ বা গুরুত্ব আলাদাভাবে জানানোর মাধ্যমে।

প্রথমে আমরা জামায়াতে সালাত আদায় করার আদেশ ও গুরুত্বের বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে থাকা তথ্যগুলো জানবো। আর প্রতিটি শিক্ষার বিষয়ে কুরআনের সুনির্দিষ্ট শিক্ষা ঐ শিক্ষাটি আলোচনা করার সময়ে উপস্থাপন করা হবে।

জামায়াতে সালাতের আদেশ বা গুরুত্ব তাত্ত্বিকভাবে কুরআন ও হাদীসে যেভাবে আছে

আল কুরআন

আল কুরআনের দুটি স্থানে জামায়াতে সালাত আদায় করার আদেশ নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে–

........وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ.

... ...আর রুকুকারীদের সাথে রুকু করো।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৪৩)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে একসাথে রুকু করার আদেশের মাধ্যমে জামায়াতে সালাত আদায় করার আদেশ করা হয়েছে।

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

হে যারা ঈমান এনেছ! জুমু'আর দিনে যখন সালাতের জন্য আহবান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর যিক্র-এর দিকে দৌড়াও এবং বেচা-কেনা পরিত্যাগ করো। এটাই তোমাদের জন্য (অধিক) উত্তম যদি তোমরা জানতে।

(সুরা আল জুমু'আ/৬২ : ৯)

ব্যাখ্যা : আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যা ৪০ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে।

আল হাদীস

জামায়াতে সালাত পড়ার গুরুত্ব বর্ণনাকারী অনেক হাদীস আছে। তার মধ্যকার একটি হলো এরূপ–

أخرج الإمام البخاري .... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ .... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى

رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ.

ইমাম বুখারী রহ. আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবন ইউসুফ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। রসুল স. বলেছেন– যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম করে বলছি, আমি মনস্থ করেছি যে– কিছু জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করার নির্দেশ দেব। তা সংগ্রহ করা হবে অতঃপর আমি সালাতের ব্যবস্থা করার আদেশ দেব। আযান দেওয়া হবে এরপর একজনকে সালাতের ইমামতি করার নির্দেশ দেব। এমতবস্থায় আমি লোকদের বাড়ি বাড়ি যাব এবং যারা সালাতে আসেনি তাদের বাড়ি-ঘরগুলো জ্বালিয়ে দেব। যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম করে বলছি– যদি কেউ জানতে পারে যে সে ছাগলের একটি মাংসল হাড় অথবা দুটি ভালো খুর পাবে তাহলে সে অবশ্যই এশার সালাতের জামায়াতে হাজির হবে।

♦ বুখারী, *আস সহীহ*, হাদীস নং- ৬৪৪।

♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

♣♣ কুরআন ও হাদীসের এ সকল বক্তব্য থেকে অতি সহজে বুঝা যায়– ইসলাম জামায়াতে সালাত পড়াকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। আল্লাহ বলেছেন, ব্যাবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি কাজ বন্ধ রেখে জামায়াতে সালাত পড়তে আসা অধিক কল্যাণকর। এ কথাটি যে কত বড়ো সত্য তা অতি সহজে বোঝা যাবে জামায়াতে সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ যে শিক্ষাগুলো দিতে চেয়েছেন সেগুলো জানার পর। তখন আমরা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য হবো– যে সমাজে ঐ শিক্ষাগুলোর বাস্তব প্রয়োগ নেই সেখানে মানুষের যতই টাকা-পয়সা, ব্যাবসা-বাণিজ্য থাকুক না কেন সামাজিক শান্তি বলতে কিছুই থাকতে পারে না।

সালাত থেকে সমাজ জীবনের প্রধান বিষয়গুলো সুনির্দিষ্টভাবে স্মরণে রাখার ব্যবস্থা যে উপায়ে করা হয়েছে

সালাত থেকে স্মরণে রাখতে চাওয়া সমাজ জীবনের প্রধান বিষয়সমূহ–

১. পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা ইত্যাদি।
২. সামাজিক সাম্য।
৩. দলবদ্ধ হয়ে কাজ করা।
৪. সমাজ পরিচালনা বিষয়ক বিষয়–
 ৪.১. নেতা নির্ধারণ করা ও নেতা হওয়ার যোগ্যতা।
 ৪.২. নেতা নির্বাচন পদ্ধতি।
 ৪.৩. নেতার সমাজ বা দেশ পরিচালনা পদ্ধতি।
 ৪.৪. নেতার আনুগত্য ও অপসারণ পদ্ধতি।
 ৪.৫. নেতা পুরুষ না মহিলা হওয়া।

আমরা এখন একটি একটি করে বিষয়গুলো পর্যালোচনা করব–

১. সালাত থেকে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা ইত্যাদি বিষয় স্মরণে রাখার ব্যবস্থা যে উপায়ে করা হয়েছে

যে সমাজের সদস্যদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা, সহমর্মিতা, স্নেহ, শ্রদ্ধা ইত্যাদি নেই সে সমাজে শান্তি থাকতে পারে না। তাই এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিকভাবে সালাত থেকে স্মরণে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে নিম্নোক্তভাবে–

তাত্ত্বিক উপায়

মু'মিনদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা, সহমর্মিতা, স্নেহ, শ্রদ্ধা ইত্যাদি সৃষ্টির আদেশ বা গুরুত্ব বিষয়ক অনেক আয়াত আল কুরআনে আছে। ঐ আয়াতের ১টি নিম্নরূপ–

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ... ...

নিশ্চয় মু'মিনরা পরস্পর ভাই ... ... (সুরা আল হুজুরাত/৪৯ : ১০)

ব্যাখ্যা : 'নিশ্চয়ই মুমিনরা পরস্পরের ভাই' কথাটির মাধ্যমে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, এক আপন ভাইয়ের মনে অন্য আপন ভাইয়ের জন্য যেমন সহানুভূতি, সহমর্মিতা, স্নেহ, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ইত্যাদি থাকে, একজন মুমিনের মনেও ঠিক অন্য মুমিনের জন্য অনুরূপ অনুভূতি থাকবে।

রসুল স. বলেছেন, মুসলিমদের সমাজ একটি দেহের মতো। দেহের কোথাও কোনো ব্যথা বা কষ্ট হলে সমস্ত দেহে তা অনুভূত হয়। আবার দেহের কোথাও সুখ অনুভূত হলে তাও সমস্ত শরীরে অনুভূত হয়। মুসলিমদের সমাজও হতে হবে অনুরূপ। অর্থাৎ তাদের সমাজেরও কোনো ব্যক্তির ওপর কোন দুঃখ-কষ্ট আসলে সমাজের সকলের ওপর তার ছাপ পড়তে হবে এবং সবাইকে সেটি দূর করারও চেষ্টা করতে হবে। আবার সমাজের কারও কোনো সুখের কারণ ঘটলেও সমাজের সকলের ওপর তার ছাপ পড়তে হবে।

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.

আর ইয়াতীম প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পদের নিকটবর্তী হয়ো না। আর প্রতিশ্রুতি পূরণ করো। নিশ্চয় প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।

(সুরা বনী ইসরাইল/১৭ : ৩৪)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের পরস্পর সন্তুষ্টির ভিত্তিতে ব্যাবসা করা ছাড়া তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। আর তোমরা নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।

(সুরা আন নিসা/৪ : ২৯)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : আগের দুটি আয়াতে ইয়াতিম ও অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস না করতে ও প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে আদেশ করা হয়েছে। কারণ– বিষয়গুলো পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা ইত্যাদি সৃষ্টি হওয়া বা ভেঙ্গে যাওয়ার সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত।

এ ধরনের বক্তব্য ধারণকারী আরও আয়াত কুরআনে আছে। সালাত আদায়কারী যদি তার মুখস্ত থাকা উল্লিখিত বা এ ধরনের বক্তব্য ধারণকারী যেকোন ১টি বা ৩টি আয়াত সুরা ফাতিহার পর পড়ে তাহলে পরস্পরের মধ্যে

ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা ইত্যাদি সৃষ্টি হওয়ার বিষয়টি রিভিশন দেওয়ার মাধ্যমে তাত্ত্বিকভাবে তার স্মরণে থাকবে।

ব্যাবহারিক উপায়

জামায়াতে সালাত আদায় করার শারীরিক ভাষার (Body language) মাধ্যমে ব্যাবহারিক উপায়ে মু'মিনদের স্নেহ, শ্রদ্ধা, মমতা, ভালোবাসা, সহমর্মিতা ইত্যাদি বিষয় স্মরণে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এ কথা সবাই স্বীকার করবেন যে– পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাৎ, ওঠা-বসা যত বেশি হয় ততই একজনের প্রতি আর একজনের মায়া-মহব্বত, স্নেহ-মমতা, সহানুভূতি, সহমর্মিতা ইত্যাদি বেশি হয়। আর তা না হলে ঐ সবগুলো বিষয়ই ধীরে ধীরে কমে যায়। এ কথাটিই ইংরেজীতে বলা হয় এভাবে– Out of sight out of mind।

জামায়াতে সালাত মুসলিম সমাজের একজনের সঙ্গে আর একজনের সেই দেখা-সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। জামায়াতে সালাত–

- প্রতিদিন ৫ বার নিজ এলাকার লোকদের সঙ্গে মুসলিমদের পরস্পরের মধ্যে দেখা-সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছে।
- প্রতি সপ্তাহে ১ বার (জুমু'আর সালাত) আরও একটু বড়ো এলাকার লোকদের সঙ্গে মুসলিমদের পরস্পরের মধ্যে দেখা-সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছে।
- প্রতি বছর ২ বার (ঈদের সালাত) আরও একটু বড়ো এলাকার লোকদের সঙ্গে মুসলিমদের পরস্পরের মধ্যে দেখা-সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছে।
- প্রতি বছর ১ বার (হজ্জের সময়) সমস্ত পৃথিবীর সচ্ছল মুসলিমদের পরস্পরের মধ্যে দেখা-সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছে।

একজন মুসলিমকে দিনে ৫ বার জামায়াতে সালাত আদায় করতে হয়। অর্থাৎ মুসলিমদের দিনে ৫ বার বাস্তব কাজের মাধ্যমে রিভিশন দিয়ে তাত্ত্বিকভাবে স্মরণে রাখা আলোচ্য (পরস্পরের প্রতি মায়া-মহব্বত, স্নেহ-মমতা, সহানুভূতি, সহমর্মিতা ইত্যাদি) বিষয়টি বোঝা ও স্মরণে রাখা আরও সহজতর করা হয়েছে।

কী অপূর্ব ব্যবস্থা! অন্য কোনো জীবনব্যবস্থায় সমাজের সদস্যদের পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা তৈরি করার এমন অপূর্ব ব্যবস্থা আছে কি?

♣♣ বর্তমানে সালাত আদায়কারী মুসলিম সমাজের সদস্যদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা, সহমর্মিতা, স্নেহ, শ্রদ্ধা ইত্যাদি খুবই অপ্রতুল। তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকে তারা সালাত পড়ছেন কিন্তু যথাযথভাবে কায়েম করছেন না। আর তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের সালাত কবুল হওয়ার বিষয়ে বিরাট প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।

২. সালাত থেকে সামাজিক সাম্যের বিষয়টি স্মরণে রাখার ব্যবস্থা যে উপায়ে করা হয়েছে

এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক উপায়ে সালাত থেকে স্মরণে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে নিম্নোক্তভাবে–

তাত্ত্বিক উপায়

একটি সমাজে সুখ-শান্তির জন্য সামাজিক সাম্য থাকা এবং অহংকার না থাকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক সাম্যের আদেশ বা গুরুত্ব বিষয়ক অনেক আয়াত আল কুরআনে আছে। ঐ আয়াতের ১টি নিম্নরূপ–

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ .

হে মানুষ! নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন নারী ও একজন পুরুষ থেকে, অতঃপর তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে ব্যক্তি অধিক আল্লাহ-সচেতন।

(সুরা আল হুজুরাত/৪৯ : ১৩)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়, মানবজাতিকে বংশ ও গোত্রে বিভক্ত করা হয়েছে–

১. একে অপরকে চেনার জন্য।
২. এটি মর্যাদার মাপকাঠি নয়। অর্থাৎ বংশ, জাতি, ধনী-গরিব, কালো-সাদা, মনিব-চাকর ইত্যাদি মর্যাদার মাপকাঠি নয়।
৩. আল্লাহর কাছে মর্যাদাশীল হওয়ার মাপকাঠি হলো আল্লাহ সচেতনতা। অর্থাৎ আল্লাহ সম্পর্কে জানা ও মানা। (আল্লাহ সচেতনতার বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরে আসছে)।

এ ধরনের বক্তব্য ধারণকারী আরও আয়াত কুরআনে আছে। সালাত আদায়কারী যদি তার মুখস্ত থাকা এ আয়াতটি বা এ ধরনের বক্তব্য ধারণকারী

যেকোনো ১টি বড়ো বা ৩টি ছোটো আয়াত সুরা ফাতিহার পর মুখস্ত পড়ে তাহলে সামাজিক সাম্য তৈরির বিষয়টি রিভিশন দেওয়ার মাধ্যমে তাত্ত্বিকভাবে তার স্মরণে থাকবে।

ব্যাবহারিক উপায়

জামায়াতে সালাত আদায় করার শারীরিক ভাষার (Body language) মাধ্যমে ব্যাবহারিক উপায়ে মুসলিম সমাজে সামাজিক সাম্য তৈরির বিষয়টি স্মরণে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর তা করা হয়েছে এভাবে–

একজন মুসলিম জামায়াতে সালাত আদায় করার সময় বংশ, ভাষা, গায়ের রং, অর্থনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি পরিচয় ভুলে গিয়ে অন্য মুসলিম ভাইয়ের সাথে এক লাইনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। এ সময় মনিবের পাশেই তাঁর খাদেম দাঁড়াতে পারে বা মনিবের মাথা গিয়ে লাগতে পারে সামনের কাতারে দাঁড়ানো তাঁর গাড়ীর চালকের পায়ের গোড়ালিতে।

অন্যদিকে একজন মুসলিমকে দিনে ৫ বার জামায়াতে সালাত আদায় করতে হয়। অর্থাৎ দিনে ৫ বার বাস্তব কাজের মাধ্যমে রিভিশন দিয়ে তাত্ত্বিকভাবে স্মরণে রাখা সামাজিক সাম্যের বিষয়টি মুসলিমদের বোঝা ও স্মরণে রাখাকে আরও সহজতর করা হয়েছে। সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার এমন অপূর্ব ব্যবস্থা অন্য কোনো জীবন ব্যবস্থায় নেই।

♣♣ বর্তমান মুসলিম সমাজে সামাজিক সাম্যের বিষয়টি বেশ উপেক্ষিত। তাই আলোচ্য দৃষ্টিকোণ থেকেও তারা সালাত পড়ছেন কিন্তু কায়েম করছেন না। আর তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকেও তাদের সালাত কবুল হওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।

৩. সালাত থেকে দলবদ্ধ ও সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করার বিষয়টি স্মরণে রাখার ব্যবস্থা যে উপায়ে করা হয়েছে

ছোটো কাজ একা করা সম্ভব। কিন্তু বড়ো কোনো কাজ করতে হলে দলবদ্ধ ও সুশৃঙ্খলভাবে কাজটি করার গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো– নির্ভুল, পরিপূর্ণ ও মানদণ্ড উৎস হিসেবে কুরআনের জ্ঞানার্জন এবং তাতে বিশ্বাস রেখে, জন্মগতভাবে জানা সকল ন্যায় কাজ বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজ প্রতিরোধের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– **'মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-১) নামক বইটিতে। দলবদ্ধ ও সুশৃঙ্খলভাবে চেষ্টা

করা ছাড়া এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হওয়া অসম্ভব। ওমর রা. বলেছেন, জামায়াতবিহীন ইসলাম নেই, নেতাবিহীন জামায়াত নেই।

সালাত থেকে এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক উপায়ে স্মরণে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে নিম্নোক্ত উপায়ে–

তাত্ত্বিক উপায়

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوا ....

আর তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে (ইসলামকে) দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো এবং তোমরা বিভক্ত হয়ো না। ... ...

(সুরা আলে ইমরান/৩ : ১০৩)

এ ধরনের বক্তব্য ধারণকারী আরও আয়াত কুরআনে আছে। সালাত আদায়কারী যদি এ আয়াতটি বা এ ধরনের বক্তব্য ধারণকারী যেকোনো আয়াত সুরা ফাতিহার পর পড়ে তাহলে দলবদ্ধ ও সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করার গুরুত্ব ও পদ্ধতির বিষয়টি তাত্ত্বিকভাবে রিভিশন দেওয়ার মাধ্যমে তার স্মরণে থাকবে।

এ ধরনের বক্তব্য ধারণকারী আরও আয়াত কুরআনে আছে। সালাত আদায়কারী যদি তার মুখস্ত থাকা উল্লিখিত বা এ ধরনের বক্তব্য ধারণকারী যেকোন ১টি বা ৩টি আয়াত সুরা ফাতিহার পর মুখস্ত পড়ে তাহলে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা ইত্যাদি সৃষ্টি হওয়ার বিষয়টি রিভিশন দেওয়ার মাধ্যমে তাত্ত্বিকভাবে তার স্মরণে থাকবে।

ব্যাবহারিক উপায়

দলবদ্ধ ও সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করার অপূর্ব শিক্ষা ব্যাবহারিকভাবে দেওয়া হয়েছে জামায়াতে সালাত আদায় করার মাধ্যমে। হাজার হাজার মুসলিমও যদি জামায়াতে দাঁড়ায় তবুও দেখবেন, সোজা লাইনে দাঁড়িয়ে কী অপূর্ব শৃঙ্খলার সঙ্গে তারা একটি কাজ করছে। এ কাজটি তাকে প্রতিদিন ৫ বার করতে হয়।

তাই সহজে বোঝা যায়– এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যাবহারিকভাবে রিভিশন দিয়ে সালাত আদায়কারীদের জন্য তাত্ত্বিকভাবে স্মরণে রাখা আলোচ্য (দলবদ্ধ ও সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করা) বিষয়টি বোঝা ও স্মরণে রাখা সহজতর করা হয়েছে।

♣♣ বর্তমান বিশ্বের মুসলিমরা নানা দলে বিভক্ত। তাদের সমাজে শৃঙ্খলারও দারুণ অভাব। তাই আলোচ্য দৃষ্টিকোণ থেকেও তাদের সালাত পড়া হচ্ছে, কায়েম করা হচ্ছে না। আর তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকেও তাদের সালাত কবুল হচ্ছে কি না সেটি এক বিরাট প্রশ্ন।

৪. সালাত থেকে সমাজ পরিচালনা সম্পর্কিত প্রধান বিষয়সমূহ স্মরণে রাখার ব্যবস্থা যে উপায়ে করা হয়েছে

মানবসমাজের সুখ, শান্তি, উন্নতি, প্রগতি ইত্যাদি নির্ভর করে সুষ্ঠুভাবে সমাজ (দেশ) পরিচালনার ওপর। তাই সমাজ পরিচালনা পদ্ধতির শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সমাজ পরিচালনা বিষয়ক প্রধান বিষয়গুলো হলো–

৪.১. নেতা নির্ধারণ করা ও নেতা হওয়ার যোগ্যতা।
৪.২. নেতা নির্বাচন পদ্ধতি।
৪.৩. নেতার সমাজ বা দেশ পরিচালনা পদ্ধতি।
৪.৪. নেতার আনুগত্য ও অপসারণ পদ্ধতি।
৪.৫. নেতা পুরুষ না মহিলা হওয়া।

সমাজের নেতা সম্পর্কিত উপরিউক্ত বিষয়গুলো কুরআন জানিয়েছে সারমর্ম আকারে। আর রসুল স. তাঁর সুন্নাহ তথা কথা ও কাজের মাধ্যমে সেগুলোকে ব্যাখ্যা করে জানিয়ে দিয়েছেন। তাই সমাজের নেতা সম্পর্কিত কুরআনের সারমর্মমূলক বক্তব্য উপস্থাপনের পর সে বিষয়ে রসুল স.-এর বক্তব্যও (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) উল্লেখ করা হবে।

৪.১. সালাত থেকে সমাজের নেতা নির্ধারণ করা ও নেতা হওয়ার যোগ্যতাসমূহ স্মরণ রাখার ব্যবস্থা যে উপায়ে করা হয়েছে

সালাত থেকে সমাজের নেতা নির্ধারণ করা ও নেতা হওয়ার যোগ্যতা তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্মরণে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে নিম্নোক্ত উপায়ে–

তাত্ত্বিক উপায়

সমাজের নেতা হওয়ার যোগ্যতার বর্ণনা ধারণকারী কুরআনের দুটি আয়াত–

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا . . . .

নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার হকদারের কাছে অর্পণ করতে। ... ... (সুরা আন নিসা/৪ : ৫৮)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এখানে সকল ধরনের আমানত যোগ্য ব্যক্তিদের ওপর অর্পণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। মানুষের কাছে গচ্ছিত থাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ আমানত হলো নেতৃত্বের আমানত। তাই এ আয়াতের দুটি নির্দেশ হলো–

- সমাজের সবাই মিলে একজনকে নেতা নির্ধারণ করতে হবে।
- সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তিকে নেতা বানাতে হবে।

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ....

হে মানুষ! নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন নারী ও একজন পুরুষ থেকে, অতঃপর তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে ব্যক্তি অধিক আল্লাহ-সচেতন। ... .

(সুরা আল হুজুরাত/৪৯ : ১৩)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ এখানে বলেছেন– তিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন একজন পুরুষ ও একজন মহিলা থেকে। এরপর তিনি তাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছেন। তবে এই বিভক্ত করার পেছনে উদ্দেশ্য সম্মান ও মর্যাদা নির্ণয় করা নয়। এর পেছনের উদ্দেশ্য হলো– পরস্পরকে সহজে চেনার ব্যবস্থা করা। শেষে আল্লাহ বলেছেন, তাঁর কাছে মানুষের সম্মান-মর্যাদার মাপকাঠি হচ্ছে আল্লাহ সচেতনতা।

স্বাস্থ্য সচেতনতা বলতে বোঝায় স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় জানা। আর স্বাস্থ্য সচেতন ব্যক্তি হলো সে, যে স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় জানে ও মানে। তাই আল্লাহ সচেতনতা হলো আল্লাহ সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় জানা। আর আল্লাহ সচেতন ব্যক্তি হলো সে, যে আল্লাহ সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় জানে ও মানে। আল্লাহ সম্পর্কে জানার মূল (প্রধান) গ্রন্থ হলো কুরআন। সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) কুরআনের ব্যাখ্যা।

তাই আল্লাহ সচেতনতা বলতে বুঝাবে– আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা। আর আল্লাহ সচেতন ব্যক্তি হলো সে, যে কুরআন জানে ও মানে। আর তাই এ আয়াত থেকে জানা যায়– কুরআনের জ্ঞান এবং সে জ্ঞান অনুযায়ী আমলের দিক থেকে যে যত এগিয়ে থাকবে মর্যাদার দিক দিয়ে সে তত এগিয়ে যাবে।

যোগ্যতাই এনে দেয় সম্মান-মর্যাদা। তাই এ আয়াতের শিক্ষা হলো– কুরআনের জ্ঞান এবং সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল যার বেশি থাকবে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সেই হবে অধিক যোগ্য ব্যক্তি।

সম্মিলিত শিক্ষা : ১ম আয়াতটির মাধ্যমে জানানো হয়েছে সমাজের একজন যোগ্য ব্যক্তিকে নেতা বানাতে হবে। আর ২য় আয়াতটির বক্তব্য হলো– কুরআনের জ্ঞান এবং সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল যার বেশি থাকবে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সেই হবে অধিক যোগ্য ব্যক্তি। তাই এ দুটি আয়াতের ভিত্তিতে বলা যায়– কুরআনের জ্ঞান এবং সে অনুযায়ী আমল যার বেশি থাকবে সেই হবে মুসলিম সমাজের নেতা হওয়ার অধিক যোগ্য ব্যক্তি। এ বিষয়ে হাদীস ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরে আসছে।

সালাত আদায়কারী যদি তার মুখস্ত থাকা ওপরের আয়াত দুটির যেকোনো একটি বা এ ধরনের বক্তব্য ধারণকারী ১টি বড়ো বা ৩টি ছোটো আয়াত সুরা ফাতিহার পর পড়ে তবে রিভিশন দেওয়ার মাধ্যমে তাত্ত্বিকভাবে সমাজের নেতা হওয়ার যোগ্যতাসমূহ তার স্মরণে থাকবে।

ব্যাবহারিক উপায়

ইসলামী জীবনবিধানে– সমাজের নেতা যিনি হবেন তিনি সালাতের ইমামতিও করবেন। অর্থাৎ ইসলামে, সমাজের নেতা নির্ধারণ করা ও নেতা হওয়ার যোগ্যতা এবং সালাতের ইমাম নির্ধারণ ও ইমাম হওয়ার যোগ্যতা অভিন্ন। ওপরে উল্লিখিত কুরআনের আয়াতের সাথে সালাতের ইমাম হওয়ার যোগ্যতা বর্ণনাকারী হাদীসের তথ্য (পরে আসছে) মিলালে মুসলিম সমাজ বা দেশের নেতার যোগ্যতার প্রথম ৪টি, গুরুত্বের ক্রম অনুযায়ী হবে নিম্নরূপ–

১. সহীহ তিলাওয়াতসহ কুরআনের জ্ঞান থাকা।
২. হাদীসের জ্ঞান থাকা।
৩. হিজরত করা। অর্থাৎ এমন আমল যা পালন করতে ব্যাপক ত্যাগ স্বীকার করা লাগে এবং যার উদ্দেশ্য হবে ইসলামকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করা।
৪. বয়স।

সালাত আদায়কারী যদি সালাতের ইমাম নির্ধারণ ও ইমাম হওয়ার যোগ্যতার ব্যাপারে ওপরে বর্ণিত কুরআন ও হাদীসভিত্তিক তথ্যগুলোর জ্ঞান রেখে ইমামের পেছনে দিনে ৫ বার জামায়াতে সালাত আদায় করে তবে রিভিশন দেওয়ার মাধ্যমে তার সমাজের নেতা নির্ধারণ ও নেতা হওয়ার যোগ্যতাসমূহ স্মরণে থাকবে।

সালাতের ইমাম হওয়ার যোগ্যতা বর্ণনাকারী হাদীস

সালাতের ইমামের যোগ্যতা বর্ণনাকারী কিছু হাদীস ব্যাখ্যাসহ নিম্নরূপ–

হাদীস-১ (কওলী হাদীস)

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ .... حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ .... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ: أَتْقَاهُمْ. فَقَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ: فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ ابْنُ نَبِيِّ اللهِ ابْنِ نَبِيِّ اللهِ ابْنِ خَلِيلِ اللهِ. قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ: فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونَ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا.

ইমাম বুখারী রহ. আবূ হুরাইরাহ রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আলী বিন আবদিল্লাহ থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত, লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রসুল! মানুষের মাঝে সবচেয়ে মর্যাদাশীল ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে যে অধিক আল্লাহ সচেতন। তখন তারা বলল, আমরা তো আপনাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, তা হলে আল্লাহর নবী ইউসূফ, যিনি আল্লাহর নবীর পুত্র, আল্লাহর নবীর পৌত্র এবং আল্লাহর খলীল-এর প্রপৌত্র। তারা বলল, আমরা আপনাকে এ ব্যাপারেও জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, তা হলে কি তোমরা আরবের মূল্যবান ব্যক্তিদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছ? জাহিলী যুগে তাদের মধ্যে যারা উত্তম ছিল, ইসলামেও তাঁরা উত্তম হবে যদি তাঁরা ইসলামের জ্ঞানার্জন করে।

- ♦ বুখারী, *আস সহীহ*, হাদীস নং-৩১৭৫।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে প্রথমে সমাজের সর্বাধিক মর্যাদাশীল ব্যক্তির সংজ্ঞা জানানো হয়েছে। সে সংজ্ঞায় বংশ, গোত্র, দেশ, ভাষা, চেহারা, গায়ের রং, লিঙ্গ ইত্যাদি মানুষের মর্যাদাবান হওয়ার মাপকাঠি বলা হয়নি। বলা হয়েছে– মানুষের মর্যাদাবান হওয়ার মাপকাঠি হলো আল্লাহ সচেতনতা।

তাই ওপরে উল্লিখিত সুরা হুজুরাতের ৪৯ নং আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যা করে এ হাদীসের ভিত্তিতে বলা যায়– সালাতের ইমামতি সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তির হাতে অর্পন করতে হবে। সালাতের ইমাম হওয়ার যোগ্যতা কী কী সুনির্দিষ্টভাবে তা জানা যায় পরে আসা হাদীসসমূহ থেকে।

হাদীস-২ (কওলী হাদীস)

أخرج الإمام مسلم ... ... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ كِلاَهُمَا ... ... عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا وَلاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلاَ يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ মাসউদ রা.-এর বর্ণনা সনদের ৮ম ব্যক্তিদ্বয় আবূ বকর ইবন আবী শায়বাহ ও আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ রহ. থেকে শুনে তাঁর ‘আস সহীহ’ গ্রন্থে লিখেছেন– আবু মাসউদ রা. বলেন, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– মানুষের ইমামতি করবে সে-ই যে কুরআন ভালো পড়ে। যদি কুরআন পড়ায় সকলে সমান হয় তবে যে সুন্নাহ বেশি জানে। যদি সুন্নায়ও সকলে সমান হয়, তবে যে হিজরত করেছে। যদি হিজরতেও সকলে সমান হয়, তবে যে বয়সে বেশি। কেউ যেন অপর ব্যক্তির অধিকার ও ক্ষমতাস্থলে ইমামতি না করে এবং তার বাড়িতে তার সম্মানের স্থলে না বসে অনুমতি ছাড়া।

- মুসলিম, *আস সহীহ*, হাদীস নং-১৫৬৪।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : কুরআন ভালো পড়ার অর্থ হচ্ছে শুদ্ধ করে পড়াসহ কুরআনের জ্ঞান থাকা। অর্থ না জেনে কুরআন মুখস্ত রাখাকে ‘গাধার কাজ’ বলে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন সুরা জুমু'আর ৫ নং আয়াতে। অন্যদিকে রসুল স. ও সাহাবীগণ সকলে আরব ছিলেন। তাই যখন তাঁরা কুরআন পাঠ করতেন তখন তা বুঝতেন।

তাই হাদীসটিতে রসুল স. ইমাম হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতাগুলো যে ক্রম অনুযায়ী উল্লেখ করেছেন তা হলো–

১. শুদ্ধ করে পড়াসহ কুরআনের জ্ঞান থাকা।
২. সুন্নাহ তথা সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের জ্ঞান থাকা।
৩. হিজরত করা।
৪. বেশি বয়স।

হাদীস-৩ (কওলী হাদীস)

أخرج الإمام مسلم .... حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ .... عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ.

আবু সায়ীদ খুদরী রা. বলেন, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– যখন তিন ব্যক্তি হবে, তখন যেন তাদের মধ্য থেকে একজন ইমামতি করে। আর ইমামতির অধিকার তার, যে কুরআন অধিক ভালো পড়ে ও জ্ঞান রাখে।

- ♦ মুসলিম, *আস সহীহ*, হাদীস নং-১৫১৬।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটির মাধ্যমে রসুলুল্লাহ স. জানিয়ে দিয়েছেন–

- জামায়াতে সালাত আদায় করার সময় একাধিক মুক্তাদি হলে একজনকে ইমাম বানাতে হবে।
- সালাতের ইমাম সেই হবে যে শুদ্ধ করে পড়াসহ কুরআনের জ্ঞান অধিক রাখে।

হাদীস-৪ (কওলী হাদীস)

أخرج الإمام البخاري .... حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ .... عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ كُنَّا بِمَاءٍ مَمَرِّ النَّاسِ وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا الرُّكْبَانُ فَنَسْأَلُهُمْ مَا لِلنَّاسِ مَا هَذَا الرَّجُلُ فَيَقُولُونَ يَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُ أَوْحَى إِلَيْهِ كَذَا فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذَلِكَ الْكَلَامَ وَكَأَنَّمَا يُقَرُّ فِي صَدْرِي وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَلَوَّمُ بِإِسْلَامِهِمُ الْفَتْحَ فَيَقُولُونَ اُتْرُكُوهُ وَقَوْمَهُ فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ أَهْلِ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ جِئْتُكُمْ وَاللهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ حَقًّا فَقَالَ صَلُّوا صَلَوةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَصَلُّوا صَلَوةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَوةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنَ الرُّكْبَانِ فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ.

ইমাম বুখারী রহ. আমর ইবন সালমা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি সুলাইমান ইবন হারব রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আমর ইবনে সালামা রা. বলেন, আমরা লোক চলাচলের পথে একটি কূপের কাছে বাস করতাম, যেখান দিয়ে আরোহীগণ চলাচল করত। আমরা তাদের জিজ্ঞাসা করতাম, মানুষের কী হলো? তারা যে লোকটি সম্বন্ধে বলে তিনি কে? তারা উত্তর করত, লোকটি মনে করে তাকে আল্লাহ রসুল করে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর প্রতি এইরূপ ওহী নাযিল করেছেন। তখন আমি ওহীর বাণীটি এমনভাবে মুখস্থ করে নিতাম যে তা আমার মনে বদ্ধমূল হয়ে যেত। আরবগণ যখন ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে মক্কা বিজয়ের অপেক্ষা করছিল, তখন তারা বলত, তাঁকে (মুহাম্মাদকে) তাঁর গোত্রের সাথে বুঝতে দাও। যদি তিনি তাদের ওপর জয়লাভ করেন তখন বোঝা যাবে যে, তিনি সত্য নবী। যখন মক্কা বিজয়ের ঘটনা ঘটল তখন সকল গোত্রই ইসলাম গ্রহণে তাড়াহুড়ো করল এবং আমার পিতা গোত্রের অন্য সকলের আগে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

তিনি গোত্রে ফিরে এসে বললেন, আল্লাহর কসম! আমি এক সত্য নবীর কাছ থেকে তোমাদের কাছে ফিরে এসেছি। তিনি বলে থাকেন– এই সালাত এই সময় পড়বে এবং ঐ সালাত ঐ সময় পড়বে। যখন সালাতের সময় হবে, তখন তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যেন আযান দেয় এবং তোমাদের মধ্যে ইমামতি যেন সেই ব্যক্তি করে যে অধিক কুরআন জানে। তখন লোকেরা দেখল, আমার অপেক্ষা অধিক কুরআন জানে এমন কেউ নেই। কেননা আমি পথিকদের কাছ থেকে আগেই তা মুখস্থ করে নিয়েছিলাম। তখন তারা আমাকেই তাদের আগে বাড়িয়ে দিলো অথচ তখন আমি ছয় কি সাত বছরের বালকমাত্র।

- বুখারী, *আস সহীহ*, হাদীস নং- ৪৩০২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে বুঝা যায়, সালাতের ইমাম হওয়ার জন্য কুরআনের জ্ঞান থাকা বয়সের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

হাদীস-৫ (কওলী হাদীস)

أخرج الإمام البخاري .... حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ .... عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الأَوَّلُونَ الْعُصْبَةَ مَوْضِعٌ بِقُبَاءٍ قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا.

ইমাম বুখারী রহ. আব্দুল্লাহ ইবন উমার রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইবরাহীম ইবনুল মুজিরি রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– 'আবদুল্লাহ ইব্‌নু 'উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে– আল্লাহর রসুল স.-এর (মদীনায়) আগমনের আগে মুহাজিরগণের প্রথম দল যখন কুবা এলাকার কোনো এক স্থানে এলেন, তখন আবূ হুযাইফা রা.-এর আযাদকৃত গোলাম সালিম রা. তাঁদের ইমামত করতেন। তাঁদের মধ্যে তিনি কুরআন তিলাওয়াত ও কুরআনের জ্ঞানে অধিক অভিজ্ঞ ছিলেন।

- বুখারী, *আস সহীহ*, হাদীস নং- ৬৯২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : সালিম রা. কুরআনের বড়ো জ্ঞানী ও বড়ো ক্বারী ছিলেন। রসুল স. যে চার ব্যক্তির কাছ থেকে কুরআন শিখতে বলেছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম। হাদীসটি থেকে জানা যায়– ইমাম হওয়ার যোগ্যতার মধ্যে শুদ্ধ করে পড়াসহ কুরআনের জ্ঞান থাকার গুরুত্ব বংশ, গোত্র অথবা মনিব, গোলাম ইত্যাদির ওপরে।

হাদীস-৬ (কওলী হাদীস)

أخرج الإمام أبي داود .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَنْبَرِيُّ ......

... عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ أَعْمَى .

ইমাম আবূ দাউদ রহ. আনাস ইবন মালিক রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবন আব্দির রহমান আল-আম্বারী রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আনাস রা. বলেন, রসুলুল্লাহ স. ইবনে উম্মে মাকতুমকে সালাতে লোকের ইমামতি করার জন্য আপন প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন অথচ তিনি ছিলেন অন্ধ।

- আবূ দাউদ, *আস সুনান*, হাদীস নং- ৫৯৫।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– সালাতের ইমাম হওয়ার যোগ্যতার মধ্যে শারীরিক পূর্ণতা বা সৌন্দর্যের গুরুত্ব অন্য যোগ্যতার গুরুত্বের চেয়ে অনেক কম। তাই সে সৌন্দর্য বা পূর্ণতা শরীরের রং, গঠন, পরিপূর্ণতা অথবা পোশাক-পরিচ্ছদের মূল্য বা কাটিং ইত্যাদি যাই হোক না কেন।

♣♣ ওপরের ৬টি হাদীস থেকে নিশ্চয়তা সহকারে জানা যায়– সালাতের জামায়াতে (একের অধিক ব্যক্তি হলে) একজন ইমাম থাকবে। আর

সালাতের ইমাম হওয়ার যোগ্যতা বা গুণাগুণগুলোর প্রথম চারটিকে গুরুত্বের ক্রম অনুযায়ী রসুল স. যেভাবে বলেছেন, তা হলো–

১. শুদ্ধ করে কুরআন পড়াসহ কুরআনের জ্ঞান থাকা।
২. হাদীসের জ্ঞান থাকা।
৩. হিজরত করা।
৪. বয়স।

হাদীসগুলো অনুযায়ী, ইমাম হওয়ার যোগ্যতার ব্যাপারে শরীরের রং, গঠন, পূর্ণতা, বংশ, গোত্র, দেশ, পোশাক-পরিচ্ছদের মূল্য, কাটিং ইত্যাদির তেমন কোনো গুরুত্ব নেই। তবে যেটি হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম তেমনটি হলে অর্থাৎ একাধিক ব্যক্তি ওপরের চারটি যোগ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে একেবারেই সমান হলে ঐ বিষয়গুলো বিবেচনায় আসতে পারে।

হাদীস-৭ (ফে'য়লী হাদীস)

রসুল স. যতদিন জীবিত ও সুস্থ ছিলেন ততদিন সালাতের ইমামতি তিনিই করেছেন। আর এর কারণ ছিল– তিনিই ছিলেন সহীহ তিলাওয়াতসহ কুরআনের জ্ঞান ও সে অনুযায়ী আমলের দিক থেকে অন্য সকলের চেয়ে শ্রেষ্ট।

♣♣ কুরআন এবং কওলী ও ফে'য়লী হাদীসের ভিত্তিতে ইমামের যোগ্যতার ব্যাপারে গুরুত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রথম তিনটি বিষয় হলো–

১. শুদ্ধ করে কুরআন পড়াসহ কুরআনের জ্ঞান থাকা।
২. হাদীসের জ্ঞান থাকা।
৩. হিজরত করা।

এ তিনটি বিষয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো ব্যক্তিকে যথাযথভাবে যাচাই করতে হলে ঐ তিনটি বিষয় সম্বন্ধে নিম্নের তথ্যগুলো জানা বিশেষভাবে দরকার।

১. শুদ্ধ করে পড়াসহ কুরআনের জ্ঞান থাকা

যেকোনো ভাষা শিক্ষার প্রথম স্তর হচ্ছে ঐ ভাষা শুদ্ধ করে পড়তে শেখা। পড়া শুদ্ধ না হলে অর্থ পাল্টে যায়। তাই ইমামের কুরআন তিলাওয়াত শুদ্ধ হওয়া দরকার। কিন্তু কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর স্পষ্ট বক্তব্য অনুযায়ী যা পড়া হচ্ছে সেটির জ্ঞান অর্জিত না হলে শুদ্ধ করে পড়ার কোনো মূল্য (নেকী) নেই।

কোনো ব্যাপক বিষয়ের (Vast Subject) সকল দিকের বিস্তারিত জ্ঞান থাকা সাধারণভাবে সম্ভব নয়। তাই স্বতঃসিদ্ধভাবে কোনো ব্যাপক বিষয়ে জ্ঞানী লোকদের নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা হয়–

১. **সাধারণ জ্ঞানী**
   যার ব্যাপক বিষয়টির সকল বিভাগের (All discipline) মৌলিক জ্ঞান আছে।
২. **বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী**
   যার ব্যাপক বিষয়টির সকল বিভাগের মৌলিক জ্ঞান আছে এবং এক বা একাধিক বিভাগের বিস্তারিত জ্ঞান আছে। এ স্তরে অবস্থানকারীদের মধ্যে তাকেই বেশি জ্ঞানী বলা হবে যার বেশি দিকের বিস্তারিত জ্ঞান আছে।
৩. **জ্ঞানী নয়**
   যার ব্যাপক বিষয়টির কোনো এক দিকের মৌলিক জ্ঞানের অভাব আছে।

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে– ধরুন, চিকিৎসা বিদ্যা। এখানে এনাটমি, ফিজিওলজি, প্যাথলজি, মেডিসিন, সার্জারি, গাইনি, চক্ষু, নাক-কান-গলা, অর্থোপেডিক্স ইত্যাদি অনেক বিভাগ (Discipline) আছে। একজন চিকিৎসকের পক্ষে চিকিৎসা বিদ্যার সকল বিভাগে বিস্তারিত জ্ঞানার্জন করা সম্ভব নয়। তাই জ্ঞানের পরিব্যাপ্তির দৃষ্টিকোণ থেকে চিকিৎসকদের নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা হয়েছে–

১. **সাধারণ জ্ঞানী বা অবিশেষজ্ঞ চিকিৎসক (Non-specialist doctor)**
   এ বিভাগের চিকিৎসক হলেন তারা যাদের চিকিৎসা বিদ্যার সকল বিভাগের মৌলিক জ্ঞান আছে।
২. **বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী বা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক (Specialist doctor)**
   এ বিভাগের চিকিৎসক হলেন তারা যাদের চিকিৎসা বিদ্যার সকল বিভাগের মৌলিক জ্ঞান আছে এবং একটি বিভাগের বিস্তারিত জ্ঞান আছে।
৩. **জ্ঞানী নয় তথা চিকিৎসক নয়**
   এ বিভাগের চিকিৎসক হলেন তারা যাদের চিকিৎসা বিদ্যার এক বা একাধিক বিভাগের মৌলিক জ্ঞানের অভাব আছে।

এবার চলুন, কোনো বিষয়ে জ্ঞানী হওয়া বা না হওয়ার এই চিরসত্য (Eternal Truth) তথ্যের ভিত্তিতে কুরআনের জ্ঞানী হওয়ার বিষয়টি পর্যালোচনা করা যাক–

আল কুরআন হচ্ছে মানুষের দুনিয়ার জীবন সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীলভাবে পরিচালনার মাধ্যমে পরকালে পুরস্কৃত হওয়ার লক্ষ্যে আল্লাহ প্রদত্ত গাইড-বুক (Manual)। তাই দুনিয়ায় মানুষের জীবন নির্ভুলভাবে পরিচালনার জন্য যত বিষয় প্রয়োজন, তার সকল বিষয় সম্পর্কে কুরআনে বক্তব্য আছে। সে বিষয়গুলোর মধ্যে প্রধান কয়েকটি হলো–

১. তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ), রিসালাত (নবী-রসুল), আখিরাত, ফেরেশতা, কিতাব ইত্যাদি।
২. সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি উপাসনামূলক ইবাদত।
৩. সমাজের একজনের সঙ্গে আর একজনের আচার-ব্যবহার, দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞান (Social Science)।
৪. বিবাহ, তালাক।
৫. উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পদের বণ্টন।
৬. বিচারব্যবস্থা ও ফৌজদারী দণ্ডবিধি।
৭. বিচারক ও সাক্ষীর দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদি।
৮. শিক্ষাব্যবস্থা।
৮. অর্থনীতি।
৯. ব্যাবসা-বাণিজ্য।
১০. মানব শরীর বিজ্ঞান।
১১. অন্যান্য বিজ্ঞান।
১১. যুদ্ধবিদ্যা, যুদ্ধাস্ত্র, যুদ্ধনীতি ইত্যাদি।
১২. আন্তর্জাতিক নিয়ম-নীতি, সন্ধি (চুক্তি) ইত্যাদি।
১৩. রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Science)।

তাহলে পূর্বোল্লিখিত কোনো বিষয়ের জ্ঞানী হওয়ার চিরসত্য নিয়ম অনুযায়ী কুরআনের জ্ঞানী হওয়ার বিভিন্ন পর্যায় (Grade) হবে নিম্নরূপ–

১. সাধারণ জ্ঞানী

যার জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কুরআনে উল্লিখিত সকল মৌলিক তথ্যগুলো জানা আছে।

২. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী

কুরআনের সাধারণ জ্ঞানীদের মধ্যে যে এক বা একাধিক বিষয়ে উচ্চতর পড়া-লেখা করেছে।

৩. জ্ঞানী নয়

যে কুরআনে উল্লিখিত কোনো একটি মৌলিক বিষয় জানে না বা ভুল জানে।

২. হাদীসের জ্ঞান থাকা

কুরআনের সকল বিষয় ব্যাখ্যাসহ হাদীসে আছে। তাই হাদীস পড়লেই তো ইসলামের সকল বিষয় ব্যাখ্যাসহ জানা যায়। কিন্তু রসুল স. সালাতের ইমামতি করার ব্যাপারে কুরআনের জ্ঞান থাকাকে হাদীসের জ্ঞান থাকার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলেছেন। তিনি কি বিনা কারণে এটি বলেছেন? অবশ্যই না।

রসুল স. এটি করেছেন প্রধানত ২টি কারণে–

১. মিথ্যা হাদীস শনাক্ত করতে না পারা

ইসলামের শত্রুরা বা ইসলামের অতিভক্তরা, রসুল স. যে কথা বলেননি বা যে কাজ করেননি, তেমন বিষয়কেও হাদীস বলে চালিয়ে দিয়েছে, দিচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও দেবে। কারণ, হাদীস বানানো বা পরিবর্তন করা সম্ভব। এরকম অসংখ্য হাদীস বানানো বা পরিবর্তন করা হয়েছে বলেই ইমাম বুখারী রহ. ৬ (ছয়) লক্ষ হাদীস বাছাই করে দ্বিরুক্তি বাদ দিয়ে মাত্র ২৬০২-২৭৬১টি হাদীসকে বুখারী শরীফে উল্লেখ করার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন পেয়েছেন।

অন্যদিকে প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে হাদীসকে 'সহীহ' বলা হয়েছে সনদের (বর্ণনা সূত্র) নির্ভুলতার ভিত্তিতে। মতনের (বক্তব্য বিষয়) নির্ভুলতার ভিত্তিতে নয়। তাই প্রচলিত হাদীসগ্রন্থে থাকা সকল সহীহ হাদীস নির্ভুল একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

সুরা আল বাকারার ১৮৫ নং আয়াত অনুযায়ী কুরআন সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী। কুরআনের জ্ঞান না থাকলে কেউ একটি হাদীস সঠিক না জাল সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হবে। আর মিথ্যা হাদীসের ওপর আমল করে তার জীবনও ব্যর্থ হবে।

হাদীস সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-১৯) নামক বইটিতে।

২. মৌলিক-অমৌলিক আমলের পার্থক্য নির্ণয় করতে না পারা

ইসলামের আমলগুলো মৌলিক ও অমৌলিক (ফরজ ও নফল)-এ দুই ভাগে বিভক্ত। মৌলিক আমলের একটিও খুশি মনে বা প্রায় না থাকার মতো ওজরসহ ছেড়ে দিয়ে তাওবা না করে মারা গেলে মু'মিন ব্যক্তিকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। আর অমৌলিক আমলগুলোর সবগুলোও যদি কেউ ছোটোখাটো ওজরের কারণে পালন না করে তথা ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশি মনে ছেড়ে না দেয় তবে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে না। এ জন্য শুধু তার জান্নাতের মান (Grade) কিছুটা কমবে।

সুরা আন নাহলের ৮৯ নং আয়াতে ইতিবাচক ও সুরা আন'য়ামের ৩৮ নং আয়াতে নেতিবাচকভাবে বলা হয়েছে যে– আল কুরআনে সকল মৌলিক আমল উল্লিখিত আছে। অন্যদিকে ইসলামের মৌলিক ও অমৌলিক সকল আমল উল্লেখ আছে সুন্নাহ তথা সনদ ও মতন সহীহ হাদীসে। কিন্তু শুধু হাদীস পড়ে কোন আমল মৌলিক আর কোনটা অমৌলিক, এটি বুঝা অসম্ভব।

তাই যদি শুধু হাদীস পড়েই ইসলামকে জানার ব্যবস্থা চালু হয়, তবে মুসলিমরা ইসলামের কোন বিষয়গুলো মৌলিক আর কোন বিষয়গুলো অমৌলিক, তা বুঝতে পারবে না। ফলে ইসলাম পালনের সময় তারা অমৌলিক বিষয়গুলো মৌলিক বিষয়গুলো থেকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে পালন করতে থাকবে, যা তারা বর্তমানে করছে। যেকোনো জীবনব্যবস্থা ব্যর্থ হওয়ার জন্য এটি একটি অত্যন্ত বড়ো কারণ। ইসলামের মৌলিক ও অমৌলিক বিষয়ের মহা ক্ষতিকর এই মিশ্রণ এড়ানোর জন্য রসুল স. মক্কী জীবনে হাদীস লিখতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু কুরআন নাযিলের সাথে সাথে তিনি তা লিপিবদ্ধ ও মুখস্থ করার ব্যবস্থা করেছেন।

ইমাম হওয়ার যোগ্যতার বিষয়ে রসুল স.-এর কুরআনের জ্ঞান থাকাকে হাদীসের জ্ঞান থাকার আগে উল্লেখ করার এটি অন্যতম প্রধান কারণ।

৩. হিজরত করা

সালাতের ইমাম হওয়ার গুণাবলির মধ্যে রসুল স. তিন নম্বরে উল্লেখ করেছেন হিজরত করাকে। হিজরত ইসলামের একটি আমল বা কাজ। কিন্তু বর্তমানে এটি সাধারণভাবে চালু নেই। তাই বর্তমান বিশ্ব মুসলিমদের এটি ভালো করে বুঝতে হবে যে– সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, যিকির-আযকারসহ ইসলামের অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ আমল থাকা সত্ত্বেও রসুল স. কেন ইমাম হওয়ার

তিন নম্বর গুণ হিসেবে এমন একটি আমলের নাম উল্লেখ করেছেন যা সাধারণভাবে চালু নেই।

বিষয়টি বুঝতে হলে হিজরত সম্বন্ধে নিম্নের তথ্যগুলো সামনে রাখতে হবে–

হিজরতের অর্থ

হিজরত ইসলামের একটি পরিভাষা। এর অর্থ হচ্ছে, একটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নিজ জন্মভূমি, আত্মীয়-স্বজন, সহায়-সম্পত্তি ছেড়ে স্থায়ীভাবে অন্য স্থানে চলে যাওয়া।

হিজরতের উদ্দেশ্য

রসুল স.-কে দুনিয়ায় পাঠানোর উদ্দেশ্য হলো– আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করে দুনিয়ার মানুষকে দেখিয়ে দেওয়া। আর মহান আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো– নির্ভুল, পরিপূর্ণ ও মানদণ্ড উৎস হিসেবে কুরআনের জ্ঞানার্জন ও তাতে বিশ্বাস রেখে জন্মগতভাবে জানা সকল ন্যায় কাজ বাস্তবায়ন এবং অন্যায় কাজ প্রতিরোধের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা। এটি শত্রুরা কোনোভাবেই হতে দিতে চাইবে না।

নবুয়াত প্রাপ্তির পর রসুল স. মক্কায় মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য কার্যক্রম চালাতে থাকেন। কিন্তু ১৩ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করার পর তিনি বুঝতে পারলেন মক্কায় ইসলামকে বিজয়ী করা সম্ভব নয়। কারণ, সেখানকার অধিকাংশ মানুষ ছিল ইসলামের সক্রিয় বিরোধী। পক্ষান্তরে মদিনার অবস্থা ছিল ভিন্ন। সেখানকার অধিকাংশ মানুষ হয় ইসলামের পক্ষে, না হয় নিষ্ক্রিয় বিরোধী ছিল। অর্থাৎ আল্লাহর তৈরি প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী মক্কায় ইসলাম বিজয়ী হওয়া সম্ভব ছিল না, কিন্তু মদিনায় সম্ভব ছিল। তাই তিনি নিজের প্রাণপ্রিয় জন্মভূমি, আত্মীয়-স্বজন ও সহায়-সম্পত্তি ছেড়ে আল্লাহর নির্দেশে মদিনায় হিজরত করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং হিজরত করলেন। মদিনায় পৌঁছে তিনি মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে একটি ছোটো ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করলেন।

হিজরত সম্পর্কে উপরিউক্ত তথ্য পর্যালোচনার পর এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে– হিজরত ইসলামের এমন একটি আমল বা কাজ যার উদ্দেশ্য ইসলামকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করা এবং যেটি করতে দেশ, আত্মীয়-স্বজন ও সহায়-সম্পদ ছেড়ে যাওয়ার মতো অত্যন্ত কঠিন ত্যাগ স্বীকার করতে হয়।

আশাকরি এখন সবার কাছে পরিষ্কার হবে যে– সালাতের ইমাম হওয়ার জন্য রসুল স. হিজরত নামক আমল দিয়ে ঐ সব কাজকে বুঝাতে চেয়েছেন, যার

উদ্দেশ্য হবে ইসলামকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করা এবং যা করতে কঠিন ত্যাগ স্বীকার করতে হয়।

তাই সহজে বোঝা যায়, ইমাম হওয়ার গুণাগুণের মধ্যে হিজরত করাকে তিন নম্বরে উল্লেখ করার মাধ্যমে রসুল স. জানিয়ে দিয়েছেন– ইমাম হওয়ার তিন নম্বর গুণ হবে এক ও দুই নম্বর গুণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা। আর আমলগুলোর গুরুত্বের ক্রম অনুযায়ী অবস্থান হবে–

১. ঐ সকল মৌলিক কাজ যার উদ্দেশ্য হবে দ্বীনকে বিজয়ী করা এবং যা করতে মাল ও জানের প্রচণ্ড ত্যাগ স্বীকার করা লাগে।
২. ঐ সকল মৌলিক কাজ যা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিভাগের মধ্যে পড়ে।
৩. ঐ সকল মৌলিক কাজ যা মানুষ সৃষ্টির পাথেয় বিভাগের মধ্যে পড়ে ।
৪. ইসলামের অমৌলিক কাজ।

♣♣ তাহলে সালাতের ইমাম হওয়ার জন্য যে গুণাবলির প্রয়োজন হবে বলে আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন এবং রসুল স. তাঁর কাওলী ও ফে'য়লী হাদীসের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন, গুরুত্বের ক্রম অনুযায়ী সেগুলো হলো–

১. শুদ্ধ করে কুরআন পড়াসহ কুরআনের জ্ঞান থাকা।
   এখানে কুরআনের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীকে সাধারণ জ্ঞানীর চেয়ে বেশি যোগ্য ধরতে হবে এবং বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের মধ্যে যার কুরআনের বেশি সংখ্যক বিভাগের বিশেষ জ্ঞান আছে, তাকে বেশি যোগ্য ধরতে হবে।
২. হাদীসের জ্ঞান থাকা।
৩. আমল করা।
   আর আমল করার ব্যাপারে নিম্নের ক্রম অনুযায়ী যার আমল যত বেশি হবে তাকে তত বেশি যোগ্য ধরতে হবে–
   ক. ঐ সকল মৌলিক আমল যার উদ্দেশ্য ইসলামকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করা এবং যা পালন করতে প্রচণ্ড ত্যাগ স্বীকার করা লাগে।
   খ. ঐ সকল মৌলিক আমল যা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিভাগের মধ্যে পড়ে।
   গ. ঐ সকল মৌলিক আমল যা মানুষ সৃষ্টির পাথেয় বিভাগের মধ্যে পড়ে।
   ঘ. অমৌলিক আমল।
৪. বয়স।
৫. শারীরিক পরিপূর্ণতা, গায়ের রং, বংশ, গোত্র, দেশ, মনিব, গোলাম, পোশাক-পরিচ্ছদের মূল্য ও তৈরির ধরন ইত্যাদি সালাতের ইমামের

যোগ্যতা যাচাইয়ের মানদণ্ডে তখনই শুধু আসতে পারে যখন ওপরের সকল গুণ একাধিক ব্যক্তির মধ্যে অভিন্ন মানের হবে। এটি প্রায় অসম্ভব একটি ব্যাপার।

৪.২. সালাত থেকে সমাজ বা দেশের নেতা নির্ণয়ের পদ্ধতি স্মরণে রাখার ব্যবস্থা যে উপায়ে করা হয়েছে

সালাত থেকে সমাজ বা দেশের নেতা নির্ণয়ের পদ্ধতি তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্মরণ রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে নিম্নোক্ত উপায়ে–

তাত্ত্বিক উপায়

আল কুরআনে সমাজ বা দেশের নেতা নির্ণয়ের পদ্ধতি সম্পর্কিত বেশকিছু আয়াত আছে। ঐ আয়াতের ২টি নিম্নরূপ–

... ... فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ... ...

... ... সুতরাং তুমি তাদেরকে মাফ করে দাও, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করো। ... ...

(সুরা আলে ইমরান/৩ : ১৫৯)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এ আয়াতে রসুল স.-কে সাহাবীগণের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করতে বলেছেন। পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করতে বলার অর্থ হলো– পরামর্শ করে সকলের বা অধিকাংশের সম্মতির তথা ভোটের ভিত্তিতে কাজ করা।

নবুয়াতী দায়িত্ব পালন করার সময় রসুল স. আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কথা বলতেন না। তাই কাজ করার সময় রসুল স.-এর সাহাবাগণের সাথে পরামর্শ না করলেও অসুবিধা ছিল না। তারপরও আল্লাহ তা'য়ালা রসুল স.-কে এ আদেশ দিয়েছেন। কারণ, বিষয়টি সমাজ পরিচালনার জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

তাই এ আয়াতের ভিত্তিতে বলা যায়– সকল বা অধিকাংশের সম্মতি তথা ভোটের ভিত্তিতে সমাজের নেতা নির্বাচন করতে হবে।

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ.

আর যারা তাদের রবের ডাকে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে, নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে। আর

তাদেরকে আমরা যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।

(সুরা আশ শুরা/৪২ : ৩৮)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতটির একটি বক্তব্য হলো– প্রকৃত মু'মিনগণ পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে নিজেদের কাজ-কর্ম সম্পাদন করে। তাই ১নং তথ্যের আয়াতটির মতো ব্যাখ্যা করে এ আয়াত থেকেও জানা যায়– সকলের বা অধিকাংশের সম্মতি তথা ভোটের ভিত্তিতে সমাজে নেতা নির্বাচন করতে হবে।

সম্মিলিত শিক্ষা : এ দুটি আয়াতের ভিত্তিতে বলা যায়, মুসলিম সমাজের নেতা হবে সেই ব্যক্তি– যাকে সকল বা অধিকাংশ মু'মিন কুরআন ও সুন্নায় জানিয়ে দেওয়া যোগ্যতার দিক দিয়ে তথা কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান এবং সে অনুযায়ী আমলের দিক দিয়ে অধিক যোগ্য বলে সম্মতি তথা ভোট দেবে।

সালাত আদায়কারী যদি তার মুখস্ত থাকা ওপরের আয়াত দুটির যেকোনো একটি বা এ ধরনের বক্তব্য ধারণকারী ১টি বড়ো বা ৩টি ছোটো আয়াত সুরা ফাতিহার পর পড়ে তবে রিভিশন দেওয়ার মাধ্যমে তাত্ত্বিকভাবে সমাজের নেতা হওয়ার যোগ্যতাসমূহ তার স্মরণে থাকবে।

ব্যাবহারিক উপায়

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ইসলামী জীবনবিধানে সমাজের নেতা যিনি হবেন তিনি সালাতের ইমামতিও করবেন। অর্থাৎ ইসলামে সমাজের নেতা ও সালাতের ইমামের যোগ্যতা অভিন্ন। ওপরে উল্লিখিত কুরআনের আয়াতের সাথে সালাতের ইমাম নির্ণয়ের পদ্ধতি বর্ণনাকারী হাদীসের তথ্য (পরে আসছে) মিলালে জানা যায় মুসলিম সমাজ বা দেশের নেতা নির্ণয়ের পদ্ধতি হলো– যাকে সকল বা অধিকাংশ মু'মিন আগে উল্লিখিত যোগ্যতার ভিত্তিতে অধিক যোগ্য বলে সম্মতি তথা ভোট দেবে সেই মুসলিম সমাজ বা দেশের নেতা হবে।

সালাত আদায়কারী যদি সালাতের ইমাম হওয়ার ওপরে বর্ণিত কুরআন ও হাদীস ভিত্তিক সালাতে ইমাম নির্ণয়ের পদ্ধতি সম্পর্কিত জ্ঞান রেখে ইমামের পেছনে দিনে ৫ বার জামায়াতে সালাত আদায় করে তবে রিভিশন দেওয়ার মাধ্যমে তার সমাজের নেতা নির্ণয়ের পদ্ধতি সম্পর্কিত জ্ঞান স্মরণে থাকবে।

সালাতের ইমাম নির্ণয়ের পদ্ধতি বর্ণনাকারী হাদীস

সালাতের ইমাম নির্ণয়ের পদ্ধতি বর্ণনাকারী কিছু কাওলী ও ফে'য়লী হাদীস ব্যাখ্যাসহ নিম্নরূপ–

হাদীস-১ (কওলী হাদীস)

أخرج الإمام أبي داود .... حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ .... عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُمْ صَلوتُهُمْ مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلوةَ دِبَارًا وَالدِّبَارُ أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْدَ أَنْ تَفُوتَهُ وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرَهُ.

ইমাম আবূ দাউদ রহ. আব্দুল্লাহ ইবন উমার রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আল-কা'নাবী রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– ইবনে উমর রা. বলেন, রসুল স. বলেছেন, তিন ব্যক্তির সালাত কবুল হবে না– যে কোনো গোত্র (বা জাতির) ইমাম (সমাজের নেতা বা সালাতের ইমাম) হয়েছে অথচ তারা তাকে পছন্দ করে না, যে সালাত পড়তে আসে দিবারে। দিবার বলে সালাতের উত্তম সময়ের পরের সময়কে এবং যে কোন স্বাধীন নারীকে দাসীতে পরিণত করে।

- ♦ আবূ দাউদ, *আস সুনান*, হাদীস নং- ৫৯৩।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বক্তব্য হলো– যে ব্যক্তি কোনো গোত্র বা জাতির বা সমাজের নেতা বা সালাতের ইমাম হয়েছে অথচ লোকেরা (জনগণ বা মুক্তাদিগণ) তাকে পছন্দ করে না তার সালাত কবুল হবে না। আর পছন্দ করা বা না করার মানদণ্ড হবে আগে কুরআন ও হাদীসের উল্লিখিত যোগ্যতা বা গুণগুলো।

তাই হাদীসটি থেকে জানা যায়– মুসলিম সমাজের নেতা বা সালাতের ইমাম হবেন তিনি যাকে সকল বা অধিকাংশ মুসলিম বা সালাত আদায়কারী আগে উল্লিখিত মানদণ্ডের আলোকে বিবেচনা করে অধিক যোগ্য বলে সম্মতি বা ভোট দেবেন।

হাদীস-২ (কওলী হাদীস)

أخرج الإمام الترمذي .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ .... عَنْ أَبِي أُمَامَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ آذَانَهُمُ الْعَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ.

ইমাম তিরমিযী রহ. আবূ উমামাহ রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু উমামা রা. বলেন, রসুল স. বলেছেন– তিন ব্যক্তির সালাত তাদের কানের সীমা অতিক্রম করে না (অর্থাৎ কবুল হয় না)– পালাতক দাস যতক্ষণ সে ফিরে না আসে। যে নারী রাত্রিযাপন করেছে অথচ তার স্বামী তার ওপর অসন্তুষ্ট। আর গোত্র (বা জাতির) ইমাম (সমাজের নেতা বা সালাতের ইমাম) অথচ মানুষ তাকে পছন্দ করে না।

- ♦ তিরমিযী, *আস সুনান*, হাদীস নং-৩৬১।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটির ব্যাখ্যা থেকেও মুসলিম সমাজের নেতা বা সালাতের ইমামের বিষয়ে ১ নং তথ্যের হাদীসটির মতো তথ্য বের হয়ে আসবে।

হাদীস-৩ (কওলী হাদীস)

أخرج الإمام ابن ماجه .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجٍ ....

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا تَرْتَفِعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ

شِبْرًا رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَأَخَوَانِ

مُتَصَارِمَانِ.

ইমাম ইবন মাজাহ রহ. আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবন উমার ইবন হাইয়াজ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রসুল স. বলেছেন, তিন ব্যক্তির সালাত তাদের মাথার ওপর এক বিঘতও ওঠে না তথা কবুল হয় না– যে ব্যক্তি কোনো গোত্র বা জাতির ইমাম হয় কিন্তু তারা (সংগত কারণে) তাকে পছন্দ করে না, সেই নারী যে রাত্রিযাপন করেছে অথচ তার স্বামী তার ওপর নাখোশ এবং সেই দুই ভাই যারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন।

- ♦ ইবন মাজাহ, *আস সুনান*, হাদীস নং-৯৭১।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটির ব্যাখ্যা থেকেও মুসলিম সমাজের নেতা বা সালাতের ইমামের বিষয়ে ১ নং তথ্যের হাদীসটির মতো তথ্য বের হয়ে আসবে।

হাদীস-৪ (ফে'য়লী হাদীস)
রসুল স. যতদিন জীবিত ও সুস্থ ছিলেন ততদিন তিনি মুসলিম সমাজের নেতৃত্ব এবং সালাতের ইমামতি করেছেন। এটিতে কোনো প্রকৃত মুসলিম দ্বিমত পোষণ করেননি। কারণ, আগে উল্লিখিত মানদণ্ডের আলোকে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে যোগ্য।

♣♣ বর্তমানে সালাত আদায়কারীগণ যাদেরকে তাদের সমাজের নেতা বানান তাদের প্রায় সবাই ঐ চারটি যোগ্যতা থেকে অনেক দূরে। তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকে তারা সালাত পড়ছেন কিন্তু যথাযথভাবে কায়েম করছেন না। আর তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের সালাত কবুল হওয়ার বিষয়ে বিরাট প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।

৪.৩. সালাত থেকে নেতার সমাজ বা দেশ পরিচালনা পদ্ধতি স্মরণে রাখার ব্যবস্থা যে উপায়ে করা হয়েছে

সালাত থেকে নেতার সমাজ বা দেশ পরিচালনা পদ্ধতি তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্মরণ রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে নিম্নোক্ত উপায়ে–

তাত্ত্বিক উপায়
আল কুরআনে নেতার সমাজ বা দেশ পরিচালনা পদ্ধতি বিষয়ক ১টি আয়াত নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ.

আমরা যদি (অতাৎক্ষণিকভাবে) তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করি তবে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে, জানা কাজ পালন করার আদেশ করবে ও অস্বীকার করা কাজ পালনে নিষেধ করবে। ... ...

(সুরা আল হাজ্জ/২২ : ৪১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে বলা হয়েছে মু'মিনগণ যদি পৃথিবীতে শাসন ক্ষমতা পায় তবে তারা যে সকল কাজ করবে তা হলো–

১. সালাত কায়েম করা।
২. যাকাত আদায় করা।
৩. জন্মগতভাবে জানা কাজের (সৎকাজ) আদেশ দেওয়া ও জন্মগতভাবে অস্বীকার করা কাজ (অসৎকাজ) প্রতিরোধ করা।

সালাত কায়েম করার ব্যাখ্যা হলো– সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করা। অন্যদিকে আগে উল্লিখিত সুরা নিসার ৫৮ নং আয়াতটিতে জানানো হয়েছে মু'মিনগণ তাদের নেতৃত্বের আমানত যোগ্য শাসকের হাতে অর্পন করবে।

তাই এ আয়াতে বর্ণিত কাজগুলো মুসলিম দেশের শাসকের ওপর বর্তাবে। অর্থাৎ মুসলিম দেশের নেতার দেশ চালাতে হবে সালাতের ইমাম যে পদ্ধতি অনুসরণ করে সালাত পরিচালনা করে সে পদ্ধতি অনুসরণ করে।

সালাতের ইমাম সালাত পরিচালনা করে কুরআন ও সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) অনুসরণ করে। তাই মুসলিম সমাজ বা দেশের নেতার সমাজ বা দেশ চালাতে হবে কুরআন ও সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) অনুসরণ করে।

সালাত আদায়কারী যদি উল্লিখিত আয়াতটি বা এ ধরনের বক্তব্য ধারণকারী ১টি বড়ো বা ৩টি ছোটো আয়াত সুরা ফাতিহার পর পড়ে তবে রিভিশন দেওয়ার মাধ্যমে তাত্ত্বিকভাবে নেতার সমাজ বা দেশ পরিচালনা পদ্ধতি তার স্মরণে থাকবে।

ব্যাবহারিক উপায়

সালাত আদায়কারী দিনে ৫ বার জামায়াতে সালাত আদায় করার সময় বাস্তবে দেখে যে–

১. ইমাম কুরআন ও সুন্নাহর গণ্ডির মধ্যে থেকে সালাত পরিচালনা করে।
২. সালাত পরিচালনার সময় ইমামকে মুক্তাদিদের সুবিধা-অসুবিধার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। যেমন– বড়ো জামায়াতে ইমাম লম্বা সুরা পড়ে না। কারণ, মুক্তাদিদের মধ্যে কেউ অসুস্থ বা ব্যস্ত থাকতে পারে।

এটি থেকে সালাত আদায়কারী জানতে পারে যে–

১. সমাজ বা দেশের নেতাকে কুরআন ও সুন্নাহর গণ্ডির মধ্যে থেকে সমাজ বা দেশ পরিচালনা করতে হবে।
২. সমাজ বা দেশ পরিচালনার সময় নেতাকে জনগণের সুবিধা-অসুবিধার দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

তাই সহজে বলা যায়– জামায়াতে সালাতের শারীরিক ভাষার (Body language) অনুষ্ঠান বার বার পালন করার মাধ্যমে ব্যাবহারিকভাবে

রিভিশন দিয়ে সালাত আদায়কারীদের তাত্ত্বিকভাবে স্মরণে রাখা বিষয়টি (নেতার সমাজ বা দেশ চালাতে হবে কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ করে) বোঝা ও স্মরণ রাখাকে সহজতর করা হয়েছে।

♣♣ বর্তমানে মুসলিম নেতাগণ কুরআন ও সুন্নাহর জানিয়ে দেওয়া নীতিমালার আলোকে তাদের দেশ চালাচ্ছেন কি? তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকে ঐ নেতাগণ সালাত পড়ছেন কিন্তু কায়েম করছেন না। আর তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের সালাত কবুল হওয়ার বিষয়ে বিরাট প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।

৪.৪. সালাত থেকে সমাজ বা দেশের নেতার আনুগত্য ও অপসারণ পদ্ধতি স্মরণে রাখার ব্যবস্থা যে উপায়ে করা হয়েছে

সালাত থেকে সমাজ বা দেশের নেতার আনুগত্য ও অপসারণ পদ্ধতি তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্মরণ রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে নিম্নোক্ত উপায়ে–

তাত্ত্বিক উপায়

সমাজ বা দেশের নেতার আনুগত্য ও অপসারণ পদ্ধতি সম্পর্কিত আল কুরআনে থাকা আয়াতের একটি হলো–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا .

হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রসুলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্বশীল। অতঃপর কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা ফিরিয়ে দাও আল্লাহ (কুরআন) ও রসুলের (সুন্নাহর) দিকে। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে থাকো। এটাই সর্বোত্তম ও পরিণামে সর্বোৎকৃষ্ট।

(সুরা আন নিসা/৪ : ৫৯)

ব্যাখ্যা : ইসলামে উলিল আমর তথা দায়িত্বশীল ব্যক্তি বলতে দুই ধরনের ব্যক্তিবর্গকে বোঝায়–

১. ইসলামী সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ। যেমন– প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী বা সরকারি কর্মচারী।

২. ইসলামী সমাজ যাদের প্রভাবে প্রভাবিত হয় এমন ব্যক্তিবর্গ। যেমন– সালাতের ইমাম, ইসলামী মনীষী, আলেম সমাজ, ইসলামী চিন্তাবিদ ইত্যাদি।

তাই আয়াতটি থেকে সমাজ বা দেশের নেতার আনুগত্য ও অপসারণ পদ্ধতি যা হবে বলে জানা যায়–

১. সমাজ বা দেশের নেতার আনুগত্য করা ফরজ।
২. নেতার সাথে মতপার্থক্য করা বৈধ।
৩. মতপার্থক্যের সমাধান করতে হবে কুরআন ও সুন্নাহর (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) দলিলের ভিত্তিতে ভদ্রভাবে। কারণ, ইসলাম অভদ্রতা পছন্দ করে না।
৪. কুরআন ও সুন্নাহর সরাসরি দলিল ভদ্রভাবে তুলে ধরার পরও যদি নেতা তার মৌলিক ভুল না শুধরায় তবে তাকে অপসারণ করে সকল বা অধিকাংশের সম্মতি তথা ভোটের ভিত্তিতে নতুন নেতা নির্বাচন করতে হবে।

সালাত আদায়কারী যদি উল্লিখিত আয়াতটি বা এ ধরনের বক্তব্য ধারণকারী ১টি বড়ো বা ৩টি ছোটো আয়াত সুরা ফাতিহার পর মুখস্ত পড়ে তবে রিভিশন দেওয়ার মাধ্যমে তাত্ত্বিকভাবে তার নেতার আনুগত্য ও অপসারণ পদ্ধতি স্মরণে থাকবে।

ব্যাবহারিক উপায়

জামায়াতে সালাত আদায় করার শারীরিক ভাষার (Body language) মাধ্যমে ব্যাবহারিক উপায়ে মু'মিনদেরকে সমাজ বা দেশের নেতার আনুগত্য ও অপসারণ পদ্ধতি স্মরণে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

একজন মুসলিম দিনে ৫ বার জামায়াতে সালাত আদায় করার সময় বাস্তবে দেখে যে–

১. যোগ্যতার ভিত্তিতে সকল বা অধিকাংশ মুক্তাদির সম্মতি তথা ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত ইমাম সালাত পরিচালনায় ভুল করলে পেছন থেকে মুক্তাদিরা ভয় না করে আল্লাহু আকবার বলে তথা ভদ্রভাষায় তাকে শোধরানোর জন্য অনুরোধ করে।
২. সালাতের ইমাম তার ভুল শুধরিয়ে নিলে তার পেছনে সালাত আদায় করা চলতে থাকে।
৩. ভদ্রভাবে অনুরোধ করার পরও যদি ইমাম মৌলিক ভুল না শোধরায় তবে তাকে অপসারণ করে সকল বা অধিকাংশ মুক্তাদির সম্মতি তথা

ভোটের ভিত্তিতে নতুন ইমাম নির্বাচন করে তার পেছনে সালাত পড়া হয়।

তাই সহজে বলা যায়– জামায়াতে সালাতে উপস্থিত শারীরিক ভাষার (Body language) অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যাবহারিকভাবে রিভিশন দিয়ে সালাত আদায়কারীদের সমাজ বা দেশের নেতার আনুগত্য ও অপসারণ পদ্ধতি বোঝা ও স্মরণ রাখাকে সহজতর করা হয়েছে।

♣♣ বর্তমান মুসলিম দেশে নেতার আনুগত্য ও অপসারণ এ পদ্ধতিতে হয় কি? তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান মুসলিম দেশের নাগরিকগণ সালাত পড়ছেন কিন্তু কায়েম করছেন না। আর তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকেও তাদের সালাত কবুল হওয়ার বিষয়ে বিরাট প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।

৪.৫. সালাত থেকে সমাজ বা দেশের নেতা পুরুষ না মহিলা হওয়ার বিষয়টি স্মরণে রাখার ব্যবস্থা যে উপায়ে করা হয়েছে

সালাত থেকে সমাজ বা দেশের নেতা পুরুষ না মহিলা হওয়ার বিষয়টি তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্মরণ রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে নিম্নোক্ত উপায়ে–

তাত্ত্বিক উপায়

সমাজ বা দেশের নেতা পুরুষ না মহিলা হওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে আল কুরআনে থাকা আয়াতের একটি হলো–

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ.

পুরুষরা নারীদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল (পরিচালক), কারণ আল্লাহ তাদের একজনকে অন্য জনের ওপর (বিশেষ বিশেষ দিক থেকে) শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এজন্যও যে, তারা তাদের ধন-সম্পদ (মোহর ও সংসারের জন্য) ব্যয় করে (ব্যয় করার বিধান দেওয়া হয়েছে)।

(সুরা আন নিসা/৪ : ৩৪)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ এখানে স্পষ্ট করে বলেছেন যে– পুরুষ হচ্ছে নারীর পরিচালক তথা নেতা। এরপর তিনি এর কারণও বলে দিয়েছেন। ঐ কারণের প্রধানটি হলো– জীবনের কিছু দিকে নারীরা পুরুষ থেকে শ্রেষ্ঠ। আবার কিছু দিকে পুরুষরা নারী থেকে শ্রেষ্ঠ। পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্বের একটি দিক হলো নেতৃত্ব দেওয়ার দিক। অর্থাৎ নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য যেসব দৈহিক, মানসিক ও

বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা দরকার তা সৃষ্টিগতভাবে নারীদের চেয়ে পুরুষদের বেশি দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও সত্য। মানুষ যদি এই সৃষ্টি রহস্যভিত্তিক কথা না মানে তবে ভোগান্তি হবে তাদের, আল্লাহর নয়।

সালাত আদায়কারী যদি উল্লিখিত আয়াতটি বা এ ধরনের বক্তব্য ধারণকারী ১টি বড়ো বা ৩টি ছোটো আয়াত সুরা ফাতিহার পর মুখস্ত পড়ে তবে রিভিশন দেওয়ার মাধ্যমে তাত্ত্বিকভাবে তার সমাজ বা দেশের নেতা পুরুষ হবে বিষয়টি স্মরণে থাকবে।

ব্যাবহারিক উপায়

জামায়াতে সালাত আদায় করার শারীরিক ভাষার (Body language) মাধ্যমে ব্যাবহারিক উপায়ে মু'মিনদের সমাজ বা দেশের নেতা পুরুষ না মহিলা হওয়ার বিষয়টি স্মরণে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

একজন পুরুষ মুসলিম দিনে ৫ বার জামায়াতে সালাত আদায় করার সময় বাস্তবে দেখে যে– শুধু পুরুষ বা পুরুষ ও মহিলা মিশ্রিত জামায়াতে সবসময় ইমাম পুরুষ হয়। সে আরও দেখে যে– শুধু মহিলাদের জামায়াতে ইমাম মহিলা হয়। এটি থেকে ব্যাবহারিকভাবে সে জেনে নেয় যে–

১. শুধু পুরুষ বা পুরুষ ও মহিলা মিশ্রিত সমাজ, দেশ বা প্রতিষ্ঠানে নেতা হবে পুরুষ। অবশ্য কঠিন ওজর থাকলে ব্যতিক্রমের সুযোগ আছে।
২. শুধু মহিলাদের প্রতিষ্ঠানে নেতা হবে মহিলা।

তাই সহজে বলা যায়– জামায়াতে সালাতে উপস্থিত শারীরিক ভাষার (Body language) অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যাবহারিকভাবে রিভিশন দিয়ে সালাত আদায়কারীদের সমাজ বা দেশের নেতা পুরুষ না মহিলা হওয়ার বিষয়ে তাত্ত্বিকভাবে স্মরণে রাখা তথ্যটি বোঝা ও স্মরণ রাখাকে সহজতর করা হয়েছে।

সুধী পাঠক, এ পর্যন্ত এসে আপনারা নিশ্চয় স্বীকার করবেন সালাতের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেওয়া ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের শিক্ষাগুলো যদি বর্তমান মুসলিম দেশগুলোতে যথাযথভাবে চালু থাকতো তবে মুসলিম দেশগুলো সুখ, সমৃদ্ধি ও প্রগতির শিখরে উঠে যেত।

সালাত থেকে স্মরণে রাখতে চাওয়া বিশেষ পঠিত বিষয়সমূহের পর্যালোচনা

সালাত থেকে স্মরণে রাখতে চাওয়া বিশেষ পঠিত বিষয়সমূহ হলো–

১. সুরা ফাতিহা।

২. অন্য যেকোনো সুরার ১টি বড়ো বা ৩টি ছোটো আয়াত।

৩. সুবহান তাসবীহ

এ ৩টি বিষয়কে বিশেষ পঠিত বিষয় বলে উল্লেখ করার কারণ–

- শুধুমাত্র সুরা ফাতিহা সালাতের প্রতি রাকায়াতে পড়া বাধ্যতামূলক।
- অন্য যেকোনো সুরার ১টি বড়ো বা ৩টি ছোটো আয়াত প্রতি ওয়াক্তের ফরজ রাকায়াতের প্রথম দুই রাকায়াতে পড়া বাধ্যতামূলক।
- সুবহান তাসবীহটি সালাতে সবচেয়ে বেশিবার পড়া হয়। তবে এটি বাধ্যতামূলক বিধান নয়।

১. সুরা ফাতিহার পর্যালোচনা

সুরা ফাতিহার গুরুত্ব

সুরা ফাতিহা–

- প্রথম নাযিল হওয়া সুরা নয়। তা সত্ত্বেও এটিকে কুরআনের প্রথমে আনা হয়েছে তথা আল কুরআনের উদ্বোধনী সুরা করা হয়েছে।
- সালাতের প্রতি রাকায়াতে পড়া বাধ্যতামূলক।
- আল কুরআনে সুরা ফতিহার গুরুত্ব অন্য সকল সুরার একত্রিত গুরুত্বের সমান বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এভাবে–

  وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ.

  আর নিশ্চয় আমরা তোমাকে দিয়েছি পুনঃপুন পঠিত সাতটি আয়াত এবং দিয়েছি মহান কুরআন।

(সুরা আল হিজর/১৫ : ৮৭)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে সুরা ফাতিহাকে একদিকে এবং আল কুরআন তথা কুরআনের অন্য সকল সুরাকে অন্যদিকে রাখা হয়েছে। এখান থেকে সহজে বোঝা যায়– সুরা ফাতিহার গুরুত্ব বা পড়ার সাওয়াব অন্য সকল সুরার সম্মিলিত গুরুত্ব বা পড়ার সাওয়াবের সমান।

এ সকল তথ্য থেকে বোঝা যায়– সালাতে পঠিত বিষয়সমূহের মধ্যে সুরা ফাতিহার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। কেন সুরা ফাতিহাকে এ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে তা সকল মুসলিমের জানা দরকার। আর এটি বুঝা যায় সুরা ফাতিহার আয়াত ৭টির ব্যাখ্যা ও শিক্ষা পর্যালোচনা করলে।

সুরা ফাতিহার ব্যাখ্যা ও শিক্ষা

সুরা ফাতিহার ব্যাখ্যা দুটি পদ্ধতিতে করা যায় বা হয়–

১. সাধারণ পদ্ধতি।
২. কথোপকথন পদ্ধতি।

সাধারণ পদ্ধতি অনুযায়ী সুরা ফাতিহার ব্যাখ্যা–

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

সকল প্রশংসা জগৎসমূহের রব আল্লাহর জন্য।

আয়াতটির অংশ ও শব্দভিত্তিক ব্যাখ্যা

‘সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য’ কথাটির ব্যাখ্যা : সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য কথাটির ব্যাখ্যা হলো সকল প্রশংসা আল্লাহ তা’য়ালা পাওয়ার দাবিদার। এর যুক্তি বা কারণ হলো–

১. তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।
২. সৃষ্টিজগতের মধ্যে মানুষকে তিনি সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবান করেছেন।
৩. জগৎসমূহের সকল কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষের কল্যাণের জন্য।
৪. মানবজীবনকে সুখ, সমৃদ্ধি ও প্রগতিশীলতার সাথে পরিচালিত করে মৃত্যুর পরের জীবনে অনন্ত শান্তি ভোগ করার জন্য জ্ঞানের উৎস হিসেবে দিয়েছেন– কিতাব, সুন্নাহ ও আকল (Common sense/ বিবেক/বোধশক্তি/কাণ্ডজ্ঞান)। কিতাব হলো– আল্লাহ

প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান বা মানদণ্ড জ্ঞান। সুন্নাহ হলো– আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে এটি কুরআনের ব্যাখ্যা। আর Common sense হলো– জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত (সাধারণ) জ্ঞান বা ভিত্তি/বুনিয়াদি জ্ঞান। আল্লাহর কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হলো আল কুরআন।

৫. প্রদত্ত তিনটি উৎসের মাধ্যমে মানবতার শত্রু ইবলিসের তথ্যসন্ত্রাস/প্রতারণা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি ৪ স্তরের নিরাপত্তা সম্বলিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র দিয়েছেন।

প্রবাহচিত্রটি হলো–

যেকোনো বিষয়

↓

আকল/Common sense/বিবেক (আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ/অপ্রমাণিত জ্ঞান) বা বিজ্ঞানের (আকলের মাধ্যমে উদ্ভাবিত বিশেষ জ্ঞান) ভিত্তিতে সঠিক বা ভুল বলে **প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা** নেওয়া

↓

কুরআন (মূল প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

↓

সম্ভব না হলে সুন্নাহ (ব্যাখ্যামূলক প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

↓

সম্ভব না হলে প্রাথমিক সিদ্ধান্তের (আকল/Common sense/বিবেক বা বিজ্ঞানের রায়) ভিত্তিতে নেওয়া ব্যবস্থা ও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া

↓

মনীষীদের **ইজমা-কিয়াস** দিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে যাচাই-বাছাই করে অধিক তথ্যভিত্তিকটি গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)'** (গবেষণা সিরিজ-১২) নামের বইটিতে।

৬. পাঠানো কিতাবকে কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যমে মানুষকে নির্ভুলভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যুগে যুগে নবী-রসুল আ. পাঠিয়েছেন। যার সর্বশেষ জন হলেন মুহাম্মাদ স.।
৭. মানবজীবনকে সুখ, সমৃদ্ধি ও প্রগতিশীলতার সাথে পরিচালনা করার জন্য দিয়েছেন প্রয়োজনীয় সকল বিষয়/নিয়ামাত/অনুগ্রহ।

'জগৎসমূহ' শব্দের ব্যাখ্যা : এ শব্দটি প্রমাণ করে কুরআন মহান আল্লাহর প্রেরণ করা গ্রন্থ। কয়েক বছর আগেও বিজ্ঞানীরা সৃষ্টিজগতকে বলতো 'মহাবিশ্ব (Univese)। কিন্তু এখন বিজ্ঞানীরা সৃষ্টিজগতকে বলছে 'জগৎসমূহ/বিশ্বসমূহ (Multiverse)'। অন্যদিকে ১৪০০ বছর আগে কুরআন সৃষ্টিজগতকে বলছে 'জগৎসমূহ/বিশ্বসমূহ (Multiverse)'। তাই এ শব্দটি প্রমাণ করে কুরআন মানুষের লেখা কোনো গ্রন্থ নয়। এটি নিশ্চিতভাবে মহান আল্লাহর প্রেরণ করা গ্রন্থ।

'রব' শব্দের ব্যাখ্যা : রব একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। মহান আল্লাহ রুহের জগতে সকল মানব রুহের কাছ থেকে তাঁকে রব হিসেবে মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। শব্দটির অর্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে– সৃষ্টিকর্তা, লালন-পালনকারী, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা, আয়ুদাতা, হুকুমদাতা, আইনদাতা, জীবনসামগ্রীদাতা, সম্মানদাতা, সন্তানদাতা ইত্যাদি তথা জীবন সম্পর্কিত সকল প্রয়োজন পূরণকারী।

الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ .

(যিনি) পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু।

ব্যাখ্যা : মানব সমাজের প্রতি আল্লাহর করুণা ও দয়ার দৃষ্টি, ব্যক্তি মানুষের তুলনায় অধিক থাকে। তাই মানব সমাজকে শান্তিময় রাখার জন্য ব্যক্তি মানুষকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া তাঁর নীতি।

مٰلِكِ يَوۡمِ الدِّيۡنِ .

(যিনি) বিচারদিনের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

ব্যাখ্যা : বিচারদিনে একজন মানুষ অন্য মানুষকে সহায়তা করতে পারবে শুধু শাফায়াতের (সুপারিশ) মাধ্যমে। কিন্তু সেখানেও তথা শাফায়াতের অনুমতি দেওয়া, শাফায়াত গ্রহণ করে কারো শাস্তি মাফ করা ইত্যাদি সকল বিষয়ে সর্বময় ক্ষমতা থাকবে মহান আল্লাহর কাছে।

اِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَاِيَّاكَ نَسۡتَعِيۡنُ .

আমরা শুধু আপনার দাসত্ব করি এবং আমরা শুধু আপনারই কাছে সাহায্য চাই।

ব্যাখ্যা : মানুষের জীবন পরিচালনা আল্লাহর কাছে দাসত্ব হিসেবে কবুল হওয়ার জন্য আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া শর্ত কাজের ধরন অনুযায়ী ৪, ৬ বা ৮টি। মু'মিনের জন্য সে শর্তগুলো হলো−

ক. কাজটি পালন করার সময় আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সর্বক্ষণ সামনে রাখা।

খ. কাজটির ব্যাপারে আল্লাহর কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য জানা এবং কাজটি পালন করার সময় সে উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে বা হবে কি না তা সর্বক্ষণ খেয়াল রাখা।

গ. আল্লাহর প্রণয়ন করা ও জানিয়ে দেওয়া পাথেয় জানা এবং পাথেয়কে কাজটির উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক বিষয়/মাধ্যম মনে করে পালন করা।

ঘ. আল্লাহর জানানো ও রসুল স.-এর দেখানো নিয়ম-কানুন (আরকান-আহকাম) অনুসরণ করে কাজটির অনুষ্ঠান করা।

ঙ. আনুষ্ঠানিক কাজের ক্ষেত্রে− প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো মনে-প্রাণে গ্রহণ করা (আনুষ্ঠানিক কাজ হলো সে কাজ− যা করতে সকলকে একই ধরনের অনুষ্ঠান (কাজ) করতে হয়। যেমন− স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মেডিকেল কলেজ, ইউনিভার্সিটি ইত্যাদির কর্মকাণ্ড, সালাত, সিয়াম, হজ্জ, কুরবানী ইত্যাদি)।

ছ. আনুষ্ঠানিক কাজের অনুষ্ঠান পালন করে তা থেকে গ্রহণ করা শিক্ষাগুলো বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা।

জ. ব্যাপক কর্মকাণ্ড ধরনের কাজের (জীবন পরিচালনা করা, রসুল স.-এর অনুসরণ করা ইত্যাদি) ক্ষেত্রে আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ না দেওয়া।

ঝ. ব্যাপক কর্মকাণ্ড ধরনের কাজে থাকা বিভিন্ন বিষয়, জানিয়ে দেওয়া গুরুত্ব অনুযায়ী আগে ও পরে পালন করা।

(প্রথম ৪টি শর্ত সাধারণ তথা সকল কাজের জন্য প্রযোজ্য। ৬টি (৪+২) শর্ত আনুষ্ঠানিক কাজের জন্য প্রযোজ্য। ৮টি তথা সবগুলো শর্ত ব্যাপক কর্মকাণ্ডের জন্য প্রযোজ্য।

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে− কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-৫) নামক বইটিতে।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ .

আমাদেরকে (জীবন পরিচালনার) স্থায়ী পথটি প্রদর্শন করুন।

ব্যাখ্যা : আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া জীবন পরিচালনা তথা জীবন পরিচালনা করে সফল হওয়ার স্থায়ী পথ হলো–

- **প্রথমে** জন্মগতভাবে পাওয়া তথা বুনিয়াদি/ভিত্তি (Basic) জ্ঞানের শক্তি Common sense/আকল/বিবেককে আল্লাহর কিতাব, সুন্নাহ এবং মানব শরীর বিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান (সাধারণ বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান, অর্থ বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, জল বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, পররাষ্ট্র বিজ্ঞান), বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির সঠিক শিক্ষার মাধ্যমে উৎকর্ষিত করে জ্ঞানী হওয়া। তবে এ পর্যায়ে আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান সর্বাধিক গুরুত্ব পাবে।
- **তারপর** সে জ্ঞানের আলোকে আল্লাহর দেওয়া আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও অন্যান্য অনুগ্রহের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ কল্যাণ জানা/জানার চেষ্টা করা।
- **অতঃপর** অনুসরণ করার মাধ্যমে আল্লাহর আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও অন্যান্য অনুগ্রহের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ কল্যাণ উপলব্ধি করে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা (শোকর আদায় করা)।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'আসমানী গ্রন্থে উল্লিখিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের জীবন্তিকা'** (গবেষণা সিরিজ-৩৯) নামের বইটি ।

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ .

(সে পথ), যে পথে চলা ব্যক্তিদের ওপর আপনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন।

ব্যাখ্যা : অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ আল্লাহ তা'য়ালার কাছ থেকে অনুগ্রহ/কল্যাণ পায় আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছায় তথা তৈরি করে রাখা অনুগ্রহ/কল্যাণ পাওয়ার প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী নিজ তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় চলার কারণে। আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় নয়।

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ.

নয় (তাদের পথ) যে পথে চলা ব্যক্তিদের ওপর (অতাৎক্ষণিকভাবে আপনার) গজব পড়েছে এবং নয় (তাদের পথও) যারা পথভ্রষ্ট।

ব্যাখ্যা : অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের ওপর গজব আসে আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা তথা তৈরি করে রাখা গজব আসার প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী নিজ তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় চলায় কারণে। আল্লাহর তাৎক্ষণিক ইচ্ছায় নয়।

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা'** (গবেষণা সিরিজ-২৪) নামের বইটিতে।

কথোপকথন পদ্ধতি অনুযায়ী সুরা ফাতিহার ব্যাখ্যা

ইবনে মাযাহ, হাদীস নং ৩৭৮৪ এবং সহীহ মুসলিম ও সুনানে নাসায়ীতে উল্লিখিত ও আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে– সালাত হলো আল্লাহর সঙ্গে বান্দার সাক্ষাৎ ও প্রার্থনা। অর্থাৎ আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করা। আর ঐ প্রার্থনার সময় সালাত আদায়কারী ও আল্লাহর মধ্যে যে কথোপকথন হয়, সেটিই হলো সুরা ফাতিহা। সুরাটিতে আল্লাহর কথা উহ্য এবং বান্দার কথা লিপিবদ্ধ আকারে আছে। হাদীসগুলোর বক্তব্য এরূপ–

যখন বান্দা বলে, الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ তখন আল্লাহ বলেন– আমার বান্দা আমার প্রশংসা করলো। যখন বান্দা বলে, الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ তখন আল্লাহ বলেন– আমার বান্দা আমার গুণ গাইলো। যখন বান্দা বলে, مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ তখন আল্লাহ বলেন– আমার বান্দা আমার গৌরব বর্ণনা করলো। যখন বান্দা বলে, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ তখন আল্লাহ বলেন– আমার ও বান্দার মধ্যে এটিই সম্পর্ক যে, সে শুধু আমারই দাসত্ব করবে এবং শুধু আমারই কাছে চাইবে। আর যখন বান্দা বলে, صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ . غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ তখন আল্লাহ বলেন– এটা আমার বান্দার জন্য রইলো। আর আমার বান্দার জন্য তাই যা সে চাইলো।

আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন ও সুন্নাহ নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত গবেষণা চালিয়ে যেতে বলেছেন। যেমন আল্লাহ বলেছেন–

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

আর তোমার প্রতি যিক্‌র অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারো যা কিছু তাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তারাও

যেন চিন্তা-গবেষণা করে।

(সুরা আন নাহল/১৬ : ৪৪)

উল্লিখিত হাদীসের বক্তব্যের সাথে আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense এবং মুসলিম উম্মাহর বর্তমান কালের বাস্তব অবস্থা মেলালে সহজেই বোঝা যায় বর্তমান যুগে কথোপকথনটি হবে এরকম–

সালাত আদায়কারীর কথা

প্রার্থনার চিরসত্য একটি নিয়ম হলো, যার কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে প্রথমে তার প্রশংসামূলক কিছু কথা বলা। সালাতে দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারী তাই প্রথমে আল্লাহর প্রশংসামূলক তিনটি কথা বলে। যথা–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ.

সকল প্রশংসা জগৎসমূহের রব আল্লাহর জন্য। (যিনি) পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু। (যিনি) বিচারদিনের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

ব্যাখ্যা : সালাত আদায়কারী বলছে– হে আল্লাহ! আমরা যে নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও এ দুনিয়ায় বেঁচে থেকে আমাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারছি এ জন্য সকল প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য শুধু আপনি। কোনো নেতা, পীর, বুজুর্গ, চিকিৎসক ইত্যাদি নয়।

এভাবে সালাত আদায়কারী তিনটি বিষয়ে স্বেচ্ছায় স্বীকৃতি দেয়–

১. আল্লাহ হচ্ছেন মহাবিশ্বের রব

আরবী ভাষায় রব শব্দটির তিন প্রকার অর্থ হয়–

ক. মনিব বা প্রভু।

খ. লালন-পালনকারী বা তত্ত্বাবধায়ক।

গ. আদেশদাতা, আইনদাতা, শাসক বা বিচারকর্তা।

সালাত আদায়কারী এই সকল অর্থে, স্বেচ্ছায় আল্লাহকে স্বীকৃতি দেয়।

২. আল্লাহ পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু

বাস্তবতা হলো– রোগব্যাধি ও অন্য অসংখ্য প্রতিকূলতার মধ্যে আমরা যে এ দুনিয়ায় বেঁচে আছি এটি আল্লাহর দয়া। তিনি দয়া না করলে আমরা কেউই পরকালেও শান্তিতে থাকতে পারব না। তিনি মাফ করতেই বসে আছেন। শাস্তি দেওয়ার জন্য নয়। আমরা যদি কুরআনে বর্ণিত মৌলিক কাজগুলো অন্তত করতে পারি তবে তিনি ছোটো-খাটো সব গুনাহ মাফ করে দেবেন। এ কথা পবিত্র কুরআনে তিনি অনেকবার উল্লেখ করেছেন। আল্লাহকে দয়ালু ও করুণাময় বলার মাধ্যমে সালাত আদায়কারী স্বেচ্ছায় এ কথাগুলোরই স্বীকৃতি দেয়।

৩. আল্লাহ বিচার দিনের মালিক

এ কথা বলে সালাত আদায়কারী আল্লাহকে জানিয়ে দেয়– শেষ বিচারের দিনে সর্বময় কর্তৃত্ব থাকবে আল্লাহর। ইসলামের বড়ো নিষিদ্ধ কাজগুলো (কবীরা গুনাহ) থেকে মুক্ত না হয়ে আমরা যদি পরকালে চলে যাই তবে কোনো পীর, বুজুর্গ, শহীদ, এমনকি নবীও আমাদেরকে বাঁচাতে পারবেন না।

তাইতো রসুল স. নবুয়াত পেয়ে তাঁর প্রাণপ্রিয় মেয়ে ফাতেমাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন– হে ফাতেমা! তুমি যদি আল্লাহর আনুগত্য না করো তবে সেই বিচার দিনে, তোমার পিতা আমি মুহাম্মাদও তোমাকে শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারবো না। আল্লাহকে বিচার দিনের মালিক বলার মাধ্যমে সালাত আদায়কারী স্বেচ্ছায় এ কথাগুলোরই স্বীকৃতি দেয়।

আল্লাহর প্রশ্ন

সালাত আদায়কারীর প্রশংসামূলক কথা শুনে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করেন– কে তুই আমার প্রশংসা করছিস? কী তোর পরিচয়?

সালাত আদায়কারীর জবাব

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ.

আমরা শুধু আপনার দাসত্ব করি এবং আমরা শুধু আপনারই কাছে সাহায্য চাই।

ব্যাখ্যা : সালাত আদায়কারী তার পরিচয় দিতে গিয়ে প্রথমে বলছে– সে তাঁর একজন দাস। দাসত্ব করা মানে হুকুম মেনে চলা। যা হুকুম তাই আইন, আর যা আইন তাই হুকুম। তাই সালাত আদায়কারী আল্লাহকে বলছে– আমি সেই ব্যক্তি, যে দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা অন্য কারও নয়, শুধু আপনারই আইন (বিধান) মেনে চলি।

সালাত আদায়কারী আরও বলছে– আমি শুধু আপনার কাছে সাহায্য চাই। কারণ, আমি জানি নেতা, পীর, বুজুর্গ কারোরই ক্ষমতা নেই, আপনার কাছ থেকে জোর করে কিছু আদায় করে দেওয়ার। তাই পীর, বুজুর্গ বা অন্য কাউকে নজর-নেয়াজ বা অন্যভাবে ঘুষ দিয়ে খুশি করে তা দিয়ে আপনার থেকে কিছু আদায় করে নেওয়ার মতবাদে আমি বিশ্বাস করি না।

আল্লাহর জিজ্ঞাসা

বেশ জানলাম তোর পরিচয়। এখন বল, তুই কী চাস?

সালাত আদায়কারীর উত্তর

اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ.

আমাদেরকে (জীবন পরিচালনার) স্থায়ী (স্থায়ী ও সঠিক) পথটি প্রদর্শন করুন।

ব্যাখ্যা : আল্লাহর তুই কী চাস প্রশ্নের উত্তরে সালাত আদায়কারী একটিমাত্র বিষয় চেয়েছে। তা হলো স্থায়ী পথ। লক্ষণীয় হলো– যে ব্যক্তি স্থায়ী পথের সন্ধান আল্লাহর কাছে চাচ্ছে তার আগে বলা বা স্বীকার করা কয়েকটি কথা হলো–

- সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।
- আল্লাহ মহাবিশ্বের রব।
- আল্লাহ শেষ বিচার দিনের মালিক।
- চব্বিশ ঘণ্টার জীবনে সে শুধু তাঁরই আইন মেনে চলে এবং শুধু তারই কাছে সাহায্য চায়।

কথাসমূহ থেকে সহজে বোঝা যায়– সালাত আদায়কারী কাফের (নাস্তিক), কমিউনিস্ট বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী নয়। সে একজন পাকা ঈমানদার মুসলিম এবং ইসলামকেই সে তার জীবনব্যবস্থা হিসাবে বেছে নিয়েছে। তাহলে কেন সেই ব্যক্তি আল্লাহর কী চাস প্রশ্নের উত্তরে অন্য কিছু না চেয়ে স্থায়ী পথের সন্ধান চাইল? বেশ চিন্তার বিষয়, তাই না? আল্লাহর সাথে সালাত আদায়কারীর পরবর্তী কথোপকথনের মাধ্যমে ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়।

আল্লাহর জিজ্ঞাসা

সালাত আদায়কারীর স্থায়ী পথ চাওয়ার উত্তরে আল্লাহ বলেছেন– আচ্ছা বান্দা! এতক্ষণের কথাবার্তায় তো বোঝা যায় তুই ইসলামের সঠিক পথেই আছিস। কিন্তু এরপরও তুই আমার কাছে স্থায়ী পথের সন্ধান চাচ্ছিস। এই স্থায়ী পথ বলতে তুই কী বুঝাতে চাচ্ছিস খুলে বলতো? (আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের মনের কথা জানেন। তাই তাঁর এ ধরনের প্রশ্ন করার কারণ হলো মানুষকে শেখানো)।

সালাত আদায়কারীর জবাব

صِرَاطَ الَّذِيۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا الضَّآلِّيۡنَ.

(সে পথ), যে পথে চলা ব্যক্তিদের ওপর আপনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন। নয় (তাদের পথ) যে পথে চলা ব্যক্তিদের ওপর (অতাৎক্ষণিকভাবে আপনার) গজব পড়েছে এবং নয় (তাদের পথও) যারা পথভ্রষ্ট।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ স্থায়ী পথের ব্যাখ্যা জানতে চাওয়াতে সালাত আদায়কারী বলছে– হে আল্লাহ! সঠিক পথ বলতে আমি ঐ পথ বুঝাতে চাচ্ছি, যে পথে চলে পূর্ববর্তীরা সফলকাম হয়েছেন এবং অভিশপ্ত বা পথভ্রষ্ট হননি। কারণ, আমি তো ইসলাম পালনের ব্যাপারে মুসলিমদের বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত দেখছি। যেমন–

- সুন্নী, শীয়া।
- আহলুস সুন্নাত ওয়াল জাম'য়াত, আহলে হাদীস।
- হানাফী, শাফে'য়ী, হাম্বলী ও মালেকী।
- ভারতীয় উপমহাদেশ বিশেষত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে– পীর, কংগ্রেসী উলামা, আওয়ামী উলামা, জাতীয়তাবাদী উলামা, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী, খেলাফত আন্দোলন, তাবলীগ জামাত, অলি-আওলিয়া ইত্যাদি।

প্রত্যেক দলের অনুসারীদের চেহারা ও বেশ-ভূষায় ইসলামের অনুসারী বলে মনে হয়। কাউকে কাউকে চেহারা ও বেশভূষা দেখে বিরাট কামেল লোক মনে হয়। আবার কথা-বার্তায় প্রত্যেকে দাবি করেন তারাই সঠিক ইসলামের পথে আছেন। অন্যরা পথভ্রষ্ট। তাই আমি কাদের পথ অনুসরণ করব এ ব্যাপারে ভীষণ দ্বন্দ্বে পড়ে গিয়েছি। আর তাই আগে যারা পুরস্কৃত হয়েছে, অভিশপ্ত বা পথভ্রষ্ট হয়নি, তাদের পথের সন্ধান আমি আপনার কাছে চাচ্ছি।

আল্লাহর উত্তর

বান্দা তোমরা এ বিপদে পড়বে এটি আমার জানা আছে। এ বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্যই আমি সালাতে সুরা ফাতিহা পড়ার পর কুরআনের অন্য কিছু অংশ পড়া বাধ্যতামূলক করে, কুরআন ভুলতে না পারার ব্যবস্থা করেছি। কারণ–

১. স্থায়ী তথা স্থায়ীভাবে সঠিক পথ হচ্ছে কুরআনের পথ। তাই যাদের কুরআনের জ্ঞান আছে তারা সহজেই বুঝতে পারবে কোন দল সঠিক পথে ও কোন দল ভুল পথে আছে। অর্থাৎ কাদের অনুসরণ করা যাবে ও কাদের অনুসরণ করা যাবে না।

২. আর ঐ কুরআনে আমি বলে রেখেছি-

اِتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَاءَ ......

তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তোমরা তা অনুসরণ করো এবং তাঁকে (আল্লাহকে) ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করো না। ... ...

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ৩)

আর তাইতো আমি ৫ ওয়াক্ত সালাতের ফরজ রাকায়াতের প্রথম দুই রাকায়াতে সুরা ফাতিহার পর অন্য যেকোনো সুরার ১টি বড়ো বা ৩টি ছোটো আয়াত পড়া বাধ্যতামূলক রেখেছি। যেন সালাত আদায়কারী কোনোভাবে কুরআনের বক্তব্য ভুলে যেতে না পারে।

সুরা ফাতিহার ওপরে উল্লিখিত সাধারণ ও কথোপকথনমূলক ব্যাখ্যা জানার জানার পর এখন সহজে বলা যায়–

১. সুরা ফাতিহা হলো কুরআনের শিক্ষার সারসংক্ষেপ।
২. সুরা ফাতিহার মাধ্যমে সালাতের বাইরে অধ্যয়ন করে পুরো কুরআনের শিক্ষা (ইসলামী দর্শন) স্মরণে রাখার তাকিদ আছে। সালাত আদায়কারীকে প্রতিদিন কমপক্ষে ১৭ বার (ফরজ রাকায়াত সংখ্যা) এ তাকিদ শুনতে হয়।
৩. সুরা ফাতিহার মর্যাদা অন্য সকল সুরার একত্রিত মর্যাদার সমান।

সুধী পাঠক,

চিন্তা করে দেখুন সালাতে দাঁড়িয়ে সুরা ফাতিহার মাধ্যমে প্রতিদিন অন্তত ১৭ বার আল্লাহর সাথে আমাদের কী কথোপকথন হচ্ছে। কী অপূর্ব উপায়ে আল্লাহ আমাদের ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মৌলিক বিষয় এবং ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়ার সবচেয়ে মারাত্মক উপায় থেকে বাঁচার পথ বলে দিয়েছেন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে এটি সোজাসুজি বলে দিতে পারতেন। কিন্তু মানুষরা যাতে সহজে বুঝতে পারে, তাই তিনি প্রশ্ন করে কথোপকথনের মাধ্যমে বিষয়গুলো উপস্থাপন করেছেন।

২. অন্য আয়াত পড়ার বিষয়টি পর্যালোচনা

সালাতের প্রতি রাকাতে সুরা ফাতিহার পর অন্য যেকোনো সুরার অন্তত একটি বড়ো আয়াত বা ৩টি ছোটো আয়াত পড়া বাধ্যতামূলক। কেন আল্লাহ এ বাধ্যতামূলক ব্যবস্থাটি করেছেন, তা আজ বিশ্ব মুসলিমদের আবার ভালো করে বুঝতে হবে এবং সেই অনুযায়ী তাদের কর্মপদ্ধতি শুধরিয়ে নিতে হবে। যদি তারা আবার দুনিয়ায় বিজয়ী হতে চায় এবং পরকালে শান্তিতে থাকতে চায়। ব্যাপারটি ভালোভাবে বুঝতে হলে কুরআনে বর্ণিত মানুষ সৃষ্টি ও দুনিয়ায় প্রেরণের গোড়ার কথা থেকে শুরু করতে হবে।

আল্লাহ আদম আ.-কে সৃষ্টি করে ফেরেশতাদের এবং জ্বিন-ইবলিসকে তাকে সিজদা করতে (সম্মান দেখাতে) বললেন। সকল ফেরেশতারা সিজদা করল কিন্তু ইবলিস অহংকার করে সিজদা করা থেকে বিরত থাকলো। এতে আল্লাহ তাকে শয়তান হিসেবে ঘোষণা দিলেন। ইবলিস তখন আল্লাহকে বলল– আল্লাহ, আমিও আদম ও তার বংশধরদের ইসলামের পথ থেকে বিপথে নিতে সর্বাত্মক চেষ্টা করব। আর এ কাজ করার জন্য ইবলিস দুটো জিনিস আল্লাহর কাছে দাবি করলো–

১. কেয়ামত পর্যন্ত আয়ু।

২. যেকোনো স্থানে যাওয়ার এবং যেকোনো রূপ ধারণ করার ক্ষমতা।

আল্লাহ ইবলিসকে বললেন– ঠিক আছে, তোর দুটো দাবিই আমি পূরণ করব। কিন্তু তুই জোর করে বা বাধ্য করে মানুষকে বিপথে নিতে পারবি না। শুধু ধোঁকা দিয়ে তাদের বিপথে নেওয়ার চেষ্টা করতে পারবি।

আল্লাহ এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে ইবলিস তার কর্মকৌশল ঠিক করে নিল। সে ঠিক করলো– যেহেতু তাকে শুধু ধোঁকাবাজি, প্রতারণা তথা তথ্যসন্ত্রাসের মাধ্যমে মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে সরানোর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তাই তাকে কাজ করতে হবে–

১. চতুর্মুখী তথ্যসন্ত্রাসের মাধ্যমে।

২. মানুষের বন্ধু বা কল্যাণকামীর ছদ্মবেশে।

আল্লাহ আদম আ. ও বিবি হাওয়াকে জান্নাতে থাকতে দিলেন এবং সেখানে থাকা সবকিছু খেতে বললেন। তবে একটি বিশেষ গাছের ধারে কাছে যেতেও নিষেধ করলেন। আল্লাহ তা'য়ালা আদম ও হাওয়া আ.-কে আদেশটি সরাসরি দিলেন।

ইবলিস তার কাজ শুরু করে দিলো। সে বন্ধু সেজে আদম আ. ও বিবি হাওয়ার কাছে গেল এবং বলল– আদম, জানো আল্লাহ কেন তোমাদের ঐ গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছেন? ঐ ফল খেলে তোমরা অমর হয়ে যাবে এবং চিরকাল এ জান্নাতে থাকতে পারবে। তাই আল্লাহ তোমাদের ঐ গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছেন। এভাবে ইবলিস কল্যাণের কথা বলে আদম আ. ও বিবি হাওয়াকে নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করল এবং আদম আ. ও বিবি হাওয়া কল্যাণ হবে মনে করে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেললেন।

নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার পরই আদম আ. বুঝতে পারলেন অন্যায় কাজ করা হয়ে গিয়েছে। তাই সাথে সাথে তাঁরা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ তাঁদের ক্ষমা করে দিলেন। কিন্তু জানিয়ে দিলেন– তাঁরা আর জান্নাতে থাকতে পারবে না। কিছু সময়ের জন্য তাঁদেরকে দুনিয়াতে থাকতে হবে এবং সেখানে শয়তানও তাঁদের সাথে থাকবে।

শয়তানও দুনিয়ায় তাঁদের সাথে যাবে শুনে আদম আ. ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কারণ, শয়তানের তথ্যসন্ত্রাস/ধোঁকা বোঝা কত কঠিন সে অভিজ্ঞতা তাঁর ইতোমধ্যে হয়ে গেছে। তাই আদম আ. এটা ভেবে মহাচিন্তায় পড়লেন যে– শয়তান যদি পৃথিবীতে যায় তবে তো সে তথ্যসন্ত্রাস করে তাঁর সকল বংশধরকে বিপথে ও জাহান্নামে নিয়ে যাবে। আদম আ. এর ঐ দুশ্চিন্তা বুঝতে পেরে আল্লাহ জানালেন–

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

এরপর যখন আমার কাছ থেকে তোমাদের কাছে (জীবন পরিচালনার) পথনির্দেশিকা (Manual) যাবে, তখন যারা আমার সেই পথনির্দেশিকা অনুসরণ করবে, তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তাদের দুশ্চিন্তাও থাকবে না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩৮)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'য়ালা আদম আ.-এর চিন্তা দেখে বলেন– তোমার দুঃশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। নবী-রসুলদের মাধ্যমে আমি কিতাব আকারে যুগে যুগে জীবনবিধান পাঠাবো। তোমার বংশধরদের মধ্যে যারা সেই জীবনবিধান শিখবে ও মেনে চলবে তাদের কোনো ভয় নেই।

আল্লাহর এ কথা শুনেই ইবলিস মুসলিমদের বিপথে নেওয়ার জন্য তার এক নম্বর কাজটি ঠিক করে ফেললো। আর তা হলো, মুসলিমদের বিভিন্নভাবে

আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান থেকে দূরে রাখা। কারণ, এটি করতে পারলে বন্ধু বা কল্যাণকামী সেজে, যেকোনো কথা বা কাজকে ইসলামের কথা বা কাজ বলে চালিয়ে দিয়ে অতি সহজে সে মুসলিমদের ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

আল্লাহ ইবলিসের ঐ এক নম্বর কর্মপন্থাকে বিফল করে দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা নিলেন। শেষ নবীর উম্মতের জন্য আল্লাহর সেই ব্যবস্থা হচ্ছে সালাতের প্রতি রাকাতে সুরা ফাতিহার পর কুরআনের অন্য যেকোনো সুরার অন্তত **১**টি বড়ো আয়াত বা ৩টি ছোটো আয়াত বাধ্যতামূলকভাবে পড়া। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে আল্লাহ নিম্নোক্তভাবে মুসলিমদের শয়তানের **১** নম্বর কাজ থেকে বাঁচার ব্যবস্থা করেছেন–

১. সালাতের বাইরেও প্রতিদিন কিছু কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে এটি শিক্ষা দেওয়া। এর ফলে মুসলিমদের ইসলামের মূল বা প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয় নির্ভুল তথ্য থেকে সরাসরি জানতে পারবে।
২. সালাতে পুনঃপুন (Revision) পড়ার মাধ্যমে মুসলিমদের কুরআনের বক্তব্য কোনক্রমেই ভুলে না যাওয়ার ব্যবস্থা করা।

পবিত্র কুরআনের মোট আয়াত সংখ্যা (কম/বেশি) ৬,২৩৪টি। এর মধ্যে কোন আয়াতগুলো সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সে ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন–

هُوَ الَّذِىٓ اَنۡزَلَ عَلَيۡكَ الۡكِتٰبَ مِنۡهُ اٰيٰتٌ مُّحۡكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الۡكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ...

......

তিনিই তোমার প্রতি কিতাবটি অবতীর্ণ করেছেন, যার মধ্যে কিছু হলো 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য' আয়াত, এগুলো কিতাবের মা (মূল), আর অন্যগুলো 'অতীন্দ্রিয়' ... ...।

(সুরা আলে ইমরান/৩ : ৭)

ব্যাখ্যা : মুহকামাত আয়াত হলো আল কুরআনের সেই সব স্পষ্ট আয়াত যার অর্থ বোঝা খুব সহজ বা যার অর্থ বুঝতে কষ্ট হয় না। এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে ইসলামের বুনিয়াদী নীতিসমূহ। যথা– ঈমান (বিশ্বাস-প্রত্যয়), ইবাদাত (উপাসনা-আনুগত্য), আখলাক (নৈতিকতা-চরিত্রনীতি), ফারায়েজ (অবশ্য পালনীয় কর্তব্য) এবং আমর ও নাহী (আদেশ ও নিষেধ)। এ জন্য এই আয়াতগুলোকে আল্লাহ কুরআনের 'মা' বলে উল্লেখ করেছেন।

কুরআনের সুরা ফাতিহার ৭টি আয়াত বাদ দিলে মোট আয়াত সংখ্যা (কম-বেশি) ৬,২২৭টি। আর মূল মুহকামাত আয়াতের সংখ্যা প্রায় ৫০০টি। প্রতিদিনে ৫ বার সালাতের ফরজ রাকায়াত হলো ১৭টি। এর প্রথম ২ রাকায়াতে সুরা ফাতিহারা পর প্রতি রাকাতে ১টি বা ৩টি আয়াত পড়া বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ প্রতিদিন কমপক্ষে ১০ রাকায়াতে ১টি বা ৩টি আয়াত তথা ১০ থেকে ৩০ আয়াত পড়া বাধ্যতামূলক। ধারাবাহিকভাবে পড়লে প্রতি ১৭ থেকে ৫০ দিনের মধ্যে মুহকামাত আয়াতগুলো একবার এবং এর কিছু বেশি সময়ে সম্পূর্ণ কুরআন রিভিশন হয়ে যায়।

ভেবে দেখুন– ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়গুলো সর্বোচ্চ ১৭ থেকে ৫০ দিনের মধ্যে নির্ভুল উৎস থেকে পুনরায় পড়ার (Rivision) কী অভূতপূর্ব ব্যবস্থাই না আল্লাহ করেছেন! এর মাধ্যমে আল্লাহ এটিই নিশ্চিত করতে চেয়েছেন যে– মুসলিমরা যেন তাদের জীবনবিধানের মৌলিক বিষয়গুলো কোনোক্রমে ভুলে যেতে না পারে। ফলে শয়তান বন্ধু বা কল্যাণকামী সেজে এসেও যেন তাদের অন্তত ঐ বিষয়গুলোর ব্যাপারে কোনোক্রমেই ধোঁকা দিতে না পারে। আর কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, ইবলিস শয়তানের ১নং কাজই হচ্ছে মানুষকে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে রাখা।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, মহান আল্লাহর এত সব অপূর্ব ব্যবস্থাকে প্রায় শতভাগ ব্যর্থ করে দিয়ে ইবলিস শয়তান তার এক নম্বর কাজে আজ প্রায় ১০০% সফল। এটি শয়তান শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে করেনি। সে তা করেছে কুরআনের জ্ঞানার্জনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত নানা রকম তথ্যসন্ত্রাসমূলক কথা মুসলিম সমাজ তথা মানুষের মধ্যে চালু করে দিয়ে। সে সকল তথ্যসন্ত্রাসমূলক কথা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে– **'মু'মিনের এক নম্বর কাজ ও শয়তানের এক নম্বর কাজ'** (গবেষণা সিরিজ-৪) নামক বইটিতে।

৩. তাসবীহ–সুবহান-এর পর্যালোচনা

সালাতে সর্বাধিক বার যে তাসবীহটি পড়তে হয় তা হলো–

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى/سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمُ.

প্রতি রাকায়াতে সালাত আদায়কারী ১০ বার سُبْحَانَ তাসবীহটি বলেন। সানায় ১ বার, রুকুতে ৩ বার এবং ২ সিজদায় ৬ বার। অর্থাৎ প্রতিদিনে পাঁচ ওয়াক্তের ১৭টি ফরজ রাকায়াতে কমপক্ষে ১৭০ বার সুবহানা তাসবীহটি আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীকে পড়তে হয়। আল্লাহ কি বিনা

কারণে প্রতিদিন ১৭০ বার এই কথাটি সালাত আদায়কারীর মুখ দিয়ে বলিয়ে নিচ্ছেন? না, তা অবশ্যই নয়। কথাটি মুসলিমদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই সালাতে দাঁড় করিয়ে তিনি মুসলিমদের মুখ দিয়ে ১৭০ বার কথাটি বলিয়ে নিয়েছেন। চলুন এবার দেখা যাক, আল্লাহ সুবহান শব্দটি দিয়ে সালাত আদায়কারীর মুখ দিয়ে কী স্বীকার করিয়ে নিচ্ছেন।

সুবহান শব্দটির শাব্দিক অর্থ হলো পবিত্র (মুক্ত)। কুরআনের যত আয়াতে সুবহান শব্দটি আছে, সেগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়– এ শব্দটি দিয়ে আল্লাহ বুঝাতে চেয়েছেন, তিনি শিরক থেকে মুক্ত। তাই তাসবীহটির মাধ্যমে সালাত আদায়কারী আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে স্বেচ্ছায় স্বীকৃতি দেয় যে– আল্লাহ শিরক থেকে মুক্ত। অর্থাৎ সালাতে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিটি সালাত আদায়কারী দিনে ১৭০ বার অঙ্গীকার করছে যে– বাস্তব জীবনে সে শিরক করবে না। আল্লাহ জানেন, শিরক দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য অতীব ক্ষতিকর একটি বিষয়। তাই তিনি প্রতিদিন ১৭০ বার কথাটি সালাত আদায়কারীর কাছ থেকে স্বীকার করিয়ে নিয়ে এ তথ্যটিই জানাতে চেয়েছেন যে– তারা যেন তাদের বাস্তব জীবনে শিরকের গুনাহ থেকে অবশ্যই মুক্ত থাকে।

তাহলে শিরক কী এবং কী কী কাজ করলে শিরক করা হয়, প্রতিটি মুসলিমের এ ব্যাপারে অত্যন্ত পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। শিরক শব্দের অর্থ হচ্ছে অংশীদারিত্ব। তাই আল্লাহর সাথে শিরক করার অর্থ হচ্ছে– যে সব বিষয় শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত সে সব বিষয়ে অন্য কারো অংশীদারিত্ব আছে এ কথা বলা বা স্বীকার করা অথবা বাস্তবে এমন কাজ করা যাতে বোঝা যায়, ঐ সব বিষয়ে আল্লাহর সাথে অন্যের অংশীদারিত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

চলুন এবার দেখা যাক, শিরক কয় প্রকার এবং বর্তমানকালে মুসলিমরা কোন কোন শিরক কী পরিমাণে করছে–

শিরকের শ্রেণিবিভাগ

শিরক প্রধানত ৪ ধরনের–

১. আল্লাহর সত্তার সাথে শিরক

এটি হলো– আল্লাহ একের অধিক বা তাঁর স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে ইত্যাদি আছে এ কথা বলা বা স্বীকার করা। মুসলিমরা এ ধরনের শিরক থেকে মুক্ত বলা চলে।

২. আল্লাহর গুণাবলির সাথে শিরক

এটি হলো– যে সকল গুণ শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত সে গুণ অন্য কারো আছে এটি বলা, স্বীকার করা বা সে অনুযায়ী কাজ করা। যেমন– সব জায়গায় উপস্থিত থাকা, সব কথা শুনতে পাওয়া, গায়েব জানা ইত্যাদি গুণ শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। অন্য কোনো ব্যক্তি বা সত্তার এই রকম গুণ আছে এটি মনে করা বা সেই অনুযায়ী কাজ করা শিরক। চাই সে ব্যক্তি বা সত্তা জীবিত বা মৃত কোনো নবী-রসুল আ., অলি-আউলিয়া, পীর, বুজুর্গ বা অন্য কেউ হোক না কেন। এ ধরনের শিরক বর্তমানকালের মুসলিমদের মধ্যে বেশ দেখা যায়।

৩. আল্লাহর হক বা অধিকারের সাথে শিরক

যে সকল বিষয় পাওয়ার হক শুধুমাত্র আল্লাহর, তা অন্য কাউকে দিলে বা অন্য কারো তা পাওয়ার হক আছে এ কথা স্বীকার করলে এ ধরনের শিরক করা হবে। যেমন– সিজদা পাওয়ার হক শুধুমাত্র আল্লাহর। তাই কেউ যদি কোনো মাজারে বা অন্য কোথাও গিয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করে, তবে সে শিরক করল। এ ধরনের শিরক মুসলিমদের মধ্যে বর্তমানে বেশ দেখা যায়।

৪. আল্লাহর ক্ষমতার সাথে শিরক

এ ধরনের শিরক দুই প্রকার–

ক. আল্লাহর সাধারণ ক্ষমতার সাথে শিরক

হায়াত, মউত, রিজিক, ধন-দৌলত, সম্মান, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি দেওয়া এবং গুনাহ মাফ করার স্বাধীন ক্ষমতা শুধু আল্লাহর। পৃথিবীর জীবিত বা মৃত কোনো ব্যক্তি বা সত্তার আল্লাহর কাছ থেকে ঐগুলো জোর করে এনে দেওয়ার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নেই। কেউ যদি মনে করে জীবিত বা মৃত কোনো ব্যক্তি বা সত্তার, আল্লাহর কাছ থেকে জোর করে বা আল্লাহকে বাধ্য করে অথবা ইচ্ছে করলেই আল্লাহকে অনুরোধ করে ঐগুলো আদায় করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, তাহলে নিঃসন্দেহে আল্লাহর সাধারণ ক্ষমতার সঙ্গে শিরক করা হবে।

মানুষ, ক্ষমতাবান কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে কোনো কিছু অবশ্যই এনে দিতে পারবে এ বিশ্বাসেই শুধু দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির পেছনে অর্থ-সম্পদ বা শ্রম ব্যয় করে। সে ধরে নেয়– দ্বিতীয় ব্যক্তি খুশি হয়ে চেষ্টা করলে ক্ষমতাবান ব্যক্তি বা সত্তার কাছ থেকে অবশ্যই তার

কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি এনে দিতে পারবে। তদ্‌রূপ, আল্লাহর কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশায় জীবিত বা মৃত কোনো ব্যক্তিকে (পীর, বুজুর্গ, দরবেশ ইত্যাদি) নজর-নিয়াজ বা শ্রম (হাত-পা টিপা) মানুষ শুধু তখনই দেয়, যখন সে বিশ্বাস করে– ঐ ব্যক্তি খুশি হয়ে চেষ্টা করলে তার কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি আল্লাহর কাছ থেকে অবশ্যই এনে দিতে পারবে। এটি অবশ্যই শিরক। বর্তমান মুসলিম সমাজে এই ধরনের শিরক কম-বেশি চালু আছে।

খ. আল্লাহর আইন বানানোর ক্ষমতার সাথে শিরক

আল কুরআনের সুরা ইউসুফের ৪০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন-

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ.

বিধান দেওয়ার অধিকার শুধু আল্লাহরই।

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এ আয়াত ও আরও আয়াতের মাধ্যমে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা দিয়েছেন যে– হুকুম করার ক্ষমতা শুধুমাত্র তাঁর। হুকুম মানে আইন, আবার আইন মানে হুকুম। তাহলে আল্লাহ এখানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছেন যে, আইন বানানোর সার্বভৌম বা স্বাধীন ক্ষমতা শুধু তাঁর। পৃথিবীর আর কোনো সত্তার আইন বানানোর ব্যাপারে সার্বভৌম বা স্বাধীন ক্ষমতা নেই। চাই সে সত্তা আইন পরিষদ (Parliament), সিনেট, হাউজ অব কমন্স, হাউজ অব লর্ডস, লোকসভা, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, বাদশাহ যেই হোক না কেন।

এ সব সত্তার আইন প্রণয়নের ব্যাপারে ক্ষমতা শুধু এতটুকু যে– যে সকল ব্যাপারে আল্লাহ কোনো স্পষ্ট বিধান দেননি, সেগুলোর ব্যাপারে আইন প্রণয়ন করা। কিন্তু তা অবশ্যই আল্লাহর দেওয়া কোনো স্পষ্ট আইনের পরিপন্থি হতে পারবে না। কেউ যদি ঐ সব সংস্থা বা সত্তা আইন প্রণয়নের ব্যাপারে স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী, এ কথা ভোট বা সমর্থনের মাধ্যমে স্বীকার করে নেয় বা তাদের বানানো (আল্লাহর আইনের বিরোধী) আইনকে খুশি মনে মেনে চলে, তবে সে অবশ্যই আল্লাহর আইন বানানোর ক্ষমতার সাথে শিরক করল।

মানুষের জীবন পরিচালনার আইনগুলো বানিয়ে আল্লাহ তা মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন আল কুরআনের মাধ্যমে। আর রসুল স. সেগুলো বাস্তবে রূপদান করে মানুষকে দেখিয়ে দিয়েছেন। তাই কুরআনে বলা

আছে, এমন হুকুম বা আইনের পরিপন্থি কোনো আইন বানানোর ক্ষমতা কোনো সত্তা বা সংস্থার নেই। যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা এরকম আইন প্রণয়ন করে এবং তা মানুষকে মানতে বাধ্য করে, কুরআনের ভাষায় তাদের বলা হয়েছে 'তাগুত'। এটি হচ্ছে ইসলামকে অস্বীকার করার তিন পর্যায়ের (সাধারণ কাফির, তাগুত কাফির এবং মুনাফিক) মধ্যম পর্যায়। আর যে সব মুসলিম ইসলাম বিরোধী আইন প্রণয়নের জন্য ভোট বা সমর্থনের মাধ্যমে তাগুতকে ক্ষমতায় বসায় বা খুশি মনে তাগুতের বানানো আইন মেনে চলে, তারা নিঃসন্দেহে নিজেদের ঐ পর্যায়ের কুফরীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে।

এটিই হচ্ছে সেই শিরক, যেটি বর্তমান বিশ্বে মুসলিমরা সবচেয়ে বেশি করছে। বর্তমানে বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর ২/১টি ছাড়া সবগুলোতে কুরআন বিরোধী আইন চালু আছে। অধিকাংশ মুসলিম সমর্থন করেছে বলেই এটি চালু হতে পেরেছে। আর বেশির ভাগ মুসলিম খুশি মনে মেনে চলছে বলে এটি চালু থাকতে পারছে। তাই না বুঝে হোক, আর বুঝে হোক পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিম আজ এই শিরকটি করছে, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

কুরআনে বর্ণিত আইন-কানুন বা বিধি-বিধানগুলো যে কত যুক্তিসংগত মানবকল্যাণমূলক তা যে কেউ একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লে এবং চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন। ঐ বিধি-বিধানগুলোর মাত্র ১৪টি উল্লেখ করা হয়েছে **'মুহাম্মাদ স.-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি'** (গবেষণা সিরিজ-২) নামক বইয়ে। ঐ ১৪টি বিধানও যদি সঠিকভাবে কোনো দেশে চালু করা যায়, তবে সে দেশটি যে একটি মহাশান্তিময় দেশ হয়ে যাবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সালাতে পড়া অন্যান্য তাসবীহ ও দোয়ার মাধ্যমেও আল্লাহ সালাত আদায়কারীর মুখ দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলিয়ে বা স্বীকার করিয়ে নেন। তাই প্রতিটি সালাত আদায়কারীর সালাতে পড়া প্রতিটি তাসবীহ ও দোয়ার অর্থ ও ব্যাখ্যা ভালো করে জানা ও বোঝা উচিত এবং তাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডেও তার প্রতিফলন হওয়া উচিত। অন্যথায় আল্লাহর শাস্তি থেকে তাদের কেউই উদ্ধার করতে পারবে না।

সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, কুরবানী নামক উপাসনামূলক ইবাদাতগুলো এবং মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যের মধ্যে সম্পর্ক

বর্তমান বিশ্বে মুসলিমদের দুরবস্থার অন্যতম প্রধান একটি কারণ হলো– সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, কুরবানী নামক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতগুলো এবং আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যের মধ্যকার সম্পর্ক না জানা বা এ ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা না থাকা।

মানুষ সৃষ্টির আল্লাহর উদ্দেশ্য হচ্ছে– 'নির্ভুল, পরিপূর্ণ ও মানদণ্ড উৎস হিসেবে কুরআনের জ্ঞানার্জন এবং তাতে বিশ্বাস রেখে, জন্মগতভাবে জানা সকল ন্যায় কাজ বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজ প্রতিরোধের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা।' এটি **'মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-১) শিরোনামের বইটিতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। মানুষ সৃষ্টির এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের বুনিয়াদি উপায় হলো– জীবনব্যবস্থার সকল অঙ্গনে ইসলামী জীবনব্যবস্থার বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করা। আর এটিই হলো, নবী-রসুল আ. পাঠানোর আল্লাহর বুনিয়াদি উদ্দেশ্য। এ বিষয়টি **'মুহাম্মাদ স.-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি'** (গবেষণা সিরিজ-২) নামক বইটিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সুধী পাঠক,

আমরা মানুষেরা যখন কোনো উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করি তখন প্রথমে ঐ উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী লোক তৈরি করার জন্য একটি প্রোগ্রাম তৈরি করি। এ বক্তব্য যে চিরসত্য (Eternal Truth), তা আশা করি আপনারা সবাই স্বীকার করবেন।

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। ধরুন 'দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা।' পৃথিবীতে যত সরকার আছে তাদের সবারই এটি একটি প্রধান উদ্দেশ্য। আর এ উদ্দেশ্য সুষ্ঠুভাবে সাধন করার জন্য, পৃথিবীর সকল সরকারই উপযুক্ত প্রোগ্রামের মাধ্যমে একটি দক্ষ বাহিনী গড়ে তোলে যাকে

প্রতিরক্ষা বাহিনী বলা হয়। ঠিক এভাবেই, পৃথিবীর মানুষ যখনই কোনো উদ্দেশ্য সাধন করতে চেয়েছে, তখনই প্রথমে সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপযুক্ত প্রোগ্রামের মাধ্যমে যোগ্য লোক বা জনশক্তি তৈরি করেছে।

'নির্ভুল, পরিপূর্ণ ও মানদণ্ড উৎস হিসেবে কুরআনের জ্ঞানার্জন এবং তাতে বিশ্বাস রেখে, জন্মগতভাবে জানা সকল ন্যায় কাজ বাস্তবায়ন অন্যায় কাজ প্রতিরোধের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা' অত্যন্ত কঠিন কাজ। এই কঠিন কাজটি করার জন্যও প্রথমে উপযুক্ত লোক তৈরি করা দরকার। কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষের মাথায় যদি এ বুদ্ধি এসে থাকে, তবে সেই মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর জ্ঞানে এ বুদ্ধি আসেনি এ কথা চিন্তা করাও মহাপাপ। তাই আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী লোক তৈরি করার প্রোগ্রামও অবশ্যই দিয়েছেন। আল্লাহর সে প্রোগ্রাম হলো– সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ও কুরবাণী। এই পাঁচটি আনুষ্ঠানিক ইবাদাতের প্রতিটির উদ্দেশ্য জেনে, অনুষ্ঠানটি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে তা থেকে আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো যদি মানুষ বুঝে-শুনে, মনে-প্রাণে গ্রহণ করে এবং তারপর সেই শিক্ষাকে তাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রয়োগ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়, তবেই এমন লোকবল তৈরি হবে যারা আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের উপযোগী হবে। এটিই হচ্ছে কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense অনুযায়ী মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যের সাথে সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ও কুরবাণীর সম্পর্ক।

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং এই পাঁচটি আমলের মধ্যকার এই সম্পর্ক বুঝে নিয়ে মুসলিমরা যতদিন আমলগুলো পালন করেছিল এবং তাদের সকল কর্মকাণ্ড সে অনুযায়ী পরিচালনা করেছিল, ততদিন তারা পৃথিবীতে সকল দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ও বিজয়ী ছিল। পরবর্তীতে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর পরিবর্তে ব্যক্তি-বিশেষের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এ কারণে, অধিকাংশ সাধারণ মুসলিম তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যের সাথে এ পাঁচটি আমলের সম্পর্কের বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense বর্ণিত বক্তব্য থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে। তাই মুসলিমরা যদি আবার পৃথিবীতে সবদিকে শ্রেষ্ঠ ও বিজয়ী হতে চায়, তবে আবার তাদের ঐ সব ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর দিকে সরাসরি ফিরে আসতে হবে।

আনুষ্ঠানিক উপাসনাগুলোর মধ্যে সালাতকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার কারণ

আনুষ্ঠানিক উপাসনাগুলো (সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ও কুরবানী) থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সালাত থেকে তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিকভাবে যত ব্যাপক শিক্ষা পাওয়া যায় অন্য চারটি থেকে তেমনটি পাওয়া যায় না। ঐ শিক্ষাগুলোই যদি ব্যক্তি বা সমাজ জীবনে থাকে তবে সেখানে ইসলাম বিরোধী কোনো কাজ থাকতে পারে না এবং সে সমাজ একটি সুখী, সমৃদ্ধ, সুশৃঙ্খল ও প্রগতিশীল সমাজ হতে বাধ্য।

সালাতের উদ্দেশ্য হলো– মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবন থেকে ইসলামের দৃষ্টিতে অশ্লীল ও অন্যায় কাজ দূর করা। কোনো সমাজ থেকে ইসলামের দৃষ্টিতে অশ্লীল ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলো দূর হয়ে গেলে সে স্থান শূন্য থাকবে না। সে স্থান ইসলামের দৃষ্টিতে সিদ্ধ ও অশ্লীল নয় এমন কাজে ভরপুর হয়ে যাবে। তাই কোনো ব্যক্তি ও সমাজে সালাতের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হয়ে গেলে সেখানে আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়ে যাবে। আর এটি সম্ভব হবে মুসলিমরা যদি সালাত কায়েম (প্রতিষ্ঠা) করে। এ জন্যই সালাতকে ইসলামী জীবনবিধানে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

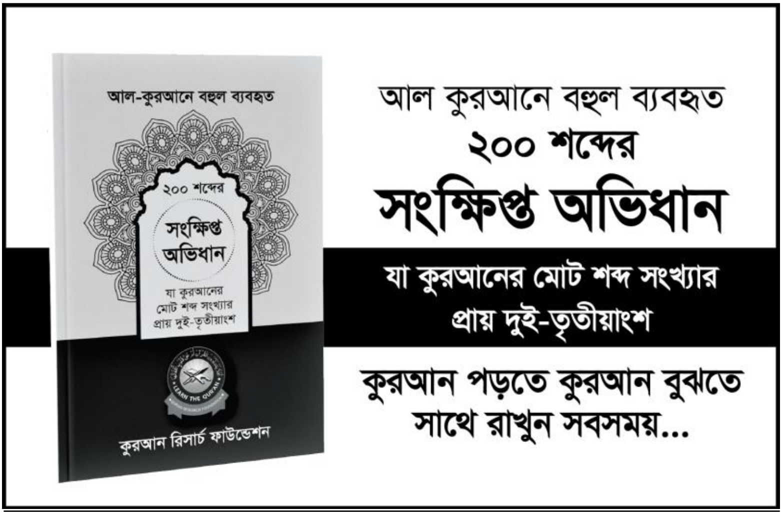

সালাত এবং রসুল স., সাহাবায়ে কিরাম ও ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুসলিমদের ব্যক্তি ও সামাজিক অবস্থা

রসুল স., সাহাবায়ে কিরাম ও ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুসলিমগণ সালাতকে শুধু অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে পালন করেননি। তারা সালাতের প্রতিটি অনুষ্ঠান নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে তা থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সুনিপুণভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এটি সহজেই বুঝা যায় ঐ সময়কার ব্যক্তি ও সমাজের অবস্থা পর্যালোচনা করলে। ঐ সময়ে মুসলিমদের ব্যক্তি ও সমাজ থেকে ইসলামের দৃষ্টিতে যে সকল কাজ অশ্লীল ও নিষিদ্ধ তা সমূলে উৎপাটিত হয়ে গিয়েছিল। সে সময়কার ইতিহাস যিনি জানেন তিনি এক বাক্যে এটি স্বীকার করবেন।

সালাত কবুল হওয়ার সার্বিক শর্তসমূহ

কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense অনুযায়ী আমল (কাজ) কবুল হওয়ার শর্তসমূহ হলো–

১. আমলটি পালন করার সময় আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রাখা।

২. আমলটির ব্যাপারে আল্লাহর বলে দেওয়া উদ্দেশ্য জানা এবং আমলটি পালন করার মাধ্যমে ঐ উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে বা হবে কি না তা সবসময় খেয়াল রাখা।

৩. আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া পাথেয়কে আমলটির উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম হিসেবে পালন করা।

৪. আল্লাহ তা'য়ালার জানানো বা রসুল স.-এর দেখিয়ে দেওয়া পদ্ধতি অনুযায়ী আমলটি পালন করা।

৫. আনুষ্ঠানিক আমলের প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো নেওয়া।

৬. আনুষ্ঠানিক আমলের অনুষ্ঠান থেকে নেওয়া শিক্ষাগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করা।

৭. ব্যাপক আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ না দেওয়া।
৮. ব্যাপক আমলের ক্ষেত্রে কাজগুলো গুরুত্বের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে পালন করা।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে– **'মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-৫) নামক বইটিতে।

সালাত কোনো ব্যাপক আমল নয়। তবে এটি একটি আনুষ্ঠানিক আমল। তাই সালাত কবুল হওয়ার শর্ত হবে নিম্নের ছয়টি–

১. সালাত আদায় করার সময় আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সর্বক্ষণ সামনে রাখতে হবে।
২. সালাতের ব্যাপারে আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া উদ্দেশ্য জানা এবং সালাত আদায় করার মাধ্যমে ঐ উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে বা হবে কি না তা সবসময় খেয়াল রাখা।
৩. আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া পাথেয়কে (সালাতের অনুষ্ঠান) সালাতের উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম হিসেবে পালন করা।
৪. আল্লাহ তা'য়ালার জানানো ও রসুল স.-এর দেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী সালাতের অনুষ্ঠানটি পালন করা।
৫. সালাতের অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো মনে-প্রাণে গ্রহণ করা।
৬. সালাতের অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে নেওয়া শিক্ষাগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করা।

বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের সালাত আদায় করা ও আদায়কারীগণের বাস্তব আমল দেখলে তাদের কয়জনের সালাত কবুল হচ্ছে তা বুঝা মোটেই কঠিন নয়।

শেষ কথা

রসুল স. ও সাহাবায়ে কিরাম দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর কয়েকশত বছর সালাতের শিক্ষা অনুযায়ী মুসলিমদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবন পরিচালিত হয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে সালাতের শিক্ষাগুলোর গুরুত্ব কমিয়ে অনুষ্ঠানের গুরুত্বকে সামনে নিয়ে আসা হয়েছে। বর্তমান মুসলিম-বিশ্বে সালাত শুধু একটি অনুষ্ঠানসর্বস্ব ইবাদাত বা কাজ। সালাতের অনুষ্ঠানটি সঠিকভাবে শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে মক্তব, মাদ্রাসা, মসজিদ, তাবলীগ জামাত, বিভিন্ন ইসলামী দল নানাভাবে চেষ্টা করে থাকে। এটি অবশ্যই দরকার। কিন্তু পাশাপাশি যখন দেখি সালাত কায়েম করা কথাটির প্রকৃত ব্যাখ্যা এবং সালাতের শিক্ষাগুলো সম্বন্ধে একেবারেই কোনো জ্ঞান দেওয়া হচ্ছে না বা আলোচনা করা হচ্ছে না, তখন শুধু অবাক হই এবং মনটা অত্যন্ত দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়ে যায়, ইবলিস শয়তানের কৃতকার্যতা দেখে। কারণ– সুরা আল বাকারার ১৭৭ নং আয়াতে আল্লাহ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, সালাতকে শুধু অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে পালন করাতে কোনো সাওয়াব নেই। সাওয়াব আছে সালাত কায়েম করার মধ্যে। ভাবতেও অবাক লাগে, কুরআনের এত গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য একটি বক্তব্য, কীভাবে বর্তমান মুসলিমদের চোখ এড়িয়ে (Overlook) গেল বা কীভাবে তারা এটিকে অগ্রাহ্য করল!

তাই 'সালাত' নামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমলটি পালন করে বর্তমান বিশ্বের মুসলিমরা যদি দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ পেতে চায় তবে তাদেরকে অনুষ্ঠান সর্বস্ব সালাত পরিত্যাগ করে সালাতকে যথাযথভাবে কায়েম করতে হবে।

পুস্তিকায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে আমাকে তা ধরিয়ে দেওয়া সকল পাঠকের ঈমানী দায়িত্ব এবং আমার ঈমানী দায়িত্ব– ভুল শুধরিয়ে পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো। মহান আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে আবার সালাত কায়েম করার তৌফিক দান করুন, এ দুয়া করে এবং আপনাদের দুয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ!

সমাপ্ত

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (আরবী-বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (শুধু বাংলা)
৩. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (আরবী-বাংলা)
৪. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (শুধু বাংলা)
৫. মৌলিক শতবার্তা (যাতে আছে আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৬. কুরআনের ২০০ শব্দের অভিধান (যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ)
৭. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড
৮. সাধারণ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. মুহাম্মাদ স.-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense-এর গুরুত্ব
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়
৯. কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠনপদ্ধতি প্রচলিত সুর নাকি আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলেই জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সংবলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা

১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না
২৪. আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিক্‌র প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. আল কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতি প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা নাকি কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. কুরআনের অর্থ বা তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞানলাভের সহজ উপায়
৩৩. প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হাজ্জের ভাষণ যুগের জ্ঞানের ভিত্তিতে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা
৩৯. আসমানি গ্রন্থে উল্লিখিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের জীবন্তিকা
৪০. আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার পদ্ধতি
৪১. তাকওয়া ও মুত্তাকী প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৪২. জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য

প্রাপ্তিস্থান

- **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
  ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
  ১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন : ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৯৭৭৩০১৫১১, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭
- **অনলাইনে অর্ডার করতে :** www.shop.qrfbd.org এবং
  https://www.facebook.com/QuranResearchFoundation/
- **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
  ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
  ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫, ০১৭৫২৭৭০৫৩৬

এছাড়াও পাওয়া যায়–

- **রকমারি ডট কম :** www.rokomari.com
- **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ০১৭২৮১১২২০০
- **প্রফেসর'স বুক কর্নার**, ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
- **কাটাবন বইঘর,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭১১৫৮৩৪৩১
- **আজমাইন পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭৫০০৩৬৭৯৩
- **দিশারী বুক হাউস,** ইসলামীয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ০১৮২২১৫৮৪৪০
- **মেধা বিকাশ,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ০১৮৬৬৬৭৯১১০
- **আদর্শ লাইব্রেরী,** দেবিদ্বার, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৮৬২৬৭২০৭০
- **কিউআরএফ রাজশাহী অফিস,** বাড়ি-৬১, শিরইল মোল্লা মিল, ওয়ার্ড নং-২১, রাজশাহী মহানগর, রাজশাহী। ০১৭১২৭৮৬৪১১
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী, ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩
- **কিউআরএফ বগুড়া দাওয়াহ সেন্টার :** জানে সাবা হাউজিং সোসাইটি, সদর, বগুড়া। ০১৭৩০৯১৪৫৮৯, ০১৭১৪৭০৯৯৮০
- **কুরআন এডুকেশন সেন্টার,** দুপচাচিয়া, বগুড়া, ০১৭১৪৫৬৬৮৯৯, ০১৭৭৯১০৯৯৬৮
- **কিউআরএফ খুলনা অফিস :** ৩২/২, নিচতলা, হাজী মহসিন রোড, টুটপাড়া, খুলনা। ০১৯১৬১৩৮৩৪৩, ০১৯৩২৬৪০০৭৫, ০১৯৭৭৩০১৫০৬, ০১৯৭৭৩০১৫০৯
- **বই ঘর,** মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৩৮৬৪২০৮

ব্যক্তিগত নোট

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... .

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত

আল কুরআন

যুগের জ্ঞানের আলোকে

অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর

(সচিত্র)

শুধু বাংলা

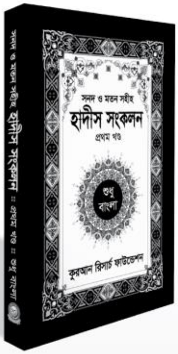

সনদ ও মতন সহীহ

হাদীস সংকলন

প্রথম খণ্ড

শুধু বাংলা

মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া মৌলিক শতবার্তা

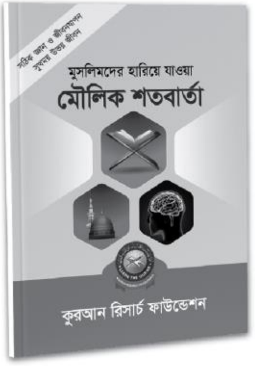

মুসলিম জাতির হারিয়ে যাওয়া
জীবন ঘনিষ্ঠ মৌলিক একশত বার্তা
ও **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**-এর
গবেষণা সিরিজগুলোর
মূল শিক্ষাসমূহ সংক্ষেপে ও সহজে
উপস্থাপিত হয়েছে এ বইয়ে।

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১